Contents

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

প্রথম খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

প্রথম খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (প্রথম খণ্ড)

সম্পাদনা পরিষদ

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা গবেষণা : ৫৫/৪
ইফা প্রকাশনা : ২০৩৫/৪
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩
ISBN : 984—06—0639—5

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০০

চতুর্থ প্রকাশ (উ)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪২৮.০০ (চারশত আটাশ) টাকা মাত্র।

AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran): Composed and edited by a group of Scholars andPublished by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207. Phone : 8181538 August 2013

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 428.00 ; US Dollar : 18.00

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠতম রহমত হল, তাঁর পবিত্র কালাম তথা কুরআন মজীদ ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। স্রষ্টার নিদর্শন ও এই মহত্তম মাধ্যম না হলে সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানব জাতি ন্যায়-অন্যায়ের সুস্পষ্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণের মানদণ্ড, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারতো না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবাণীতে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য জীবন দর্শন আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা, জীবন-বিধান হিসেবে এর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনে এর সামগ্রিক প্রতিফলন দেখে উপলব্ধি করা যায়। সুন্নাতে নববীতে কুরআন শরীফ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেমন সংরক্ষিত তেমনি এর আয়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সূরার তারতীব সবই সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অগ্রপশ্চাদ করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন নিজস্ব ধারায় গ্রন্থিত আছে। গ্রন্থিত এই ধারা ও স্বরূপ বস্তুত লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত পবিত্র মূল কুরআনেরই অনুরূপ কপি।

আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো একস্থানে পেতে চাই। আলিম কিংবা হাফিজগণের পক্ষে এ কাজটি দুরূহ না হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন। পাঠকবৃন্দের উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই 'আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত' শীর্ষক প্রকল্প গৃহীত হয়। আলোচ্য গ্রন্থ সেই গবেষণা কর্মেরই মূল্যবান ফসল। আমরা মনে করি, এ বিষয়ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত। এ গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে। এ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত হাম্দ ও শুকরিয়া। আমি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গবেষকগণ এবং অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুরআন প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। মহান আল্লাহ্‌র অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওয়াহী, তেমনি-এর সূরা ও আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের এটি অন্যতম মুজিযা যে, আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাসের উপর উম্মতের সীনায় ও হাতে রেখে গিয়েছেন আজো সেই বিন্যাসের উপর বিদ্যমান। কোথাও কোন যুগে তাতে একটি নুক্তার পরিবর্তনও হয়নি। আমরা বর্তমানে যে তারতীবের উপর পবিত্র কুরআন হিফয করছি কিংবা তিলাওয়াত করছি সেই তারতীবের উপরই প্রিয়নবী (সা) পবিত্র কুরআন নিজে মুখস্থ করেছেন, বছর বছর হযরত জিব্রীলকে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করিয়েছেন এবং সকলে সেই তারতীবের উপরই নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ্‌র সমীপে কুরআন খতম করতেন। এই কুরআন সেই মূলকপিরই হুবহু অনুলিপি যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত। ফকীহগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের এই তারতীবের ওয়াহীরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুনভাবে কুরআনের বিন্যাস বৈধ নয়।

পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস উপস্থাপন করা কিংবা বর্তমান তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা মোটেও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল সাধারণ পাঠকরা যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চা পূর্বের তুলনায় অনেকগুলো অগ্যসরমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহর রহমত যাঁরা আলিম বা আরবী শিক্ষিত নন তাঁরাও বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই অনুরাগীদের অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুধু কোন লেখকের বই থেকেই নয় অধিকন্তু পবিত্র কুরআন তথা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের কালাম থেকে সরাসরি বিষয়টি জানার অভিলাষ পোষণ করেন বেশী। তাঁদের এ অভিলাষ ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদমত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল আমাদের "আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পণ্ডিতগণের শ্রম সাধনার পর ২০০০ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের পর এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর মওজুদ শেষ হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থখানার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থখানার রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত খ্যাতনামা আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসহ তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র প্রকাশের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কবল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় বের করা সহজ নয়। কারণ, একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য "আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পে কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-কুরআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায় প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যাস্ত করেছেন। বিষয়ভিত্তিক আয়াতের তরজমা প্রদানের আগে, প্রথমে সূরার নাম, সূরার নম্বর তারপর আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে। যেমন, সূরা বাকারা, ২ ঃ ১০; গ্রন্থের প্রথমে আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ঃ ১. আল্লাহ্, ২. মালাইকা, ৩. কিতাবুল্লাহ, ৪. রাসূল, রিসালাত ও অহী, ৫. কিয়ামত ও আখিরাত এবং ৬. কাযা ও কাদ্র। এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে ইসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিক এবং আহ্‌কাম সম্বলিত সকল বিষয়াবলী এবং তৃতীয় খণ্ডে থাকছে- সৃষ্টি, ইতিহাস, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম, আমসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম এবং উলূমুল কুরআন ইত্যাদি।

আল-কুরআন এমন কিতাব যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বাদ দেননি। তবে তা মানুষ রচিত গ্রন্থের মত নয়। এখানে মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, যা থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় দিশা লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সাজানোর কাজটি খুব সহজ না হলেও সম্পদনা পরিষদের সদস্যবর্গ আন্তরিকভাবে এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কিছু নজরে পড়লে আমরা অনুরোধ করব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য। আমাদের এ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সবার কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
আকাঈদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

প্রথম অধ্যায়

আকাঈদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তা'আলা

❑ আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৫

২৫৫. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক, তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা। যা কিছু আছে আসমানে আর যা কিছু যমীনে সবই তাঁর। সে কে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুর্‌সী পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে আসমান ও যমীন। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই মহান, শ্রেষ্ঠ।

٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৭

৮৭. আল্লাহ্ তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন-ই, এতে কোন সন্দেহ নেই। কথায় আল্লাহ্‌র চাইতে কে অধিক সত্যবাদী ?

٨٧- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَیَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا رَیْبَ فِیْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِیْثًا ○

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২

২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি উর্ধে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলী স্তম্ভ ব্যতিরেকে যা তোমরা দেখছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাধীন করলেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকেই আবর্তন করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব কিছু, তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

٢-اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ
كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ
يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪

৩২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং যিনি পানি বর্ষণ করেন আসমান থেকে, ফলে তা দিয়ে তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন নৌযানকে যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে ; এবং তিনি কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য নদ-নদীকে।

٣٢-اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ○

৩৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম নিয়মানুবর্তী এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।

٣٣- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○

৩৪. আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তোমরা যা কিছু তাঁর কাছে চেয়েছ, তা থেকে। যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

٣٤- وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۖ
وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۖ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ○

সূরা তোহা, ২০ ঃ ৮

৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।

٨- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ○

সুরা নূর, ২৪ ঃ ৩৫

৩৫. আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মাঝে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মাঝে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত, তা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যায়তুন গাছের তৈল দিয়ে, যা প্রাচ্যেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে চান তাঁর জ্যোতির দিকে তাকে পথ দেখান। আর আল্লাহ্ উপমা দেন মানুষের জন্য এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٣٥- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ
مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ
فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ
وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۗءُ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ۭ
يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ১১, ৪০, ৪৮, ৫৪,

১১. আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

١١- اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪০. আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের রিয্ক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, তারপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের উপাস্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ সবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যে শির্ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ অতি পবিত্র, অতি মহান।

٤٠- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۭ
هَلْ مِنْ شُرَكَاۗىِٕكُمْ
مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৪৮. আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন; সুতরাং তুমি দেখতে পাও, তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়। এরপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাদের কাছে চান, তা পৌঁছে দেন, তখন তারা আনন্দিত হয়।

٤٨- اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

৫৪. আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায়, তারপর দুর্বলতার পরে তিনি শক্তি দান করেন, এরপর শক্তিদান করার পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন, আর তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٤- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১২৬

১২৬. আল্লাহ্, তিনি তোমাদের রব এবং তিনি রব তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদের।

١٢٦- اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

সূরা যুমার, ৩৯ : ৬২, ৬৩

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর যিম্মাদার।

٦٢- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

৬৩. আসমান ও যমীনের কুঞ্জি তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তারাইত ক্ষতিগ্রস্ত।

٦٣- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭৯

৬১. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আরামের জন্য রাতকে এবং দিনকে করেছেন আলোকজ্জ্বল। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٦١- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

٦٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ م
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز
فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৬২. ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ ?

٦٣- كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ
كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

৬৩. এরূপই তারা বিভ্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করে।

٦٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ
صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৪. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যমীন বাসোপযোগী করে এবং আসমানকে ছাদস্বরূপ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, পরে সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদের রিয্ক দিয়েছেন উত্তম বস্তু থেকে। ইনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব। সুতরাং অতি মহান আল্লাহ্, প্রতিপালক সারা জাহানের।

٦٥- هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি রব সারা জাহানের।

٦٧- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ
ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا
اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাকা* থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, তারপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মাঝে কেউ এর আগেই মারা যায় এবং যেন তোমরা নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

٦٨- هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ج
فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি তার জন্য কেবল বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

* এমন কিছু যা লেগে থাকে। মাতৃগর্ভে পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে যে ভ্রূণের সৃষ্টি করে তা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠদিনে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। এ সম্পৃক্ত বস্তুকেই 'আলাকা' বলা হয়েছে।

Contents

৭৯. আল্লাহ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তোমরা তার কতকের উপর আরোহন কর এবং কতক আহার কর।

٧٩- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৭

১৭. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সত্যসহ নাযিল করেছেন কিতাব ও তুলাদণ্ড। আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন ?

١٧- اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ○

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২

১২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীও। এদের মধ্যে নেমে আসে আল্লাহ্র নির্দেশ, যাতে তোমরা জানতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান; আর আল্লাহ্ অবশ্যই সব কিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন।

١٢- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

❑ তাওহীদ—একত্ববাদ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৬৩, ২৫৫

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

١٦٣- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

২৫৫. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক। .... (আরও দেখুন, সূরা ১৬ ঃ ২২ ও ৫১)

٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২, ৬, ১৮, ৬২

২. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক।

٢- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ○

٦- هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। কোন ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٨- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আর ফিরিশ্‌তারা এবং জ্ঞানীরাও ; তিনি ন্যায়-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ (মাবূদ ও উপাস্য) নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٦٢- ...... وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৬২. ...... আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৭, ১৭১

٨٧- اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ○

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অবশ্যই তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?

١٧١- .... إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

১৭১. .... আল্লাহ্ তো এক ইলাহ্, তিনি সন্তানের জনক হওয়া থেকে পবিত্র। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। যিম্মাদার হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৩

٧٣- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ ......

৭৩. তারা তো কুফরী করেছে যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের এক' অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।....

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯, ১০২, ১০৬

١٩- .... قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ○

১৯. .... আপনি বলুন, 'তিনি তো এক ইলাহ্ এবং তোমরা যে শির্‌ক কর, তা থেকে আমি পবিত্র।

١٠٢- ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ

১০২. ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; তিনি

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনি সব কিছুর যিম্মাদার।

١٠٦- اِتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○

১০৬. আপনি তারই অনুসরণ করুন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী আসে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আর আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮

١٥٨- قُلْ يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ...

১৫৮. আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যাঁর আধিপত্য আসমান ও যমীনে ; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন।.......

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩১, ১২৯

٣١- ...... وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ

৩১. .... আর তাদের একই ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তারা যে শির্‌ক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।

١٢٨- فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

১২৯. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি রব মহান আরশের।'

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১৪

١٤- فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَاعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

১৪. যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখ, ইহা আল্লাহ্‌র-ই ইল্‌ম হতে অবতীর্ণ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তবুও কি তোমরা মুসলিম হবে না?

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩০

٣٠- ...... قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ

৩০. .... আপনি বলুন, 'তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই,

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ○

তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।'

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৫২

٥٢- هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৫২. এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, আর এ দিয়ে যেন তাদের সতর্ক করা হয় ; আর যাতে তারা জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ২, ২২, ৫১

٢- يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○

২. তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন স্বীয় নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফিরিশতা নাযিল করেন, এই বলে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর।

٢٢- اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

২২. তোমাদের ইলাহ্, একই ইলাহ্। সুতরাং যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর সত্য-অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারী।

٥١- وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

৫১. আর আল্লাহ্ বললেন, 'তোমরা গ্রহণ করো না দুই ইলাহ্; তিনিই একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর।'

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ১১০

١١٠- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

১১০. বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেককাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ৮, ১৪, ৯৮

٨- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ○

৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।

১৪. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।

١٤- اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ○

৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি জ্ঞানে সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন।

٩٨- اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫, ১০৮

২৫. আর আমি আপনার আগে কোন রাসূল পাঠাইনি তাঁর প্রতি এ ওহী নাযিল না করে যে, 'আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।'

٢٥- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

১০৮. বলুন, 'আমার প্রতি তো ওহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। তবুও কি তোমরা মুসলিম হবে না?

١٠٨- قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩৪

৩৪. .... তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিন বিনীতগণকে।

٣٤- .... فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۭ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২৩, ৯১, ১১৬

২৩. আর আমি তো নূহকে পাঠিয়ে ছিলাম তাঁর কাওমের কাছে এবং তিনি বলেছিলেন, হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সতর্ক হবে না?

٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ নেই, যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে

٩١- مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ অতি পবিত্র।

١١٦- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝

১১৬. আর আল্লাহ্ হলেন মহিমান্বিত, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি রব মহান আরশের।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ২৬

٢٦- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

২৬. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি রব মহান আরশের।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০, ৮৮

٧٠- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ
لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫
وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই ; আর হুকুমের অধিকার তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٨٨- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟
كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ
لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৮. তুমি ডেকো না আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌কে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সব কিছুই ধ্বংসশীল, কেবল তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুমের অধিকার তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩

٣- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ
يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর। তিনি ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিয্‌ক দান করে ? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ ?

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ৪, ৫

٤- اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝
٥- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ তো এক ;

৫. তিনি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি প্রতিপালক উদয়স্থলসমূহের।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ৬৫

٦٥-قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৬৫. বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া, তিনি এক, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪, ৬

٤-لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۖ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৪. যদি আল্লাহ্ চাইতেন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন। তিনি মহান পবিত্র! তিনি আল্লাহ্, এক, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী।

٦- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে, তারপর তিনি তা থেকে তার জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি দিয়েছেন তোমাদের আট প্রকারের চুতষ্পদ প্রাণী। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে ত্রিবিধ অন্ধকারের* মাঝে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে চলেছ?

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ২, ৩, ৬২, ৬৫

٢-تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র কাছ থেকে।

٣- غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

৩. যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, মহাশক্তিশালী। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।

٦٢-ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৬২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ?

* মায়ের জঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আচ্ছাদন এ তিন অন্ধকারে ভ্রূণ অবস্থান করে।

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র জন্য।

٦٥- هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা হা-মীম, আস্‌সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৬

৬. বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং তোমরা দৃঢ়ভাবে তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।..........

٦- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ .....

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৮

৮. তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন ; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক।

٨- لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১৯

১৯. অতএব জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মু'মিন নর ও নারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আর আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

١٩- فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ○

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২২, ২৩

২২. তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত; তারা যে শির্ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৩

১৩. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব মু'মিনরা যেন আল্লাহ্রই উপর ভরসা করে।

١٣- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ৯

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর যিম্মাদাররূপে।

٩- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○

❑ তানযীহ—শিরক থেকে পবিত্র

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১১৬

১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান। বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। সব কিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

١١٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৪

৬৪. বলুন, হে কিতাবীগণ! তোমরা এসো সে কথায় যা অভিন্ন আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে, যেন আমরা ইবাদত না করি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবং শরীক না করি তাঁর সংগে কোন কিছু, আর আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করে। তবে, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন ঃ তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম।

٦٤- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৬, ৪৮, ১১৬

৩৬. আর তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র এবং শরীক করো না তাঁর সঙ্গে কোন কিছু।.........

٣٦- وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا ....

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে। আর তিনি ক্ষমা করেন তা ছাড়া অন্য পাপ, যাকে ইচ্ছা করেন। যে কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে, সে তো মহাপাপ করে।

٤٨-إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে। আর তিনি ক্ষমা করেন তা ছাড়া অন্য পাপ, যাকে ইচ্ছা করেন। যে কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে, সে তো পথভ্রষ্ট হয়েছে চরমভাবে।

١١٦-إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৭, ৭২, ৭৩

১৭. নিশ্চয় তারা কুফরী করেছে যারা বলে, 'মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্ই আল্লাহ্'। বলুন, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে, তিনি ধ্বংস করবেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্, তার মাতা এবং যারা পৃথিবীতে আছে সবাইকে, তবে কে আছে, যে তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে এতটুকু রক্ষা করতে পারে ?.......

١٧-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ...

৭২. অবশ্যই কুফরী করেছে, যারা বলে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্ই আল্লাহ্; অথচ মাসীহ্ বলেছেন ঃ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র, যিনি রব আমার এবং রব তোমাদের। নিশ্চয় কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার ঠিকানা হবে দোযখ। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

٧٢-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

৭৩. নিশ্চয় তারা কুফরী করেছে, যারা বলে ঃ 'আল্লাহ্ তো তিনের-তৃতীয়। অথচ কোন ইলাহ্ নেই এক ইলাহ্ ছাড়া।'......

٧٣-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ.......

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১০১, ১৫১, ১৬২, ১৬৩

৭৬. তারপর রাত্রি যখন তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেললো, তখন তিনি* একটি নক্ষত্র দেখলেন, তিনি বললেন ঃ এটাই আমার রব। পরে যখন সে নক্ষত্র ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ যা ডুবে যায় আমি তা ভালবাসি না।

٧٦- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

৭৭. তারপর যখন তিনি দেখলেন চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উদীয়মান, তখন তিনি বললেন ঃ এটিই আমার রব। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ যদি আমাকে আমার রব সৎপথ না দেখান, তবে আমি অবশ্যই হয়ে পড়বো গুমরাহদের শামিল।

٧٧- فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

৭৮. তারপর যখন তিনি সূর্যকে দেখলেন দীপ্তিমানরূপে উদীয়মান, তখন তিনি বললেন ঃ এটিই আমার রব, এটিই সর্ববৃহৎ। তারপর যখন এটিও ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ হে আমার কাওম! তোমরা যে শির্‌ক কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত।

٧٨- فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৭৯. অবশ্যই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, আর আমি নই মুশরিকদের শামিল।

٧٩- اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০১. তিনি আসমান ও যমীনের আদি-স্রষ্টা। কিরূপে তাঁর সন্তান হবে ? অথচ তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই, আর তিনি তো সৃষ্টি করেছেন সব কিছু এবং তিনি সর্ববিষয় সম্যক অবহিত।

١٠١- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۭ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১৫১. বলুন, এস, তোমাদের পড়ে শোনাই তা যা তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করেছেন ঃ তোমরা তাঁর কোন

١٥١- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ

* হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ ....

শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং দারিদ্র ভয়ে হত্য করবে না তোমাদের সন্তানদের; আমিই রিযিক দিয়ে থাকি তোমাদের এবং তাদেরও........।

١٦٢- قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ
وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬২. বলুন ঃ নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌রই জন্য।

١٦٣- لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ
وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯০, ১৯১, ১৯২

١٩٠- فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا
جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ
فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৯০. অতঃপর তিনি যখন তাদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তখন তারা তাদের যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র শরীক করে। কিন্তু তারা যে শির্‌ক করে তা থেকে আল্লাহ্ মহান পবিত্র।

١٩١- اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ
شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○

১৯১. তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না ? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট,

١٩٢- وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا
وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯২. তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং পারে না নিজেদেরও সাহায্য করতে।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩০, ৩১

٣٠- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ
وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ
ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُوْنَ
قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ
قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৩০. আর ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র। এ হল তাদের মুখের কথা। তাদের পূর্বে যারা কুফরী করেছিল এরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন; এরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলছে ?

٣١- اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

৩১. তারা আল্লাহ্ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদের এবং সন্ন্যাসীদের নিজেদের প্রভুরূপে

Contents

وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا
اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্‌কেও। অথচ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল কেবলমাত্র এক ইলাহ্-র ইবাদত করার জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। যা তারা শরীক করে তা থেকে তিনি মহান, পবিত্র।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১৮, ৬৮

١٨- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ
هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ
قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِي الْاَرْضِ ۭ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৮. আর তারা ইবাদত করে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর যা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারও করে না এবং তারা বলে এরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আসমান ও যমীনের এমন কিছু খবর আল্লাহ্‌কে দিবে যা তিনি জানেন না ? তিনি মহান পবিত্র এবং তারা যে শির্‌ক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধে।

٦٨- قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۭ
هُوَ الْغَنِيُّ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ . . . .

৬৮. তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান, পবিত্র! তিনি অমুখাপেক্ষী! আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই।........

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৪

١٤- لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ
وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۭ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ
اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

১৪. সত্যের আহ্বান তাঁরই। আর যারা ডাকে তাঁকে ছাড়া অন্যকে, তারা কোনই সাড়া দেয় না তাদের ডাকে, তবে তা ঐ ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে, কিন্তু তা তার মুখে পৌঁছার নয়। আর কাফিরদের আহ্বান তো নিষ্ফল।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৫৭

٥٧- وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ
وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ○

৫৭. আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান; তিনি পবিত্র মহান। আর তাদের জন্য রয়েছে তা, যা তারা আকাঙ্ক্ষা করে।

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ২২, ৪০, ৪২, ৪৩, ৫৬, ১১১

২২. তোমরা স্থির করোনা আল্লাহ্‌র সংগে অন্য কোন ইলাহ্ ; এরূপ করলে নিন্দিত ও সহায়হীন হয়ে পড়বে।

٢٢- لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝

৪০. তোমাদের রব কি তোমাদের নির্বাচিত করেছেন পুত্র সন্তানের জন্য এবং নিজে ফিরিশ্‌তাদের গ্রহণ করেছেন কন্যা-রূপে ? অবশ্যই তোমরা তো ভয়ঙ্কর কথা বলছো!

٤٠- اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۭ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝

৪২. বলুন ঃ তাদের কথা মত যদি তাঁর সঙ্গে আরো ইলাহ্ থাকতো, তবে তারা আরশের অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পথ খুঁজত।

٤٢- قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝

৪৩. তিনি পবিত্র, মহান, তারা যা বলে তিনি তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধে।

٤٣- سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৫৬. বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইলাহ্ মনে কর তাদের ডাক, ডাকলে দেখবে, তাদের কোন শক্তি নেই তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার, আর না তা পরিবর্তন করার।

٥٦- قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

১১১. আর বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর কোন শরীক নেই সর্বময় কর্তৃত্বে এবং তাঁর কোন সহায়কের প্রয়োজন নেই দুর্বলতার কারণে। সুতরাং তাঁরই মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

١١١- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ৪, ৫, ১১০

৪. আর তিনি নাযিল করেছেন এ কিতাব সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন;

٤- وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝

৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, আর না ছিল তাদের পিতৃপুরুষদেরও ; তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়,

٥- مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۭ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۭ

إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ○

তা কত সাংঘাতিক! তারা তো বলে কেবল মিথ্যাই।

١١٠- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ○

১১০. বলুন, আমি তো শুধু তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়, তোমাদের ইলাহ্ শুধু এক ইলাহ্ ; অতএব যে তার রবের সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন নেক কাজ করে এবং সে যেন তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৫, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২

٣٥- مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○

৩৫. আল্লাহ্‌র জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র, মহান। যখন তিনি কোন কিছু করা স্থির করেন, তখন তিনি তারা জন্য শুধু বলেন ঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়।

٨٨- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ○

৮৮. তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

٨٩- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ○

৮৯. তোমরা তো এক অদ্ভুত বিষয় উদ্ভাবন করেছ;

٩٠- تَكَادُ السَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○

৯০. এতে যেন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে ;

٩١- أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ○

৯১. কেননা, তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তানের সম্পর্ক আরোপ করে।

٩٢- وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ○

৯২. অথচ দয়ময় আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান গ্রহণ করা শোভন নয়!

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২২, ২৬

٢٢- لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ছাড়া আরো ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!

২৬. আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র, মহান! বরং যাদের তারা আল্লাহ্র সন্তান বলে, তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।

٢٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬২

৬২. ইহা এ কারণে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তাতো অসত্য এবং আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, মহিমান্বিত।

٦٢- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯১, ৯২, ১১৬, ১১৭

৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং নেই তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ ; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!

٩١- مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

৯২. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আর তারা যে শির্ক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধে।

٩٢- عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

১১৬. আর আল্লাহ্ অতি মর্যাদাবান, প্রকৃত মালিক, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

١١٦- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝

১১৭. আর যে কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্কে ডাকে যে বিষয় তার কাছে নেই কোন সনদ, তার হিসাব তো রয়েছে তার রবের কাছে। নিশ্চয় কাফিররা কখনও সফলকাম হবে না।

١١٧- وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২, ৩

২. তিনিই আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং কর্তৃত্বে তাঁর কোন

٢- اَلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ○

শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তা নির্ধারণ করেছেন পরিমিতভাবে।

٣- وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً
لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ
وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا
وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا
وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ○

৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে গ্রহণ করেছে অন্য ইলাহ্, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। আর তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের অপকার বা উপকার করার এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপর।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৩

٢١٣- فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ
مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ○

২১৩. অতএব তুমি ডেকো না আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্, ডাকলে তুমি হয়ে পড়বে শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬৩

٦٣- .... ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط
تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৬৩. .... আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তারা যে শির্‌ক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৮, ৮৮

٦٨- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ط
مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ط
سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৬৮. আর আপনার রব সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং পসন্দ করেন। তাদের নেই কোন ইখ্‌তিয়ার এতে। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে যা তারা শরীক করে।

٨٨- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ م
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ قف
كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ط
لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮৮. আর তুমি ডেকো না আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল, তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুম তো তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪০

٤٠- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

৪০. আল্লাহ্‌ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিয্‌ক দিয়েছেন,

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ
هَلْ مِن شُرَكَائِكُم
مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন এবং পরে আবার তোমাদের জীবিত করবেন। তোমরা যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন কিছু করতে পারে ? আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক ঊর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫

١٥١- أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ○

১৫১. জেনে রাখ, তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে,

١٥٢- وَلَدَ اللَّهُ ۙ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

১৫২. আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١٥٣- أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ○

১৫৩. তিনি কি বেছে নিয়েছেন কন্যা সন্তান, পুত্র সন্তানের স্থলে ?

١٥٤- مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ○

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, কেমন ফয়সালা তোমরা করছ ?

١٥٥- أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

১৫৫. তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪

٤- لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا
لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۙ
سُبْحَانَهُ ۖ
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৪. যদি আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তবে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। তিনি পবিত্র, মহান! তিনি আল্লাহ্, এক, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৮১, ৮২

١٥- وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ
إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ○

১৫. আর তারা তাঁর জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো অবশ্যই স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

١٦- أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ

১৬. তিনি কি নিজের জন্য স্বীয় সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং

وَّ اَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ ○

তোমাদের বেছে নিয়েছেন পুত্র সন্তানের জন্য ?

١٧- وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ○

১৭. আর দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি তারা যা আরোপ করে, তার সুসংবাদ তাদের কাউকে দেওয়া হলে, তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুর্বিসহ যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

١٨- اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ○

১৮. তবে কি তিনি গ্রহণ করলেন এমন সন্তান, যে লালিত-পালিত হয় অলংকার-মণ্ডিত হয়ে এবং যে স্পষ্ট বক্তব্যে সমর্থ নয় তর্ক-বিতর্কে।

١٩- وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۭ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۭ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ○

১৯. আর তারা নারী গন্য করেছে ফিরিশ্‌তাদের, যারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা, তারা কি প্রত্যক্ষ করেছিল এদের সৃষ্টি ? তাদের বক্তব্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

٨١- قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ○

৮১. বলুন, যদি দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকত, তবে আমি হতাম তাঁর উপাসকদের মধ্যে প্রথম।

٨٢- سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

৮২. তারা যা বলে, তা থেকে পবিত্র, মহান আসমান ও যমীনের রব এবং আরশের অধিপতি।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ৪

٤- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪. বলুন, তোমরা কী ভেবে দেখেছ তাদের কথা, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? আমাকে দেখাও, পৃথিবীতে তারা কী সৃষ্টি করেছে অথবা তাদের আছে কি কোন অংশীদারিত্ব আসমানে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমার কাছে উপস্থিত কর এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান।

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩৯, ৪৩

٣٩- اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ○

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য ?

৪৩. না কি আল্লাহ্ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ্ আছে ? তারা যে শির্‌ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

٤٣- اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

১৯. তোমরা কী ভেবে দেখেছ লাত ও উয্‌যা সম্বন্ধে,

١٩- اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَ الْعُزّٰى ○

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?

٢٠- وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ○

২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য ?

٢١- اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ○

২২. এরূপ বণ্টন তো অত্যন্ত অসঙ্গত।

٢٢- تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○

২৩. এগুলো তো কতক নাম ছাড়া আর কিছু নয়, যা তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ ; যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুসরণ করে অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তির, অথচ তাদের কাছে তো তাদের রবের হিদায়েত এসেছে।

٢٣- اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ○

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২৩

২৩. তিনি আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনি নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল তিনি মহা-মহিম ; তারা যে শির্‌ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ৩, ২০

৩. আর নিশ্চয় আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ ; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

٣- وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○

২০. বলুন, আমি তো কেবল ডাকি আমার রবকেই এবং তাঁর সংগে শরীক করি না কাউকে।

٢٠- قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ○

সূরা ইখ্‌লাস, ঃ ১১২ ঃ ১, ২, ৩, ৪

১. বলুন, তিনিই আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়,

২. আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী ;

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি;

৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

١- قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ ۝

٢- اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

٣- لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

٤- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

Contents

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র সিফাত-গুণাবলী

১. রাব্বুল আলামীন رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি রব সারা জাহানের।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৩১

১৩১. স্মরণ করুন, তাঁর রব বলেছিলেন ইব্‌রাহীমকে, ইসলাম কবুল কর। সে বলেছিল, আমি ইসলাম কবুল করলাম রাব্বুল আলামীনের জন্য।

١٣١- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ২৮

২৮. যদিও তুমি তোমার হাত তুলো আমাকে হত্যা করার জন্য, তবুও আমি আমার হাত তুলবো না তোমাকে হত্যা করার জন্য। আমি তো ভয় করি, সারা জাহানের রব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে।

٢٨- لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা আন'আম ৬ ঃ ৪৫, ৭১

৪৫. তারপর মূলোচ্ছেদ করা হলো সে লোকদের, যারা যুলুম করেছিল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব সারা জাহানের।

٤٥- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۭ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭১. .... আপনি বলুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত ; আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি রাব্বুল আলামীন-জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হতে।

٧١- .... قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪, ৬১, ৬৭, ১০৪, ১২১

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে।

٥٤- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

تُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِۢاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি ঢেকে দেন রাত দিয়ে দিনকে, রাত অনুসরণ করে দিনকে দ্রুত। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, এরা তাঁরই হুকুমের অধীন ; জেনে রাখ, সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই। মহিমময় আল্লাহ্ সারা জাহানের রব।

٦١- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬১. সে (নূহ (আ)) বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! আমাতে কোন গুমরাহী নেই, বরং আমি তো একজন রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

٦٧- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৭. সে (নূহ (আ)) বলেছিল, হে আমার কাওম! আমাতে কোন বোকামী নেই বরং আমি তো একজন রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

١٠٤- وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ۙ

১০৪. আর মূসা বলেছিল, হে ফির'আউন! আমি তো একজন রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

١٢١- قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১২১. তারা (ফির'আউনের যাদুকররা) বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০, ৩৭

١٠- دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, পবিত্র মহান তুমি, হে আল্লাহ্! আর তাদের অভিবাদন হবে সেখানে সালাম; তাদের শেষ ধ্বনি হবে ঃ 'আল-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন'-সকল প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালকের জন্য।

٣٧- وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

৩৭. এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তা মনগড়া রচনা করতে পারে, পক্ষান্তরে এ কুরআন এর পূর্ববর্তী যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থক এবং ইহা সেই কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা, এতে কোন সন্দেহ নেই, ইহা রাব্বুল

مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আলামীনের তরফ থেকে।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৬, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৪৭, ৪৮, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, ১৯২

١٦- فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬. (আল্লাহ বললেন) সুতরাং তোমরা উভয় ফির'আউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা তো রাব্বুল আলামীনের রাসূল।

٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৩. ফির'আউন বললো, রাব্বুল আলামীন আবার কী?

٢٤- قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

২৪. মূসা বললো, তিনি প্রতিপালক আসমান ও যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর। যদি তোমরা হও নিশ্চিত বিশ্বাসী।

٢٥- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

২৫. ফির'আউন তার পারিষদবর্গকে বললো ঃ তোমরা শুনতেছ তো?

٢٦- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৬. মূসা বললো, তিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাদেরও।

٢٧- قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

২৭. ফির'আউন বললো ঃ নিশ্চয় তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, সে তো অবশ্যই পাগল।

٢٨- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৮. মূসা বললো ঃ তিনি রব-প্রতিপালক পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর যদি তোমরা বুঝতে।

٤٧- قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৭. ফির'আউনের যাদুকররা বললো ঃ আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি;

٤٨- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

৪৮. যিনি রব মূসা ও হারূনের।

٧٧- فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭৭. (ইবরাহীম বললো, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের পূজা করে) তারা সকলেই আমার শত্রু, রাব্বুল আলামীন ছাড়া;

٧٨-الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই আমাকে হিদায়েত দান করেন,

٧٩-وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يَسْقِيْنِ ۝

৭৯. আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান,

٨٠-وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

৮০. আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।

٨١-وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۝

৮১. আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন,

٨٢-وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

৮২. আর আশা করি তিনিই মার্জনা করবেন আমার অপরাধ বিচারের দিনে।

١٠٩-وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৯. (নূহ্ বললো,) আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান, আমার প্রতিদান তো শুধু রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٢٧-وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১২৭. (হূদ বললো), আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান, আমার প্রতিদান তো শুধু রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٤٥-وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৪৫. (সালিহ্ বললো) আর আমি চাই না এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো শুধু রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٦٤-وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৬৪. (লূত বললো), আর আমি চাই না এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٨٠-وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৮০. (শু'আইব বললে) আর আমি চাই না এর বিনিময় তোমাদের কাছে, আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٩٢-وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৯২. আর এ কুরআন তো অবতীর্ণ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ৮, ৪৪

٨- فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৮. আর যখন মূসা সে আগুনের কাছে এলো, তখন ঘোষিত হলো, ধন্য তারা, যারা আছে এ আলোর মাঝে এবং যারা আছে এর চারপাশে। আর পবিত্র মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন।

٤٤- ..... قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৪. .... সে নারী (বিল্‌কীস) বললো, হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের প্রতি, আর আমি ইসলাম কবুল করলাম সুলায়মানের সাথে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।

সূরা কাসাস, ২৮ : ৩০

٣٠- فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩০. যখন মূসা এলো আগুনের কাছে, তখন তাকে তুয়া উপত্যকার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত বরকতময় ভূমির এক গাছের দিক থেকে ডেকে বলা হলো, হে মূসা! আমি-ই আল্লাহ্‌, রাব্বুল আলামীন-জগতসমূহের প্রতিপালক।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ : ১, ২

١- الٓمّٓ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম,

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২. এ কিতাব (আল-কুরআন) রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে অবতীর্ণ, এতে নেই কোন সন্দেহ।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ : ১৮০, ১৮১, ১৮২

١٨٠- سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

১৮০. পবিত্র, মহান আপনার রব, তারা যা বলে তা থেকে, যিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী।

١٨١- وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি;

١٨٢- وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭৫

٧٥- وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭৫. আর আপনি দেখবেন, ফিরিশ্‌তারা আরশের চারদিক ঘিরে তাঁদের রবের সপ্রশংস তাস্‌বীহ্‌ পাঠ করছে। আর তদের (বান্দাদের) মাঝে ফয়সালা করা হবে ন্যায়ের সাথে; আর বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪, ৬৫, ৬৬

٦٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً
وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৪. আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ-স্বরূপ; আর তিনি তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছেন, আর সুন্দর আকৃতিতে তোমাদের গঠন করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রিয্‌ক দান করেছেন। ইনিই আল্লাহ্‌, তোমাদের রব। আর কত মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন।

٦٥- هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া। অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

٦٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۫
وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৬. আপনি বলুন, আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে, যখন এসেছে আমার কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি ইসলাম গ্রহণ করতে রাব্বুল আলামীনের জন্য।

সূরা হা-মীম আস্‌-সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৯

٩- قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ
خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۚ
ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৯. আপনি বলুন, তোমরা কি কুফ্‌রী করছো তাঁর সাথে, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীনকে দুই দিনে এবং তোমরা দাঁড় করাচ্ছ তাঁর সাথে অংশীদার ? তিনিই তো

প্রতিপালক সারা জাহানের।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৪৬

٤٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে, আমার নিদর্শন দিয়ে, ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে এবং সে বলেছিল, অবশ্যই আমি একজন রাসূল, রাব্বুল আলামীনের।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ ঃ ৩৬

٣٦- فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ
وَرَبِّ الْاَرْضِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৬. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব আসমানের এবং রব যমীনের, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০

٧٧- اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○

৭৭. নিশ্চয় ইহা তো মহা সম্মানিত কুরআন,

٧٨- فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○

৭৮. ইহা রয়েছে সুরক্ষিত ফলক লাওহে-মাহফূযে,

٧٩- لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

৭৯. কেউ স্পর্শ করে না তা পূত-পবিত্ররা ব্যতিরেকে।

٨٠- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮০. ইহা অবতীর্ণ, রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১৬

١٦- كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ
اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ
اِنِّىْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬. মুনাফিকরা শয়তানের মত, যখন সে মানুষকে বলে কুফ্‌রী কর। তারপর মানুষ যখন কুফ্‌রী করে, তখন সে বলে, আমার তো তোমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো ভয় করি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে।

সূরা তাক্‌বীর, ৮১ ঃ ২৯

٢٩- وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ
رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা করেন।

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ৪, ৫, ৬

٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ○

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

٦- يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, মৃত্যুর পর তাদের জীবিত করে উঠানো হবে,

৫. মহাদিবসে ?

৬. যে দিন দাঁড়াবে সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে।

২. আর-রাহ্মান—পরম দয়াময় الرَّحْمٰنِ

সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ২

٢- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২. যিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৬৩

١٦٣- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩০

٣٠- كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ○

৩০. এভাবেই আমি পাঠিয়েছি আপনাকে এক জাতির কাছে, গত হয়েছে যার আগে অনেক জাতি, তাদের কাছে তিলাওয়াত করার জন্য, যা আমি আপনার কাছে ওহী করেছি তা। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করে পরম দয়াময়কে। আপনি বলুন, তিনিই আমার রব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ১১০

١١٠- قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج

১১০. আপনি বলুন ঃ তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক, অথবা রাহ্মান নামে ডাক, যে নামেই ডাক, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম..........।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ১৮,২৬, ৪৪, ৪৫, ৫৮,৬১, ৬৯, ৭৫, ৭৭,৭৮, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩,

৯৪, ৯৫. ৯৬

১৮. সে স্ত্রীলোক (মারইয়াম) বললো, আমি তো আশ্রয় নিচ্ছি পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র তোমার থেকে; যদি তুমি মুত্তাকী হও।

١٨- قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○

২৬. আর খাও, পান কর এবং চক্ষু জুড়াও। তবে যদি মানুষের মধ্য থেকে কাউকে দেখ, তখন বলো, আমি তো মানত করেছি পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে রোযা। অতএব আমি আজ কিছুতেই কথা বলবো না কোন মানুষের সাথে।

٢٦- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ○

৪৪. (ইব্‌রাহীম বললেন) হে আমার পিতা! আপনি ইবাদত করবেন না শয়তানের। শয়তান তো রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র অবাধ্য।

٤٤- يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ○

৪৫. হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করছি যে, আপনাকে স্পর্শ করবে আযাব পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, ফলে আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।

٤٥- يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ○

৫৮. এরাই তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন নবীদের মাঝে, আদমের সন্তানদের থেকে যাদের আমি নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম নূহের সাথে এবং ইব্‌রাহীম ও ইস্‌রাঈলের সন্তানদের থেকে, আর যাদের আমি হিদায়েত দান করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। যখনই তিলাওয়াত করা হতো তাদের কাছে রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র আয়াত, তখনই তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়তো কাঁদতে কাঁদতে।

٥٨- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۙ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۙ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۙ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ○

৬১. তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে আদন-এ যার ওয়াদা দিয়েছেন রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অদৃশ্যভাবে। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদা

٦١- جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ○

অবশ্যম্ভাবী।

৬৯. তারপর আমি অবশ্যই টেনে বের করবো প্রত্যেক দল থেকে তাকে, যে রাহ্‌মান পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য।

٦٩- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۝

৭৫. আপনি বলুন, যে রয়েছে গুম্‌রাহীতে, তাকে রাহ্‌মান দয়াময় আল্লাহ্‌ অবশ্যই ঢিল দেবেন, যে পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তা; তা আযাব হোক অথবা কিয়ামত হোক। তখন তারা জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কে দলবলে দুর্বল।

٧٥- قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ۝

৭৭. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন সে ব্যক্তির প্রতি, যে প্রত্যাখ্যান করেছে আমার আয়াত এবং বলেছে, অবশ্যই আমাকে দেয়া হবে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ?

٧٧- اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৭৮. সে কি অবহিত হয়েছে গায়েব সম্পর্কে অথবা সে কি রাহ্‌মান দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ?

٧٨- اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৮৫. যে দিন আমি একত্র করবো মুত্তাকীদের পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত মেহমানরূপে।

٨٥- يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝

৮৬. আর হাঁকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায়।

٨٦- وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

৮৭. সে দিন শাফা'আত করার ক্ষমতা থাকবে না কারো সে ছাড়া, যে রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।

٨٧- لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৮৮. আর তারা বলে, পরম দয়াময় আল্লাহ্‌ তো গ্রহণ করেছেন সন্তান।

٨٨- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝

৮৯. অবশ্য তোমরা তো অবতারণা করেছ এক গুরুতর বিষয়ের,

٨٩- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۝

৯০. যাতে বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে আসমান,

٩٠- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝

খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে পরে যমীন এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়তে পারে পর্বতমালা।

٩١- أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝

৯১. কেননা, তারা রাহ্‌মান পরম রাহ্‌মান দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তানের সম্পর্ক আরোপ করেছে।

٩٢- وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝

৯২. অথচ এটা শোভন নয় যে, দয়াময় আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন সন্তান!

٩٣- إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝

৯৩. নেই কেউ আসমান ও যমীনে, যে আসবে না রাহ্‌মান-পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে বান্দারূপে।

٩٤- لَقَدْ أَحْصٰىهُمْ
وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝

৯৪. তিনি তো তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং বিশেষভাবে তাদের গণনা করে রেখেছেন,

٩٥- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝

৯৫. আর তাদের প্রত্যেকেই আসবে তাঁর কাছে কিয়ামতের দিন একাকী।

٩٦- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, অচিরেই রাহ্‌মানপরম দয়াময় আল্লাহ্ তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।

সূরা তোহা, ২০ : ৫, ৯০, ১০৮, ১০৯

٥- اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

৫. পরম দয়াময় আল্লাহ্ আরশে সমাসীন।

٩٠- .... وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَأَطِيْعُوْٓا أَمْرِيْ ۝

৯০. . . . . আর তোমাদের রব তো পরম দয়াময় আল্লাহ্। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল।

١٠٨- يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ
لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ
لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

১০৮. সে দিন তারা অনুসরণ করবে আহ্বানকারীর, এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম করতে পারবে না। আর স্তব্ধ হয়ে যাবে সকল শব্দ রাহ্‌মান-পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র সামনে; অতএব তুমি শুনতে পাবে না মৃদু পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই।

١٠٩- يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

১০৯. সে দিন কারো সুপারিশ কোন উপকারে

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○

আসবে না সে ছাড়া, যাকে অনুমতি দেবেন রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্ এবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।

সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৬, ৩৬, ৪২, ১১২

٢٦- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ○

২৬. আর তারা বলে, পরম দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো পবিত্র, মহান! বরং তারা যাদের তাঁর সন্তান বলে, তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা........।

٣٦- وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ○

৩৬. আর যারা কুফ্‌রী করেছে, তারা যখন আপনাকে দেখে; তখন তারা আপনাকে গ্রহণ করে হাসি-তামাশার পাত্ররূপে। তারা বলে, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে ? অথচ তারা তো রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র উল্লেখের বিরোধিতা করে থাকে।

٤٢- قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ○

৪২. আপনি বলুন, কে তোমাদের রক্ষা করে রাতে ও দিনে রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্ থেকে? বরং তারা তো তাদের রবের স্মরণ থেকে বিমুখ।

١١٢- قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ○

১১২. তিনি (রাসূল) বলেন, হে আমার রব! আপনি ফয়সালা করে দিন ন্যায়ের সাথে। আর আমাদের রব তো রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তোমরা যা বল, সে বিষয়ে।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৬, ৫৯, ৬০,৬৩

٢٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ○

২৬. সে দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র। আর সে দিন কাফিরদের জন্য হবে অত্যন্ত কঠিন।

٥٩- الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

৫৯. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে; তারপর তিনি কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হন আরশে। তিনিই রাহমান-পরম

عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

দয়াময় অতএব জিজ্ঞাসা কর তাঁর সম্পর্কে যে জানে, তাঁকে।

٦٠- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۚ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ○

৬০. আর রাহ্‌মান যখন তাদের বলা হয় সিজ্‌দা কর দয়াময় রাহ্‌মানকে। তখন তারা বলে, রাহ্‌মান আবার কী? আমরা কি সিজ্‌দা করবো তাঁকে, যাঁকে তুমি সিজ্‌দা করতে বল? বরং ইহা তাদের বিরুদ্ধচারিতাই বৃদ্ধি করে।

٦٣- وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○

৬৩. আর পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা তারাই, যারা চলাফেরা করে যমীনে নম্রভাবে এবং যখন সম্বোধন করে তাদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা, তখন তারা বলে, সালাম।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫

٥- وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ○

৫. আর যে নতুন উপদেশ তাদের কাছে আসে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তারা তো তা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ২৯, ৩০

٢٩- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

২৯. সে নারী (বিল্‌কীস) বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার কাছে তো পাঠানো হয়েছে এক সম্মানিত পত্র,

٣٠- اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

৩০. তা সুলায়মানের কাছ থেকে এবং তা হলো ঃ পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১১, ১৫, ২৩, ৫২

١١- اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○

১১. আপনি তো কেবল সতর্ক করতে পারেন তাকেই, যে মেনে চলে উপদেশ এবং ভয় করে পরম দয়াময় আল্লাহ্‌কে না দেখে। অতএব আপনি তাকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের।

١٥- قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ

১৫. তারা বলেছিল, তোমরা তো নও আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু, আর দয়াময় আল্লাহ্‌ তো নাযিল

Contents

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝

করেননি কোন কিছুই। তোমরা তো কেবল মিথ্যাই বলছো।

٢٣- ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۝

২৩. আমি কি গ্রহণ করবো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্‌দের ? যদি দয়াময় আল্লাহ্ আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না।

٥٢- قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝

৫২. তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের উঠালো, আমাদের নিদ্রাস্থল কবর থেকে ? এতো তা-ই, যার ওয়াদা দিয়েছিলেন দয়াময় আল্লাহ্, আর সত্যই বলেছিলেন রাসূলগণ!

সূরা হা-মীম আস্‌সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১, ২

١- حم ۝

১. হা-মীম,

٢- تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝

২. এ কুরআন অবতীর্ণ পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ১৭, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৬, ৪৫, ৮১

١٧- وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

১৭. আর যখন সুসংবাদ দেয়া হয় তাদের কাউকে, তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি যা আরোপ করে তার অনুরূপ; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

١٩- وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝

১৯. আর তারা রাহমান–দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশ্‌তাদের নারী গণ্য করেছে। তারা কি প্রত্যক্ষ করেছে এ ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টি? অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে তাদের উক্তি এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

٢٠- وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ

২০. আর তারা বলে, যদি দয়াময় আল্লাহ্

مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ
اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা এদের পূজা করতাম না। নেই তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান ; তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

٣٣- وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ
وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ○

৩৩. আর যদি এমন না হতো যে, সত্য প্রত্যাখানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তাহলে পরম দয়াময় আল্লাহ্‌কে যারা প্রত্যাখ্যান করে, অবশ্যই আমি তাদের দিতাম, তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি; যা দিয়ে তারা আরোহণ করে।

٣٦- وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ
الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ○

৩৬. যে ব্যক্তি বিমুখ হয় দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, তারপর সেই হয় তার সহচর।

٤٥- وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ
اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৪৫. আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন সে সব রাসূলদের, যাদের আমি প্রেরণ করেছিলাম আপনার আগে। আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্, যার ইবাদত করা যায়?

٨١- قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ
فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ○

৮১. আপনি বলুন, যদি হতো দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান, তাহলে আমি-ই হতাম তাঁর প্রথম ইবাদতকারী।

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ৩৩, ৩৪

٣٣- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ
وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ○

৩৩. আর যে ভয় করে দয়াময় আল্লাহ্‌কে না দেখে এবং সে উপস্থিত হয় একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌মুখী অন্তর নিয়ে--

٣٤- اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ
ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ○

৩৪. তাদের বলা হবে, তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে শান্তির সাথে নিরাপদে, এ হলো অনন্ত জীবনের দিন।

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ১, ২

١- اَلرَّحْمٰنُ ○

১. পরম দয়াময় আল্লাহ্,

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২২

২২. তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩, ১৯, ২৯

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। তুমি দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার ফিরে তাক ও, তুমি কি দেখতে পাও কোন ত্রুটি ?

٣- اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

১৯. তারা কি দেখে না তাদের উপরে পাখীর দিকে, যারা ডানা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে ? তাদের কেউ স্থির রাখতে পারে না দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۖ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ○

২৯. আপনি বলুন ঃ তিনিই দয়াময় আল্লাহ্, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে?

٢٩- قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৭, ৩৮

৩৭. তিনিই রব আসমান, যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর; যিনি পরম দয়াময় আল্লাহ; তাদের কারো ক্ষমতা থাকবে না, তাঁর কাছে কিছু বলার।

٣٧- رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ○

৩৮. সেদিন দাঁড়াবে সারিবদ্ধভাবে রূহ্* ও ফিরিশ্‌তাগণ; কেউ কথা বলতে পারবে না, যাকে দয়াময় আল্লাহ্ অনুমতি দেবেন এবং সে সত্য কথাই বলবে।

٣٨- يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۗ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

* (রূহ্) বলতে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) কে বুঝানো হয়েছে।

৩. আর্-রাহীম-পরম দয়ালু الرَّحِيْمُ

সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ২

২. যিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৩৭, ৫৪, ১২৮, ১৪৩, ১৬০, ১৭৩, ১৮২, ১৯২, ১৯৯, ২১৮, ২২৬

৩৭. তারপর আদম তার রবের তরফ থেকে কিছু বাণী লাভ করলো। আর আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরাবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٧- فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৫৪. . . . . নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٤- . . . . . . اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১২৮. হে আমাদের রব! করুন আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত এবং আমাদের সন্তানদের থেকেও করুন আপনার এক অনুগত উম্মাত। আর আমাদের দেখান, আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং ক্ষমাপরবশ হোন আমাদের প্রতি। আপনি তো মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১৪৩. . . . . . নিশ্চয় আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

١٤٣- . . . . . اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬০. তবে যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, আর স্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করে; এদেরই তাওবা আমি কবুল করি, আর আমি তো তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

١٦٠- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১৭৩. . . . . . নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٧٣- . . . . . اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৮২. তবে যদি কেউ অসীয়্যতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিম্বা অন্যায়ের আশংকা

١٨٢- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ

Contents

اِثْمَ فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

করে, তারপর সে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়, তবে তার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩٢- فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৯২. আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তো আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٩٩- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৯৯. এরপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর সেখান থেকে, যেখান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢١٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে, তারা প্রত্যাশা করে আল্লাহ্‌র রহমত। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢٦- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২২৬. যারা শপথ করে তাদের স্ত্রীদের সাথে সংগত না হওয়ার, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। আর যদি তারা প্রত্যাগত হয়, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩১, ৮৯, ১২৯

٣١- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩১. আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٨٩- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮৯. আর এরপর যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তো আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২৯. আর আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। তিনি ক্ষমা করেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٩- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৫, ২৯

২৫. .... এ সব বিধান তার জন্য, যে ভয় করে ব্যভিচারকে তোমাদের মধ্যে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٥- .... ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খেয়ো না একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে, তবে তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করলে তা বৈধ, আর তোমরা এক অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٢٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩, ৩৪, ৩৯, ৭৪, ৯৮

৩. .... যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, পাপের দিকে না ঝুঁকে; তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣- .... فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৪. আর যারা তাওবা করে তোমাদের হাতে বন্দী হওয়ার আগে (তাদের জন্য মহাশাস্তি নেই) সুতরাং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٤- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৯. আর যে তাওবা করে যুলুম করার পর এবং নিজেকে সংশোধন করে; তবে আল্লাহ্ তো তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٩- فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭৪. আর কেন তারা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

٧٤- اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ

وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

করে না? অথচ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٨- اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ . وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯৮. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪, ১৪৫, ১৬৫

٥٤- ...... اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫৪. .... তোমাদের মাঝে যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে ফেলে, তারপর সে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٤٥- .... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৫. .... যদি কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে, নিরুপায় হয়ে নিষিদ্ধ বস্তু আহার করে, তবে জেনে রাখুন, আপনার রব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٦٥- وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِیْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬৫. আর তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং তিনি তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় আপনার রব ত্বরিত শাস্তিদাতা। আর তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৩

١٥٣- وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ؗ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৫৩. আর যারা মন্দকাজ করে কিন্তু তারপর তারা তাওবা করে ও ঈমান আনে। নিশ্চয় আপনার রব এরপর অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬৯

٦٩- فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ

৬৯. আর তোমরা হালাল ও উত্তম হিসেবে ভোগ কর, যে গনীমতের মাল তোমরা

পেয়েছ তা থেকে এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৫, ২৭, ৯১, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১১৭, ১১৮

৫. .... আর যদি তারা–মুশরিকরা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- ...... فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৭. আর এরপর ও আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরবশ হবেন.আর আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٧- ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯১. .... যারা নেক্‌কার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ নেই; আর আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩١- ...... مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯৯. আর মরুবাসীদের মাঝে কেউ কেউ ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং যা কিছু তারা ব্যয় করে, তাকে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। হাঁ, অবশ্যই তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমতের মাঝে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٩- وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১০২. আর তাদের মাঝের অপর কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা মিলিয়ে ফেলেছে এক নেক-কাজকে অপর বদ-কাজের সাথে, আশা করা যায়, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٢- وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১০৪. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ তো তাওবা কবুল করেন তার বান্দাদের

١٠٤- اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ

التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

থেকে এবং সাদাকাও কবুল করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি মহা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

١١٧- لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১১৭. আল্লাহ্ তো মেহেরবানী করলেন নবীর প্রতি এবং সে সব মুহাজির ও আনসারের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল সংকটকালে এমতাবস্থায়, যখন তাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন। অবশ্যই তিনি তাদের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

١١٨- وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۚ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১১৮. আর সে তিনজনকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে ফয়সালা মুলতবী রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না তাদের প্রতি যমীন সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, তা বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল, আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, নেই তাদের জন্য আল্লাহ্ থেকে কোন আশ্রয়স্থল - তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া। পরে আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন, যাতে তারা তাতে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি মহা-তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৭

١٠٧- .... يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১০৭. .... আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান সম্মান দান করেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৪১, ৯০

٤١- وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ

৪১. আর সে (নূহ্) বললো, তোমরা এ নৌকায় চড়, আল্লাহ্‌রই নামে ও এর

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

চলা এর থামা, নিশ্চয় আমার রব, তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٠- وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ط إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَّدُودٌ ○

৯০. আর তোমরা ক্ষমা চাও তোমাদের রবের কাছে এবং প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে। নিশ্চয় আমার রব প্রতিপালক পরম দয়ালু, অতিশয় প্রেমময়।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৫৩, ৯৮

٥٣- وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ج إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৫৩. আর সে (ইউসুফ) বললো, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, অবশ্য মানুষের মন তো মন্দকর্ম প্রবণ; তবে সে ছাড়া যাকে আমার রব রহম করেন, নিশ্চয় আমার রব পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٨- قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৯৮. সে (ইয়াকূব) বললো, শীগ্গীরই আমি ক্ষমা চাইবো তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ৩৬

٣٦- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ج فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ج وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা তো গুমরাহ করেছে অনেক মানুষকে। সুতরাং যে অনুসরণ করবে আমাকে, সে-ই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে, আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হিজ্র, ১৫ ঃ ৪৯, ৫০

٤٩- نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৪৯. আপনি জানিয়ে দিন আমার বান্দাদের, অবশ্য আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٠- وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ○

৫০. আর নিশ্চয়ই আমার আযাব, তা তো অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৮, ১১০, ১১৯

١٨- وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ط

১৮. আর যদি তোমরা গণনা কর আল্লাহ্র নিয়ামত, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে

পারবে না। অবশ্যই আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১১০. আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, জিহাদ করে ও সবর করে। নিশ্চয় আপনার রব এ সবের পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٠- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جٰهَدُوا وَصَبَرُوٓا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করার পরে তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়; নিশ্চয় আপনার রব, এর পরে তাদের প্রতি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٩- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন যা কিছু আছে যমীনে এবং সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে, তাঁর নির্দেশে? আর তিনি স্থির রেখেছেন আকাশকে পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে তাঁর নির্দেশ ব্যতীত। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

٦٥- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫, ২০, ২২, ৩৩, ৬২

৫. তবে অপবাদ দেয়ার পর তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

২০. আর যদি না থাকতো তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া, তবে তোমাদের কেউ-ই রেহাই পেত না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

٢٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

২২. . . . তোমরা কি পসন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করুন? আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢- .... أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

-٣٣ .... وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৩. ..... আর যে তাদেরকে দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের উপর যবরদস্তির পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

-٦٢ .... فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬২. ..... আর যদি তারা আপনার কাছে অনুমতি চায়, তাদের কোন ব্যাপারে (বাইরে যেতে) তাহলে আপনি তাদের মধ্য থেকে যাদের চান অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬, ৭০

٦- قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৬. আপনি বলুন, নাযিল করেছেন এ কুরআন তিনি-ই, যিনি জানেন সমুদয় গোপন রহস্য আসমান ও যমীনের। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧٠- اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৭০. আর যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও নেক-কাজ করে, তাদেরই ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ আল্লাহ্ বদলে দিবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৯

٩- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৯. আর আপনার রব তো অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ১১, ৩০,

١١- اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًاۢ بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১. আর যে কেউ যুলুম করার পর ভাল দিয়ে মন্দকে বদলে দেয়, তবে আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٠- اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

৩০. নিশ্চয় ইহা সুলায়মানের তরফ থেকে এবং ইহা এই, বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম–'পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে'।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১৬

١٦- قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১৬. সে (মূসা) বললো, হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের উপর, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫

٥- بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

৫. আল্লাহ্ সাহায্যে। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা সাজ্দা, ৩২ ঃ ৬

٦- ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

৬. তিনি-ই সম্যক জ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ৪৩, ৭৩

٤٣- هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ○

৪৩. তিনি এমন যে, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, আঁধার (কুফর ও শিরক) থেকে তোমাদের আলোতে (ঈমান ও ইসলামে) আনার জন্য। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

٧٣- لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে; আর আল্লাহ্ দয়াপরবশ হবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের প্রতি। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২

٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ

২. আল্লাহ্ জানেন—যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু বের হয় সেখান থেকে, আর যা কিছু নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যা কিছু উত্থিত

হয় সেখানে। আর তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ○

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫, ৫৮

৫. এ কুরআন নাযিল হয়েছে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٥- تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○

৫৮. জান্নাতবাসীদের জন্য সালাম–সাদর সম্ভাষণ পরম দয়ালু রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

٥٨- سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩

৫৩. আপনি আমার একথা বলে দিন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা অবিচার করেছ নিজেদের প্রতি, তোমরা নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্‌র রহমত থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন সব গুনাহ। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٣- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৩১, ৩২

৩১. (ফেরেশ্‌তারা বলে) আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা; আরো রয়েছে তোমাদের জন্য সেখানে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে তা;

٣١- نَحْنُ اَوْلِيٰۗؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○

৩২. এ সব মেহমানদারী; পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

٣٢- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫

৫. .... জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- .... اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪১, ৪২

৪১. সে দিন কোন কাজে আসবে না এক বন্ধু অপর বন্ধুর এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না,

٤١- يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪২. তবে যার প্রতি আল্লাহ্ রহম করবেন, তার কথা আলাদা, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٤٢- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ৮

৮. . . . আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসাবে আমার ও তোমাদের মাঝে। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٨- ..... كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

সূরা ফাতহ্, ৪৮ : ১৪

১৪. আর আল্লাহ্‌র-ই সর্বময় কতৃর্ত্ব আসমান ও যমীনের। তিনি মাফ করেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٤- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৫,১২, ১৪

৫. আর যদি তারা সবর করতো, আপনি তাদের কাছে বের হয়ে আসা পর্যন্ত; তবে তা-ই উত্তম হতো তাদের জন্য। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১২. .... আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

١٢- .... وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৪. .... আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে তিনি হ্রাস করবেন না তোমাদের আমল থেকে কোন কিছুই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٤- .... وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ... اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

সূরা তূর, ৫২ : ২৮

২৮. নিশ্চয় আমরা এর আগেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম। আল্লাহ্ তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।

٢٨- اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৯, ২৮

৯. তিনিই (আল্লাহ্) নাযিল করেন তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের

٩- هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ

اِلَى النُّوْرِ ؕ
وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

বের করে আনার জন্য অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

٢٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا
تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ
وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি দেবেন তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার তাঁর অনুগ্রহে এবং তিনি দেবেন তোমাদের নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে; আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১২

١٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا
اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا
بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ
ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা চুপেচুপে রাসূলের সাথে কথা বলতে চাইবে, তখন তোমরা কথা বলার আগে কিছু সাদাকা প্রদান করবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। আর যদি তোমরা এতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১০, ২২

١٠- وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১০. আর যারা এসেছে সাহাবীদের পরে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে; আর আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না তাদের প্রতি, যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! আপনি তো পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

২২. তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৭, ১২

٧- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭. আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٢

১২. হে নবী! যখন আসে আপনার কাছে মু'মিন নারীগণ আপনার হাতে বায়'আত গ্রহনের জন্য এ মর্মে যে, তারা শরীক করবে না আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুর, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং অমান্য করবে না আপনাকে সৎকাজে, তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৪

١٤- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর যদি তোমরা তাদের মাফ কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ১

١- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۚ

১. হে নবী! আপনি কেন হারাম করছেন তা–যা হালাল করছেন আল্লাহ্ আপনার জন্য? আপনি তো চাচ্ছেন সন্তুষ্টি

وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আপনার স্ত্রীদের আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ২০

٢٠- . . . . . وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২০. ..... তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা–উত্তম ঋণ দাও। আর যা কিছু ভাল তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য আগে প্রেরণ করবে, তোমরা তা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে, তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তম। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪. শ্রেষ্ঠ দয়ালু اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫১

١٥١- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১৫১. মূসা বললো, হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার ভাইকে; আর আপনি দাখিল করুন আমাদের আপনার রহমতের মাঝে। আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬৪, ৯২

٦٤- قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ص وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৬৪. সে (ইয়াকূব) বললো, আমি কি বিন-আমীন সম্পর্কে তোমাদের সেরূপ বিশ্বাস করবো, যেরূপ আমি তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে এর আগে? আল্লাহ্-ই উত্তম রক্ষক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٩٢- قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৯২. সে (ইউসুফ) বললো, নেই আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন আর তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৩

৮৩. আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি তো নিঃপতিত হয়েছি দুঃখ-কষ্টে; আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٨٣- وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

৫. সর্বশক্তিমান قَدِيْرٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮, ২৮৪,

২০. ...... আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, অবশ্যই তিনি কেড়ে নিতেন তাদের শ্রবণশক্তি এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তি-মান।

٢٠- ...... وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১০৬. আমি রহিত করি না কোন আয়াত অথবা ভুলিয়ে দেই না তা; কিন্তু আমি নিয়ে আসি তা থেকে উত্তম বা তার সমতুল্য কোন আয়াত। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٠٦- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১০৯. ... আর তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٠٩- ..... فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৪৮. ... যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٤٨- ..... اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২৮৪. আল্লাহ্রই, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর তোমাদের মনে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর, অথবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন

٢٨٤- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৬, ২৯, ১৮৯

٢٦- قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ
تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ! সার্বভৌম শক্তির মালিক। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন; আর আপনি যাকে ইচ্ছা ইয্যত দেন এবং যাকে ইচ্ছা বে-ইয্যতি করেন। আপনারই হাতে সমস্ত কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٩- قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ
اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط
وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৯. আপনি বলুন, যদি তোমরা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন কর, অথবা প্রকাশ কর; আল্লাহ্ তো তা জানেন। আর তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٨٩- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৮৯. আর আল্লাহ্রই বাদশাহী আসমান ও যমীনের। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩, ১৪৯

١٣٣- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ
وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

১৩৩. হে মানুষ! যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন এবং অন্যদের তোমাদের স্থলে নিয়ে আসবেন। আর এরূপ করতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সক্ষম।

١٤٩- اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ
اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

১৪৯. যদি তোমরা ভাল কাজ প্রকাশ্যে কর, অথবা তা গোপনে কর, কিংবা দোষ ক্ষমা কর; তবে তো আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৭, ১৯, ৪০, ১২০

١٧- ...... وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط

১৭. . . . আর আল্লারই বাদশাহী আসমান ও যমীনের এবং যা কিছু আছে এ দু'য়ের

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

মাঝে তার। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٩- . . . . . . فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِیْرٌ وَّنَذِیْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

১৯. . . . তোমাদের কাছে তো এসেছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٤٠- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ وَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

৪০. তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁরই জন্য সার্বভৌমত্ব আসমান ও যমীনের। তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

١٢٠- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِیْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

১২০. আল্লাহ্‌রই সার্বভৌমত্ব আসমান ও যমীনের এবং এর মধ্যবর্তী সব কিছুর। তিনি সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৭

١٧- وَاِنْ یَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ یَّمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

১৭. আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্টে নিঃপতিত করেন, তবে তা বিদূরীত করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ সাধন করেন; তবে তিনিই তো সর্ববিষয় সর্ব-শক্তিমান।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৪

٤- اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

৪. আল্লাহ্‌রই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৭০, ৭৭

٧٠- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ یَتَوَفّٰىكُمْ قف وَمِنْكُمْ مَّنْ یُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ○

৭০. আর আল্লাহ্-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌঁছান হবে অকর্মণ্য বয়সে; ফলে তার অজানা হয়ে যাবে কোন জিনিস জানার পরে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٧٧- وَلِلّٰهِ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

৭৭. আর আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং

وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়, বরং তার চাইতে দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬, ৩৯

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্–তিনিই সত্য এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতকে; আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٣٩- اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ○

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তো তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪৫

٤٥- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪৫. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত জীব পানি থেকে, এদের কতক চলে পেটে ভর দিয়ে, কতক চলে দু' পায়ে, আর কতক চলে চার পায়ে। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৪

٥٤- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

৫৪. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পানি থেকে, তারপর তিনি স্থাপন করেছেন তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক। আর আপনার রব তো সর্বশক্তিমান।

সূরা আন্‌কাবূত, ২৯ ঃ ২০

٢٠- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২০. আপনি বলুন, তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কি ভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টি শুরু করেছেন। তারপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫০, ৫৪

৫০. আর লক্ষ্য কর আল্লাহ্র রহমতের প্রভাবের প্রতি, কি ভাবে তিনি জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এ ভাবেই আল্লাহ্ জীবিত করেন মৃতকে; আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

٥٠- فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ
كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ
اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৫৪. আল্লাহ্-ই তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, এরপর তিনি দেন দুর্বলতার পর শক্তি, এরপর আবার দেন শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১, ৪৪

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সৃষ্টিকর্তা আসমান ও যমীনের, যিনি ফিরিশ্তাদের বাণীবাহক করেন, যারা দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে, যা তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ
مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪৪. তারা কি ভ্রমণ করে না এ পৃথিবীতে? করলে তারা দেখতে পেতো কেমন হয়েছিল পরিণতি তাদের পূর্ববর্তীদের। তারা তো ছিল এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী। আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তাকে অক্ষম করতে পারে কোন কিছু আসমানে আর না যমীনে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٤٤- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৩৯

৩৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তুমি দেখতে পাও যমীনকে সংকুচিত, শুষ্ক। তারপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি

٣٩- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ
خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا

لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ
إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

যমীনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৯, ২৯, ৪৯, ৫০

٩- أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۚ
فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ز
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৯. তারা কি গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে? কিন্তু আল্লাহ্–তিনিই অভিভাবক, আর তিনি জীবিত করেন মৃতকে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٩- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۚ
وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ
إِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ○

২৯. আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মাঝে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তা। আর তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এদের সবাইকে সমবেত করতে সম্যক সক্ষম।

٤٩- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا
وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○

৪৯. আল্লাহ্‌রই বাদশাহী আসমান ও যমীনের। তিনি সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। তিনি দান করেন যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং দান করেন যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান,

٥٠- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ۚ
وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ
إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৫০. অথবা তিনি তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং করে দেন যাকে চান বন্ধ্যা। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ৩৩

٣٣- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ
عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ۚ
بَلٰٓى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৩. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন; আর এ সবের সৃষ্টিতে তিনি কোন ক্লান্তি বোধ করেননি; অবশ্য তিনি মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২

٢- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ۚ

২. আল্লাহ্‌রই বাদশাহী আসমান ও যমীনে, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু

Contents

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

দেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৭

٧- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ط وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭. হয়ত আল্লাহ্ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের ও তাদের মাঝে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে। আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১. তাসবীহ্ পাঠ করে আল্লাহ্র, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে; বাদশাহী তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২

١٢-اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لا وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

১২. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং এদের অনুরূপ যমীন। নেমে আসে তাঁর নির্দেশ এদের মাঝে, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন সব কিছুই স্বীয় জ্ঞানে।

সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ৮

٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাওবা কর আল্লাহ্র কাছে খালিস-তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব বিদূরিত করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ্ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তাঁর মু'মিন সংগীদের, তাদের নূর ধাবিত

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

হবে তাদের সামনে ও তাদের ডানে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের। আপনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ঃ ১

١- تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ○

১. মহা-বরকতময় তিনি—সমস্ত বাদশাহী যাঁর হাতে; আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১. সর্বজ্ঞ عليمٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৯, ৩২, ১১৫, ১২৭, ১৫৮, ১৮১, ২১৫, ২২৪, ২২৭, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৬, ২৬১, ২৬৮, ২৭৩, ২৮২, ২৮৩

٢٩- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۭ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

২৯. আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যমীনের সব কিছু; তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন আসমানের প্রতি এবং বিন্যস্ত করেন তা সাত আসমানে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٣٢- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৩২. তারা (ফিরিশ্‌তারা) বললেন, আপনি পবিত্র, মহান। আমাদের নেই কোন জ্ঞান, আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া। আপনি তো সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মত-ওয়ালা।

١١٥- وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

১১৫. আর আল্লাহ্‌রই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন; সে দিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

١٢٧- وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۭ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১২৭. আর যখন ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মাঈল কা'বা ঘরের ভিত উঁচু করছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন, আমাদের থেকে

এ কাজ। আপনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অর্ন্তভুক্ত। অতএব যে কেউ কা'বাগৃহের হজ্জ অথবা উমরা করতে মনস্থ করবে, তার জন্য কোন গুনাহ নেই–এ দু'য়ের মাঝে সাঈ করলে। আর কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নেক-আমল করলে আল্লাহ্ তো গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

١٥٨- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

১৮১. আর যদি কেউ অসীয়্যত শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তবে যারা তা পরিবর্তন করবে, তার গুনাহ্ তাদেরই, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٨١- فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ
فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২১৫. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে ভাল কাজ কর, আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٢١٥- يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ
قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَ
قْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২২৪. আর তোমরা আল্লাহ্‌র নামকে তোমাদের শপথে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করো না যে, তোমরা বিরত থাকবে নেক-কাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করা থেকে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٤- وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً
لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا
وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৭. .... আর যদি তোমরা দৃঢ়সংকল্প হও তালাক দিতে, তবে তো আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٧- وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৪. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٤٤- وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭. আর আল্লাহ্ দান করেন তাঁর রাজ্য যাকে চান। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٢٤٧- .... وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৫৬. নেই কোন জবরদস্তি দীনের ব্যাপারে। নিশ্চয় সুস্পষ্ট হয়েছে হিদায়েত গুমরাহী থেকে। যে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি, সে তো মজবূত করে ধরে শক্ত হাতল, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

٢٥٦- لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۖ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۖ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬১. তাদের উপমা–যারা ব্যয় করে তাদের ধন–সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে, একটি শস্য বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে; প্রত্যেক শীষ উৎপন্ন করে একশত শস্যকণা। আল্লাহ্‌ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন যাকে চান। আর আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٢٦١- مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬৮. শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্রের এবং নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আর আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٢٦٨- اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৭৩. . . . . আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্‌ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

٢٧٣- . . . . وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২৮২. . . . আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে; আর আল্লাহ্‌ তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٢٨٢- . . . . . وَاتَّقُوا اللهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ۗ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

২৮৩. . . . আর আল্লাহ্‌ তোমরা যা কর তা সবিশেষ অবহিত।

٢٨٣- . . . . وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৫, ৭৩, ৯২, ১১৯

৩৫. যখন বলেছিল ইমরানের স্ত্রী, হে আমার রব! আমি তো মানত করেছি আপনার জন্য একান্তভাবে, যা আছে আমার গর্ভে। সুতরাং আপনি তা কবুল করুন আমার তরফ থেকে। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٣٥- اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৭৩. .... আপনি বলুন, মর্যাদা তো আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٧٣- ...... قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۚ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৯২. তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা খরচ কর, যা তোমরা ভালবাস তা থেকে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٩٢- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ○

১১৯. .... আপনি বলুন, তোমরা মর তোমাদের আক্রোশেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা অন্তরে আছে।

١١٩- .... قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২, ১৭, ২৬, ১৭৬

১২. .... আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, অতিশয় সহনশীল।

١٢- .... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ○

১৭. কেবল তাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে। তারপর জল্‌দি তারা তাওবা করে। এরাই তারা যাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিকমতওয়ালা।

١٧- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

২৬. আল্লাহ্ চান তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করতে, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের রীতিনীতি তোমাদের অবহিত করতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মত-ওয়ালা।

٢٦- يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

১৭৬. .... তোমরা গুমরাহ হয়ে যাও এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

١٧٦- ...... يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭, ৫৪, ৭৬, ৯৭

৭. আর তোমরা স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে এবং তাঁর সে

٧- وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ
إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

অঙ্গীকারকে, যাতে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন। যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যা আছে অন্তরে সে সম্বন্ধে তো আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

٥٤- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের দীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেলে, অবশ্যই আল্লাহ্ নিয়ে আসবেন এমন এক কাওমকে, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দুকের নিন্দার। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٧٦- قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৭৬. আপনি বলুন, তোমরা কি ইবাদত কর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন কিছুর, যে ক্ষমতা রাখে না তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ? আর আল্লাহ্, তিনি-ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٩٧- جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৯৭. আল্লাহ্ পবিত্র কা'বাঘর, সম্মানিত মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু এবং কুরবানীর জন্য গলায় মালা পরিহিত পশুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। ইহা এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়, সর্বজ্ঞ।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩, ৮৩, ৯৬, ১০১, ১১৫

١٣- وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১৩. আর আল্লাহরই, যা কিছু অবস্থান করে রাতে ও দিনে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৮৩. আর এ আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীমকে তাঁর কাওমের মুকাবিলায়। আমি মর্যাদায় উন্নীত করি যাকে আমি চাই। নিশ্চয় আপনার রব মহা-হিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

٨٣- وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

৯৬. আল্লাহ্‌-ই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ নিরূপণ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র।

٩٦- فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

১০১. আল্লাহ্‌-ই আদি-স্রষ্টা আসমান ও যমীনের। কি রূপে তাঁর সন্তান হবে? যখন তাঁর কোন স্ত্রী নেই। আর তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

١٠١- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১৫. আর আপনার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। কেউ নেই তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার; আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١١٥- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১৫, ২৮, ৬০, ৯৭, ১০৩, ১১৫

১৫. .... আর আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হন এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত- ওয়ালা।

١٥- .... وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে-হারামের কাছেও না আসে। আর যদি তোমরা আশংকা কর দারিদ্রের, তবে আল্লাহ্‌ স্বীয় করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন, যদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মত-ওয়ালা।

٢٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬০. যাকাত তো কেবল ফকীর, মিস্‌কীন ও যাকাত ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য,

٦٠- اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۖ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ফরয। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

৯৭-اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ۖ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৯৭. মরুবাসীরা কুফ্‌রী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে তারা অধিক অজ্ঞ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মত-ওয়ালা।

১০৩-خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১০৩. আপনি গ্রহণ করবেন তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা, তা দিয়ে তাদের পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন, আর আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন। নিশ্চয় আপনার দু'আ তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৫-وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১৫. আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন কাওমকে হিদায়াত দান করার পর গুমরাহ করবেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, কী থেকে তারা সতর্ক থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৫

৬৫-وَ لَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۖ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬৫. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা। নিশ্চয় সমস্ত ক্ষমতা ও সম্মান আল্লাহ্‌রই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২৫, ৮৬

২৫-وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۖ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব একত্র করবেন তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে। তিনি তো মহা-হিক্‌মত-ওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

৮৬-اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

৮৬. নিশ্চয় আপনার রব মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৭০

৭০. আর আল্লাহ্-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌঁছান হবে অকর্মণ্য বয়সে, ফলে তার অজানা হয়ে যাবে কোন জিনিস জানার পরে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٧٠- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪

৪. সে (রাসূল) বললো, আমার রব আসমান ও যমীনের সব কথাই জানেন; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٤- قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۡ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫২

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল কিংবা কোন নবী; কিন্তু যখনই তাদের কেউ কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তবে আল্লাহ্ বিদূরিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর আল্লাহ্ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

٥٢- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫১

৫১. হে রাসূলগণ! তোমরা আহার কর উত্তম পবিত্র বস্তু থেকে এবং নেক-আমল কর। অবশ্যই আমি সম্যক অবহিত যা তোমরা কর সে সম্বন্ধে।

٥١- يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ১৮, ২১, ২৭, ২৮, ৩২, ৪১, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪

১৮. আর আল্লাহ্ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

١٨- وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২১- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

২১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনসরণ করো না। আর কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে, জেনে রাখ! শয়তান তো নির্দেশ দেয় অশ্লীল ও মন্দকাজের। আর যদি না থাকতো তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত, তবে তোমাদের কেউ কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারতে না। আর আল্লাহ্ যাকে চান পরিশুদ্ধ করে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৭- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না, তোমাদের ঘর ব্যতিরেকে অন্য কারো ঘরে, যতক্ষণ না তোমরা প্রবেশের অনুমতি লাভ কর এবং গৃহবাসীদের সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

২৮- فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

২৮. তবে যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৩২- وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ○

৩২. আর তোমাদের মাঝে যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে স্ত্রীর স্বামী নেই; তাদের বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা এর যোগ্য তাদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৪১- أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ

৪১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে এবং উড়ন্ত পাখীরা

وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ
صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ্ পাঠ করে? তারা প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদতের ও তার তাস্‌বীহের পদ্ধতি। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

٥٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ
الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ
مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫
ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ
طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কক্ষে প্রবেশের জন্য যেন অনুমতি গ্রহণ করে, তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়নি, তারা তিন সময়—ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে তোমরা যখন পোশাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পরে। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে, তোমাদের ও তাদের জন্য কোন গুনাহ নেই। তোমাদের কতককে কতকের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

٥٩- وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَاْذِنُوْا
كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৯. আর যখন তোমাদের মধ্যের বালকরা বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়, তখন তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়, যেমন অনুমতি নেয় বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টরূপে বিবৃত করেন তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

٦٠- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ
وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ

৬০. আর নারীদের মধ্যে যারা বৃদ্ধা, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য কোন গুনাহ নেই, যদি তারা তাদের বহির্বাস খুলে রাখে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে; তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦٤- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৬৪. জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্রই যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে। অবশ্যই তিনি জানেন, যা নিয়ে তোমরা ব্যাপৃত আছো তা। আর যে দিন তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে তাঁর কাছে, সে দিন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন তারা যা করতো তা। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ৬,৭৮

٦- وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ○

৬. আর নিশ্চয়ই আপনাকে তো আল-কুরআন দেওয়া হচ্ছে মহা-হিক্মত-ওয়ালা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র তরফ থেকে।

٧٨- اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ○

৭৮. নিশ্চয় আপনার রব তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন স্বীয় হুকুমে। আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫, ৬০, ৬২

٥- مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৫. যে আশা রাখে আল্লাহ্র সাক্ষাতের, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় আসবেই। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦٠- وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬০. আর অনেক প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য বহন করে না, আল্লাহ্-ই রিযিক দান করেন তাদের এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦٢- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান রিযিক বর্ধিত করেন আর যার জন্য চান তা সীমিত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪

٥٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ

৫৪. আল্লাহ্, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বলরূপে, তারপর তিনি

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۖ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ○

দুর্বলতার পর দেন শক্তি এবং শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩৪

٣٤- إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা রয়েছে গর্ভে। আর কেউ জানে না, আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন যমীনে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৬

٢٦- قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا
ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ○

২৬. আপনি বলুন, আমাদের রব, আমাদের এক সাথে একত্র করবেন, তারপর তিনি ফয়সালা করে দেবেন আমাদের মাঝে সঠিকভাবে। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৮, ৪৪

٣٨- إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত। নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত, অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে।

٤٤- .... وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ○

৪৪. ..... আর আল্লাহ্ এমন নন যে, আসমান ও যমীনের কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৮, ৭৯, ৮০, ৮১,

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ
ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

৩৮. আর সূর্য চলে তার নির্দিষ্ট কক্ষে। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ নির্ধারণ।

٧٩- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

৭৯. আপনি বলুন, গলিত অস্থির মধ্যে তিনি প্রাণ সঞ্চার করবেন, যিনি তা প্রথমে

Contents

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ ○

সৃষ্টি করেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।

٨٠- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ○

৮০. তিনি-ই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন, আর তখন তোমরা তা থেকে তোমাদের আগুন জ্বালাও।

٨١- اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۗ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

৮১. যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সক্ষম নন তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ? হ্যাঁ, অবশ্যই। আর তিনি মহা-স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭

٧- اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ ۗ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৭. যদি তোমরা কুফ্‌রী কর, তবে আল্লাহ্ তো তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের কুফ্‌রী পসন্দ করেন না। যদি তোমরা শোক্‌র কর, তা হলে তিনি তাই তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। আর একের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের রবের কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যা তোমরা করতে। নিশ্চয় তিনি সম্যক অবগত অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১, ২

١- حٰمٓ ○

১. হা-মীম,

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

২. এ কিতাব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ।

সূরা হা-মীম আস্-সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১২, ৩৬

١٢- فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۗ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

১২. তারপর আল্লাহ্ আসমানকে দুই দিনে সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে ব্যক্ত করেন এর বিধান। আর আমি সুশোভিত করি প্রদীপমালা দিয়ে নিকটবর্তী আসমানকে এবং তা সুরক্ষিত করি, এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ্‌র নির্ধারণ।

৩৬. আর যদি তোমাকে প্ররোচিত করে শয়তানের কুমন্ত্রণা, তবে আশ্রয় নেবে আল্লাহ্‌র। নিশ্চয় তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٣٦- وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১২, ২৪, ৪৯, ৫০

১২. আল্লাহ্‌র-ই কাছে রয়েছে আসমান ও যমীনের চাবি। তিনি যার জন্য চান, তার রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য চান তার রিয্‌ক সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

١٢- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

২৪. .... আর আল্লাহ্ মিটিয়ে দেন বাতিলকে এবং প্রতিষ্ঠিত করেন হককে স্বীয় বাণী দিয়ে। নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে।

٢٤- ...... وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৪৯. আল্লাহ্‌র-ই বাদশাহী আসমান ও যমীনের, তিনি সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। তিনি দান করেন যাকে চান কন্যা সন্তান এবং তিনি দান করেন যাকে চান পুত্র সন্তান;

٤٩- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ۭ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ ○

৫০. অথবা তিনি দান করে তাদের পুত্র, কন্যা উভয়ই এবং যাকে চান তিনি বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٠- اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًا ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৮৪

৮৪. আর তিনি সেই সত্তা, যিনি মাবূদ আসমানে এবং মাবূদ যমীনেও। আর তিনি মহা-হিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

٨٤- وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاۤءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১, ১৩, ১৬,

১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না; আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

١٣- يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ
شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে সে-ই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মাঝে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন।

١٦- قُلْ أَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১৬. আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে জানাচ্ছ তোমাদের দীন সম্পর্কে? অথচ আল্লাহ জানেন, যা আছে আসমানে এবং যা আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৩, ৬

٣- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৩. তিনিই আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٦- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ
فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৬. তিনি রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। আর তিনি সম্যক অবহিত অন্তরে যা আছে তা।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৭

٧- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَا أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৭. আপনি কি লক্ষ্য করেননি, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না তিন জনের, যাতে তিনি তাদের চতুর্থজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না; আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি তাদের ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না এবং তারা এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক, আল্লাহ্ তাদের সংগে আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। এরপর আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন কিয়ামতের দিন, তারা যা করে

তা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৭

٧-وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৭. আর ইয়াহূদীরা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না, যে আমল তারা আগে করেছে সে কারণে। আর আল্লাহ্ সম্যক অবগত যালিমদের সম্পর্কে।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৪, ১১

٤-يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৪. আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যমীনে; আর তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, যা আছে অন্তরে তা।

١١- مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১১. কোন বিপদ আসে না আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া। আর যে ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি, তিনি তার অন্তরকে হিদায়েত দান করেন, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ২

٢- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

২. আল্লাহ্ তো বিধান দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের; আর আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধু, তিনি সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৩

١٣- وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল বা প্রকাশ্যেই বল; আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, যা আছে অন্তরে তা।

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ৩০

٣٠-وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

৭. সম্যক দ্রষ্টা بَصِيْرٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৯৬, ১১০, ২৩৩, ২৩৭, ২৬৫

৯৬. আর অবশ্যই আপনি পাবেন ইয়াহূদীদের জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষের মাঝে অধিক লোভী; এমন কি যারা মুশ্‌রিক তাদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যদি তাদের হাযার বছরের জীবন দেয়া হতো। কিন্তু তাকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না তার এ দীর্ঘ জীবন। আর তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

٩٦-وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

১১০. তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর যে উত্তম কাজ তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য আগে পাঠাবে, তা তোমরা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা তোমরা কর তার সম্যক দ্রষ্টা।

١١٠-وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৩৩. ..... আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٣٣-....... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৩৭. ..... আর তোমরা ভুলে যেয়ো না নিজেদের মাঝে সদাশয়তার কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٣٧-... وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৬৫. আর যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণের জন্য, তাদের উদাহরণ কোন উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে সেখানে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। তবে সেখানে প্রচুর বৃষ্টি না হলেও হাল্‌কা বৃষ্টিই

٢٦٥-وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا

وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

যথেষ্ট। আর আল্লাহ্‌, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ১৫৬

١٤- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ
النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

১৪. আকর্ষণীয় করা হয়েছে মানুষের জন্য নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য ও চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি। এ সব দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্‌, তাঁরই কাছে উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থল।

١٥- قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ
لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

১৫. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের খবর দেব এমন কিছুর, যা এর চাইতে উত্তম? যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আরো তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্‌ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

١٩- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۫
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ
بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯. নিশ্চয় দীন হলো আল্লাহ্‌র কাছে ইসলাম। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। আর কেউ আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করলে, আল্লাহ্‌ তো হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

٢٠- فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ
لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ
وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ
فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ

২০. তবে যদি তারা আপনার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে বলুন, আমি পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমার অনুসারীরাও। আর আপনি তাদের আরও বলুন, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং যারা নিরক্ষর, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ? হাঁ, যদি তারা

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা হিদায়াত লাভ করবে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

١٥٦- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

১৫৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন পৃথিবীতে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো তবে তারা মরতো না এবং নিহতও হতো না। ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। আর আল্লাহ্ জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৮, ১৩৪

٥٨- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা ফিরিয়ে দিবে আমানত তার হক্দারকে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

١٣٤- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

১৩৪. কেউ দুনিয়ার প্রতিদান চাইলে, তবে আল্লাহ্র কাছে তো রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৯, ৭২

٣٩- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

৩৯. আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাক কাফিরদের বিরুদ্ধে ফিত্না বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত; কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিযরত করেছে, জিহাদ করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে; আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই। কিন্তু তারা যদি দীন সম্বন্ধে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য; যে কাওম ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

٧٢- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১২

১১২. আর আপনি দৃঢ়পদে থাকুন, যে ভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

١١٢- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১, ৩০, ৯৬

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর বান্দাকে (মুহাম্মদ (সা)-কে) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি করেছি বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

١- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

৩০. নিশ্চয় আপনার রব, যার জন্য চান রিয্‌ক বৃদ্ধি করেন এবং সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

٣٠- إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

٩٦- قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ۝

৯৬. বলুন, আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬১, ৭৫

٦١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

৬১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবিষ্ট করান দিনকে রাতের মধ্যে, আর আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٧٥- اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

৭৫. আল্লাহ্ মনোনীত করেন ফিরিশ্তাদের থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০

٢٠- وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝

২০. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে রাসূলদের থেকে কাউকে, কিন্তু তারা তো আহার করতো এবং চলাফেরা করতো হাটে বাজারে। আর আমি তো করেছি তোমাদের এককে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তোমরা কি সবর করবে না? আর আপনার রব তো সর্বদ্রষ্টা।

সূরা লুক্মান, ৩১ ঃ ২৮,

٢٨- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

২৮. তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ ছাড়া আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩১, ৪৫

٣١- وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝

৩১. আর আর আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা সত্য, তা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

৪৫. আর আল্লাহ্ যদি পাকড়াও করতেন মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য, তা হলে তিনি রেহাই দিতেন না ভূ-পৃষ্ঠের কোন প্রাণীকে; কিন্তু তিনি অবকাশ দেন তাদের এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তারপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে, আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

٤٥- وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا
مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ
وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ২০, ৫৬

২০. আর আল্লাহ্ ফয়সালা করেন যথাযথাভাবে; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা তো ফয়সালা করতে পারে না কিছুরই। নিশ্চয় আল্লাহ্ , তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٢٠- وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۗ
وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ
بِشَىْءٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۟

৫৬. নিশ্চয় যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে, তাদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও; তাদের অন্তরে তো রয়েছে কেবল অহঙ্কার, তারা এ ব্যাপারে লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। অতএব আশ্রয় নিক আল্লাহ্‌র। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٥٦- اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ
بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ
اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ
مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ
اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা, ৪১ ঃ ৪০

৪০. নিশ্চয় যারা বিকৃত করে আমার আয়াতসমূহ, তারা তো লুকাতে পারবে না আমার থেকে। কে উত্তম যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমরা কর যা চাও। নিশ্চয় তিনি, তোমরা যা কর, তার সম্যক জানেন, সম্যক দেখেন।

٤٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا
لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ اَفَمَنْ يُّلْقٰى
فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ
اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১১, ২৭

১১. তিনি আদি-স্রষ্টা আসমান ও যমীনের। তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য

١١- فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ
يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۭ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া এবং চতুষ্পদ জন্তুদেরও সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি তোমাদের বিস্তার ঘটান এর মাধ্যমে। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٢٧-وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ
لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ
وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۭ
اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

২৭. আর যদি আল্লাহ্ তাঁর সব বান্দাদের জন্য রিযিকের প্রাচুর্য দিতেন, তা হলে তারা অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো পৃথিবীতে; কিন্তু তিনি তা দেন তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৮

١٨-اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন আসমান ও যমীনের গায়েব। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪

٤-هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۭ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۭ
وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۭ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৪. তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশের উপর স্থিত হলেন। তিনি জানেন, যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু বের হয় সেখান থেকে, আর যা কিছু নামে আসমান থেকে এবং যা কিছু উঠে সেখানে। আর তিনি আছেন তোমাদের সাথে, যেখানেই তোমরা থাক না কেন। আল্লাহ্ তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১

١-قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ
تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا
وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ
وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

১. অবশ্যই আল্লাহ্ শুনেছেন সে নারীর কথা, যে বাদানুবাদ করছে আপনার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে এবং ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্র কাছেও। আর আল্লাহ্ শোনেন তোমাদের কথোপকথন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৩

৩. তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٣- لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ২

২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের তারপর তোমাদের মাঝে কেউ হয় কাফির আর তোমাদের মাঝে কেউ হয় মু'মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৯

১৯. তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদের উর্ধে পাখীদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে ? তাদের স্থির রাখে না কেউ দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয় সম্যক দ্রষ্টা।

١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ۝

৮. মহাঅনুগ্রহশীল ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১০৫

১০৫. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা এবং মুশ্‌রিকরা চায় না যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ নাযিল হোক। আর আল্লাহ্ তাঁর রহমতের সাথে খাস্ করে নেন, যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

١٠٥- مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৪

৭৪. আর আল্লাহ্ তাঁর রহমতের সাথে খাস করে নেন যাকে চান। আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

٧٤- يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৯

২৯. ওহে যার ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদের দেবেন হক ও বাতিলে পার্থক্য করার শক্তি এবং বিদূরিত করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ, আর ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

٢٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১, ২৮, ২৯

২১. তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগ্‌ফিরাত ও জান্নাতের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

٢١- سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি। তিনি তোমাদের দান করবেন দ্বিগুণ তাঁর রহমত থেকে, আর তোমাদের জন্য তিনি দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৯. এ জন্য যে, আহ্‌লে কিতাব যেন জানতে পারে, তাদের কোন অধিকার নেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কোন কিছুর উপর এবং অনুগ্রহ তো আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

٢٩- لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৪

৪. এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

٤-ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

৯. সবিশেষ অবহিত خَبِيْرٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৩৪, ২৭১

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে। তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। তারপর যখন তারা তাদের ইদ্দত কাল পূর্ণ করবে, তখন তোমাদের জন্য কোন গুনাহ নেই, তারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে, আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٢٣٤-وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তো তা উত্তম। আর যদি তোমরা গোপনে দান কর এবং দাও তা ফকীর মিস্‌কীনদের; তাহলে তাতো আরো উত্তম তোমাদের জন্য। আর বিদূরিত করবেন আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তোমাদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٢٧١-اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮০

১৮০. আর যারা কৃপণতা করে, তাদের আল্লাহ্ যা দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে তাতে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং, তাতো অকল্যাণকর তাদের জন্য। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে। আর আল্লাহ্‌রই মালিকানা আসমান ও যমীনের। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١٨٠-وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৫, ৯৪, ১২৮, ১৩৫

৩৫. আর যদি তোমরা আশংকা কর বিরোধের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে; তা হলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায়, তবে আল্লাহ্ তাদের নিষ্পত্তির তাওফীক দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

٣٥- وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে অভিযানে বের হবে, তখন পরীক্ষা করে নেবে; আর কেউ তোমাদের সালাম করলে, দুনিয়ার সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না ঃ তুমি তো মু'মিন নও। বস্তুত আল্লাহ্র কাছে রয়েছে প্রচুর গণীমত, তোমরা তো আগে এরূপই ছিলে, তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা পরীক্ষা করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٩٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۗ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১২৮. আর যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে ভয় করে দুর্ব্যবহার কিম্বা উপেক্ষার, তবে তাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তারা নিজেরদের মাঝে আপোষ নিষ্পত্তি করে নেয়। আর আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম; এবং মানুষ তো স্বভাবতই লোভী-কৃপণ আর যদি তোমরা ভাল কাজ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তো সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٢٨- وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ় থাকবে ন্যায়বিচারে, আল্লাহ্র জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা হয় তোমাদের নিজেদের, অথবা পিতামাতার ও

١٣٥- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ

Contents

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ
وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে; সে ধনী হোক কিম্বা গরীব হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই নিকটতর। অতএব তোমরা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না ন্যায়বিচার করতে। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৮

٨- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ় থাকবে আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়ের সাথে। আর তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্বেষ সুবিচার না করতে। তোমরা সুবিচার করবে, এটাই তাক্‌ওয়ার নিকটতর। আর তোমরা ভয় করবে আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সূরা আ'রাফ, ৬ ঃ ১৮, ৭৩, ১০৩

١٨- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

১৮. আর আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী। তিনি মহা-হিক্‌মত-ওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

٧٣- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن
فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

৭৩. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যখন তিনি বলেন, হও, তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য, আর তাঁরই কর্তৃত্ব সে দিনের, যেদিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তিনি পরিজ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্যের। আর তিনি মহা-হিক্‌মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

١٠٣- لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○

১০৩. তাঁকে ধারণ করতে পারে না দৃষ্টি; কিন্তু তিনিই ধারণ করেন সব দৃষ্টি এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১৬

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

١٦- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১৭, ৩০, ৯৬

১৭. আর কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি নূহের পর; আর আপনার রবই যথেষ্ট স্বীয় বান্দাদের পাপের ব্যাপারে সম্যক খবর রাখা ও সম্যক দ্রষ্টা হিসেবে।

١٧- وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○

৩০. নিশ্চয় আপনার রব, যার জন্য ইচ্ছা রিয্‌ক বৃদ্ধি করেন এবং সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।

٣٠- اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○

৯৬. আপনি বলুন, আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে, নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।

٩٦- قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৩

৬৩. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, সবিশেষ অবহিত।

٦٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؗ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩০, ৫৩

৩০. বলুন মু'মিনদের, তারা যেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফাযত করে তাদের লজ্জাস্থানকে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার বিষয়। নিশ্চয়

٣٠- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

٥٣- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৫৩. আর মুনাফিকরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলে, যদি আপনি তাদের আদেশ করেন, তবে তারা অবশ্যই জিহাদে বের হবে। আপনি বলুন, তোমরা শপথ করো না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৮

٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন চিরঞ্জীব আল্লাহ্র উপর, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ৮৮

٨٨- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝

৮৮. আর তুমি দেখছো পর্বতমালা, মনে করছো তা স্থবির, অথচ তা মেঘমালার ন্যায় চলবে। এ হলো আল্লাহ্র সৃষ্টি নৈপুণ্য, তিনি সুষম করেছেন সব কিছু। নিশ্চয় তিনি তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সূরা লুক্মান, ৩১ ঃ ১৬, ২৯, ৩৪

١٦- يَٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

১৬. হে বৎস! কোন কিছু যদি হয় সরিষার দানা পরিমাণও এবং তা যদি থাকে পাথরের মাঝে, কিম্বা আকাশে কিংবা মাটির নিচে, তবুও আল্লাহ্ তা নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

٢٩- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

২৯. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং তিনি প্রবিষ্ট করান দিনকে রাতের মধ্যে: আর তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল

وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٣٤- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা আছে গর্ভে। আর কেউ জানে না, সে কি অর্জন করবে আগামীকাল। কেউ জানে না, কোন যমীনে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ২

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

২. আর আপনি অনুসরণ করুন তার, যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে সব কিছুর মালিক, আর তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা আখিরাতেও। তিনি মহা-হিক্‌মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩১

٣١- وَالَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

৩১. আর যে কিতাব নাযিল করেছি আপনার প্রতি, তা সত্য, পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৭

٢٧- وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۗ

২৭. আর যদি আল্লাহ্ তাঁর সব বান্দাকে রিযককে প্রাচুর্য দিতেন, তবে অবশ্যই তারা সীমালঙ্ঘন করতো পৃথিবীতে; কিন্তু তিনি তা নাযিল করেন তাঁর ইচ্ছামাফিক পরিমাণে। নিশ্চয় তিনি

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ○

তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩

١٣- يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

১৩. হে মানুষ! আমি-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক নর ও এক নারী থেকে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র; যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১০

١٠- وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

১০. আর তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে না, অথচ আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহ্‌রই ? সমান হতে পারে না তোমাদের মধ্যে তারা যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চাইতে, যারা পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে উভয়কে আল্লাহ্ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৩, ১১, ১৩

٣- وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

৩. আর যারা যিহার করে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে, পরে ফিরে আসে তা থেকে, যা তারা বলেছিল; তখন একটা দাস মুক্ত করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার আগে। এ দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের বলা হয়, তোমরা স্থান করে দাও মজলিসে, তখন স্থান করে দিবে, আল্লাহ্ স্থান করে দেবেন তোমাদের জন্য। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে তাদের মর্যাদা উন্নীত করবেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইল্ম দান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ
تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ
فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ
وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا
يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১৩. তোমরা কি কষ্ট মনে করো তোমাদের চুপেচুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকা প্রদান করাকে? যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না আর আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তখন তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

١٣- ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۗ
فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১৮

১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে; আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক সে আগামী কালের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে।

١٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১১

১১. আর কিছুতেই আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

١١- وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهَا ۗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৮

৮. আর তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে

٨- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

জ্যোতির্ময় কুরআন, যা আমি নাযিল করেছি তাতে। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

সূরা মুল্ক, ৬৭ঃ১৪

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

١٤- اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ
وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

সূরা আদিয়াত, ১০০ঃ১১

১১. নিশ্চয়ই তাদের রব সেদিন তাদের কি ঘটবে, সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

١١- اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝

১০. প্রাচুর্যময় غَنِيٌّ

সূরা বাকারা, ২ঃ২৬৩, ২৬৭

২৬৩. ভাল কথা এবং ক্ষমা সে দানের চাইতে শ্রেয়, যার পরে ক্লেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, পরম সহনশীল।

٢٦٣- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝

২৬৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর সে উত্তম জিনিস থেকে, যা তোমরা উপার্জন কর এবং যা আমি তোমাদের উৎপন্ন করে দেই যমীন থেকে; আর তোমরা সংকল্প করো না এর নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা চোখ বুঁজে থাক। আর তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

٢٦٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ঃ৯৭

৯৭. আল্লাহ্র ঘরে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন মাকামে ইব্রাহীম, আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে তো নিরাপদ। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সে ঘরের হজ্জ করা সে লোকের জন্য ফরয, যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু

٩٧- فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ
وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

কেউ কুফরী করলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী বিশ্বজগৎ থেকে।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩১

١٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○

১৩১. আর আল্লাহ্রই যা কিছু রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে। আমি তো নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের এবং তোমাদেরও যে, তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে। তবে যদি তোমরা কুফ্রী কর, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ্রই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৩

١٣٣- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ○

১৩৩. আর আপনার রব প্রাচুর্যময়, দয়াশীল। যদি তিনি চান তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে, তবে তিনি তা করতে পারেন; যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্য এক কাওমের বংশ থেকে।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৮

٦٨- قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ মহান, পবিত্র! তিনি প্রাচুর্যময়! তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। নেই তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ এ দাবীর পক্ষে। তোমরা কি বলছো আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এমন কিছু, যা তোমরা জান না?

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ৮

٨- وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

৮. আর বলেছিল মূসা, যদি তোমরা কুফরী কর এবং পৃথিবীতে যারা আছে সবাই,

جَمِيْعًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা হাজ্জ, ২২ঃ ৬৪

٦٤- لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

৬৪. আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ঃ ৪০

٤٠- .... وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ○

৪০. .... আর যে শোক্‌র করে, সে তো শোক্‌র করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, এবং যে কুফ্‌রী করে সে জেনে রাখুক; আমার রব তো প্রাচুর্যময়, মহানুভব।

সূরা আনকাবূত, ২৯ঃ ৬

٦- وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬. আর যে চেষ্টা করে, সে তো চেষ্টা করে নিজের জন্যই। নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী বিশ্বজগৎ থেকে।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ঃ ১২, ২৬

١٢- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

১২, আর আমি তো দিয়েছিলাম লুক্‌মানকে বিশেষ জ্ঞান যে, শোক্‌র কর আল্লাহ্‌র। যে শোক্‌র করে, সে তো শোকর করে তার নিজেরই জন্য; আর যে কুফরী করে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

٢٦- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৬. আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ঃ ১৫

١٥- يٰأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

১৫. হে মানুষ! তোমরা তো মুখাপেক্ষী আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্ তিনি প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা যুমার, ৩৯ঃ ৭

٧- إِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قف

৭. যদি তোমরা কুফ্‌রী কর, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের

وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ . . . .

মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি পসন্দ করেন না তাঁর বান্দাদের জন্য কুফ্‌র। আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন।. . . . . .

সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮

٣٨- هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

৩৮. দেখ, তোমরা তো তারাই, যাদের বলা হয়েছে ব্যয় করতে আল্লাহ্‌র পথে। কিন্তু তোমাদের মাঝে কেউ কেউ কৃপণতা করে; আর যে কেউ কৃপণতা করে, সে তো কৃপণতা করে নিজেরই প্রতি। আর আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, এবং তোমরা ফকীর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে তিনি স্থলবর্তী করবেন অন্য কাওমকে তোমাদের স্থলে, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৪

٢٤- الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৪. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে নির্দেশ দেয় কৃপণতা করার। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৬

٦- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

৬. নিশ্চয় তোমরা, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের আশা রাখ, তাদের জন্য রয়েছে ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ। তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

৬. (কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি)এ জন্য রয়েছে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসতো, আর তারা বলতো, মানুষ কী আমাদের

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

পথের সন্ধান দেবে? তারপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ্ পরওয়া করলেন না। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।

১১. মহাহিকমতওয়ালা حَكِيْمٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৩২, ১২৯, ২০৯, ২২০, ২৪০, ২৬০

٣٢- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৩২. ফিরিশ্তারা বললো ঃ আপনি পবিত্র মহান। নেই আমাদের কোন জ্ঞান, আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া। নিশ্চয় আপনি তো সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১২৯. হে আমাদের রব! আপনি প্রেরণ করুন তাদের কাছে একজন রাসূল তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের পাঠ করে শুনাবে আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদের শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিক্মত এবং পরিশুদ্ধ করবে তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী, মহা-হিক্মতওয়ালা।

٢٠٩- فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২০৯. আর যদি তোমরা পিছলিয়ে যাও, তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে; তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

٢٢٠- .... وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২২০. .... আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে, বলুন ঃ তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা শ্রেয়। আর যদি তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ জানেন, কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কে শৃঙ্খলাবিধানকারী। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে দেয়, তাদের জন্য এক বছরের ভরণপোষণের ওসীয়্যত করে যায়। তবে স্ত্রীরা যদি নিজেরাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তারা নিজেদের জন্য বিধিমত যা করবে, তাতে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٢٤٠-وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৬০. আর স্মরণ কর! বলেছিল ইব্‌রাহীম ঃ হে আমার রব! আপনি দেখান আমাকে কি ভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? ইব্‌রাহীম বললো ঃ হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে এটা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ্ বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখী নেও এবং তাদের তোমার বশীভূত করে নেও। তারপর এদের এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর তাদের ডাক, তারা দ্রুতগতিতে তোমার কাছে আসবে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

٢٦٠-وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۭ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۭ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۭ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬, ১৮, ৬২, ১২৬

৬. আল্লাহ্‌ই তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাতৃগর্ভে যেভাবে তিনি চান। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٦-هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاۗءُ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে যে, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, আর ফিরিশ্‌তারা এবং জ্ঞানীগণও। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত ওয়ালা।

١٨-شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰۗئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَاۗئِمًۢا بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

Contents

৬২. নিশ্চয় এ সব তো সত্য ঘটনা। আর নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

٦٢- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১২৬. আর এ সব তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য করেছেন। সাহায্য তো কেবল আল্লাহ্র তরফ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

١٢٦- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৬, ৫৬, ১০৪, ১১১, ১৬৫, ১৭০

২৬. আল্লাহ্ চান তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে এবং তোমাদের অবহিত করতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি আর তোমাদের ক্ষমা করতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

٢٦- يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৬. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াতসমূহ, অচিরেই আমি তাদের দগ্ধ করবো আগুনে। যখনই তাদের চামড়া দগ্ধীভূত হবে, তখন তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

٥٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১০৪. আর তোমরা হতাশ হয়ো না শত্রুদের অনুসন্ধানে। যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তারাও তো তোমাদেরই মত কষ্ট পায়; কিন্তু তোমরা আল্লাহ্র কাছে যা আশা কর, তারা তা আশা করে না। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

١٠٤- وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১১১. আর যে পাপ কাজ করে, সে তো তা করে নিজেরই অকল্যাণের জন্য। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

١١١- وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১৬৫. আমি প্রেরণ করেছি অনেক সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী রাসূল, যাতে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে–রাসূল আসার পরে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৭০. হে মানুষ! রাসূল তো নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে সত্য, তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব তোমরা ঈমান আনো; তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি কুফ্‌রী কর, তবে জেনে রাখ; আল্লারই যা কিছু আছে আসমানে এবং যমীনে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

١٧٠- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩৮, ১১৮

৩৮. আর চোর পুরুষ হোক অথবা নারী, কেটে দাও তাদের হাত; এটা শাস্তি তারা যা করেছে তার, আল্লাহ্‌র তরফ আদর্শ থেকে দণ্ড স্বরূপ। আলাহ্ পরাক্রমশালী, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

٣٨- وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

১১৮. যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

١١٨- اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৮, ৭৩, ৮৩, ১২৮

১৮. আর যিনি মহাপ্রতাপশালী স্বীয় বান্দাদের উপর এবং তিনি মহাহিক্‌মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

١٨- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৭৩. আর আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যখন তিনি বলেন ঃ হও, তখনই তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যে দিন শিংগায় ফুঁক

٧٣- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ

Contents

يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

দেয়া হবে, সে দিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। আর তিনি মহাহিক্‌মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

٨٣- وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

৮৩. আর এসব আমার যুক্তি প্রমাণ, আমি দিয়েছিলাম তা ইব্‌রাহীমকে তার কাওমের মুকাবিলায়। আমি মর্যাদায় উন্নীত করি যাকে চাই। নিশ্চয় আপনার রব মহাহিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

١٢٨- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

১২৮. আর যে দিন তিনি একত্র করবেন তাদের সবাইকে এবং বলবেন, হে জিন্ সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেককে অনুগামী করেছিলে তোমাদের মানুষদের থেকে; আর মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে হে আমাদের রব! আমাদের কতক কতকের থেকে লাভবান হয়েছি, আর আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের সে নির্ধারিত সময়ে, যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা; সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আপনার রব মহাহিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা আন্‌ফাল, ৮ ঃ ৪৯, ৬৩, ৬৭

٤٩- اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৪৯. স্মরণ কর, মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলে ঃ এদের বিভ্রান্ত করেছে এদের দীন, আর কেউ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলে, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٦٣- وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

৬৩. আর আল্লাহ্ প্রীতি স্থাপন করেছেন তাদের অন্তরে। যদি আপনি ব্যয় করতেন পৃথিবীতে যা আছে তা সবই তবুও আপনি পারতেন না তাদের

مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি করতে, কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি করছেন তাদের মাঝে মহব্বত। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٦٧- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى
حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۭ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ
الدُّنْيَا ڰ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۭ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৭. নবীর জন্য সমীচিত নয় যে, তিনি বন্দী রাখবেন কাউকে যতক্ষণ না তিনি যমীন পুরোপুরি করায়ত্ত করেন। তোমরা চাও পার্থিব কল্যাণ। আর আল্লাহ্ চান আখিরাতের কল্যাণ। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১৫, ২৮, ৬০, ৭১, ৯৭

١٥- .... وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى
مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৫. ... ... আর আল্লাহ্ ক্ষমা করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٢٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَاۗءَ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশ্‌রিকরা তো অপবিত্র; অতএব তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের প্রাচুর্য দান করবেন স্বীয় অনুগ্রহে, যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٦٠- اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ
اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬০. যাকাত তো কেবল গরীব, মিস্‌কীন ও এতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের হৃদয় আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের জন্য। এটি ফরয-আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

٧١- وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ

৭১. আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু, তারা নির্দেশ দেয় ভাল কাজের এবং নিষেধ করে মন্দ কাজ; আর কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত

Contents

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

এবং আনুগত্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। এদেরই রহম করবেন আল্লাহ্। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٩٧- اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৯৭. মরুবাসী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং অধিকযোগ্য সে সব সীমরেখা সম্পর্কে না জানার ব্যাপারে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের উপর। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৮৩

٨٣- قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৮৩. ইয়াকূব বললো ঃ বরং সাজিয়ে নিয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের মন একটি ঘটনা; অতএব সবর করাই শ্রেয়। হয়তো আল্লাহ্ আমার কাছে নিয়ে আসবেন তাদের এক সঙ্গে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৪

٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল, কিন্তু তার কাওমের ভাষা ছাড়া; যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা-গুমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন। তিনি পরাক্রমশালী মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ২৫

٢٥- وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব, যিনি একত্র করবেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে। নিশ্চয় তিনি মহাহিক্‌মত-ওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৬০

٦٠- لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ

৬০. যারা আখিরাতের ঈমান রাখে না তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের, আর আল্লাহ্‌র গুণাবলী

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

তো উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫২

٥٢- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার পূর্বে কোন রাসূল, আর না কোন নবী; কিন্তু যখনই সে কিছু আকাঙক্ষা করেছে, তখনই প্রক্ষিপ্ত করেছে শয়তান আর আকাঙক্ষায় কোন কিছু। তারপর বিদূরিত করেন আল্লাহ্ যা শয়তান প্রক্ষিপ্ত করে তা। অবশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ১০, ১৮

١٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ○

১০. আর যদি না থাকতো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহম, তাহলে তোমরা রক্ষা পেতে না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো অতিশয় তাওবা-কবুলকারী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

١٨- وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ এব। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬, ৯

٦- وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ○

৬. আর অবশ্যই আপনাকে আল-কুরআন দেওয়া হয়েছে মহাহিক্‌মতওয়ালা সর্বজ্ঞের কাছ থেকে।

٩- يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৯. হে মূসা! জেনে রাখ, আমি তো আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৬, ৪২

٢٦- فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৬. আর ইব্‌রাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো লূত এবং ইব্‌রাহীম বললো ঃ আমি তো হিজরত করছি আমার রবের উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

৪২. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা কিছুকে তারা ডাকে আল্লাহ্‌কে ছাড়া। আর যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত ওয়ালা।

٤٢- إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِۦ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭

২৭. আর আল্লাহ্ই সেই সত্তা, যিনি অস্বিত্বে আনেন সৃষ্টিকে, তারপর পুনরাবৃত্তি করবেন তার; আর এটা অতি সহজ তাঁর জন্য। তাঁরই রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা অসমান ও যমীনে; আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٢٧- وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৮, ৯, ২৭

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে নাঈম;

٨- إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيمِ ○

৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ দিয়েছেন সত্য ওয়াদা। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

٩- خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

২৭. আর যমীনে যত বৃক্ষ রয়েছে, তা যদি কলম হয় এবং সমুদ্র হয় কালি; আর এর সাথে যুক্ত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও শেষ হবে না আল্লাহ্‌র কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

٢٧- وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ১

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহ্‌কে এবং অনুসরণ করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

١- يٰۤأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১, ২৭

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র,তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُۥ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

আখিরাতেও। আর তিনি মহাহিক্‌মত-ওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।

٢٧- قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط
بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৭. আপনি বলুন, তোমরা আমাকে দেখাও তাদের যাদের তোমরা জুড়ে দিয়েছ আল্লাহ্‌র সাথে শরীকরূপে। না, এরূপ কখনো পারবে না, বরং তিনি আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২

٢- مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ج وَمَا يُمْسِكْ لا
فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ط
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২. আল্লাহ্ মানুষের জন্য খাস রহমত উন্মুক্ত করে দিলে, তা কেউ ঠেকাবার নেই; আর তিনি কিছু বন্ধ করে দিলে, তারপর তা উন্মুক্ত করার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮

٨- رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ
وَاَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ط
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৮. আরশবাহী ফিরিশতারা বলেঃ হে আমাদের রব! আপনি মু'মিনদের দাখিল করুন জান্নাতে-আদনে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেক আমল করেছে তাদেরও। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা হা-মীম আস্‌সিজ্‌দা, ৪১ ঃ ৪১, ৪২

٤١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ج
وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ○

৪১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে এ কুরআন-তাদের কাছে আসার পরে; অথচ এ তো এক মহিমময় কিতাব।

٤٢- لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ط
تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ○

৪২. এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না কোন বাতিল, সামনে থেকে আর না পিছন থেকে। ইহা নাযিল হয়েছে মহা-হিক্‌মতওয়ালা, অতিশয় প্রশংসিত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩, ৫১

٣- كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ

৩. এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করেন

مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা আল্লাহ্।

٥١- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ○

৫১. আর মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, কথা বলবেন আল্লাহ্ তার সাথে ওহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, কিম্বা এমন রাসূল প্রেরণ করা ব্যতিরেকে, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি তো মর্যাদায় সমুন্নত, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৮৪

٨٤- وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

৮৪. আর তিনিই ইলাহ্ আসমানে এবং যমীনেও তিনিই ইলাহ্। আর তিনি মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ঃ ৩৭

٣٧- وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৩৭. আর আল্লাহ্‌রই শ্রেষ্ঠত্ব আসমানে ও যমীনে, আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ৪, ১৮, ১৯

٤- هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৪. আল্লাহ্‌ই নাযিল করেন প্রশান্তি মু'মিনদের অন্তরে, যাতে তারা মজবুত করে নেয় তাদের ঈমানের সাথে ঈমান। আর আল্লাহ্‌রই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

١٨- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

১৮. অবশ্যই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হলেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তারা আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করলো গাছের নিচে। আল্লাহ্ জানতেন যা ছিল তাদের অন্তরে। তখন তিনি নাযিল করলেন, প্রশান্তি তাদের উপর এবং পুরস্কার দিলেন তাদের এক আসন্ন বিজয় ;

١٩- وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৯. আর বিপুল পরিমাণ গনীমত, যা তারা লাভ করবে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৭, ৮

৭. আর তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। যদি তিনি তোমাদের কথা মানতেন বহু বিষয়ে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমান এবং তা হৃদয়গ্রাহী করেছেন তোমাদের কাছে; আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফ্‌রী, ফাসিকী এবং অবাধ্যতাকে। তারাই নেক্‌কার।

٧- وَاعْلَمُوٓا اَنَّ فِيكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِىْ قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُونَ ○

৮. এটা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٨- فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১

১. আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ করে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২৪

২৪. তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা; তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁর তাস্‌বীহ্ পাঠ করে, যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٢٤- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৫

৫. হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র। আর ক্ষমা করুন আমাদের, হে আমাদের রব! আপনি তো পরাক্রম-শালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٥- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ১

১. তাস্‌বীহ্ পাঠ করে আল্লাহ্‌র, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, তিনি সর্বময় অধিপতি,

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

Contents

الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৭-১৮

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۙ○

১৭. তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে 'করযে-হাসানা'-উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তোমদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ মহাগুণগ্রাহী, সহনশীল।

١٨- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৮. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ২

٢- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

২. আল্লাহ্ তো নির্ধারন করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের কসম মুক্তির ব্যবস্থা। আর আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধু এবং তিনি সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ৩০

٣٠- وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

১২. পরম সহনশীল حَلِيْمٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২২৫, ২৩৫, ২৬৩

٢٢٥- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য; কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন, তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

٢٣٥- .... وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ

২৩৫. .... আর তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মনে যা আছে তা, অতএব ভয় কর তাঁকেই। আরো জেনে রাখ,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

٢٦٣- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○

২৬৩. ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম, সে দানের চাইতে, যার পরে ক্লেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫৫

١٥٥- اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৫৫. নিশ্চয় যারা তোমাদের মধ্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল; তাদের তো পদস্খলন ঘটিয়েছিল শয়তান, তারা যা করেছিল তার জন্য। অবশ্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১০১

١٠١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১০১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রশ্ন করো না সে সব বিষয়ে, যা তোমাদের কাছে প্রকাশিত হলে, তোমরা কষ্ট পাবে। আর যদি তোমরা প্রশ্ন কর সে সব বিষয়ে, কুরআন নাযিলের কালে, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে, আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন সে সব। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৪৪

٤٤- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪৪. তাসবীহ্ পাঠ করে আল্লাহ্‌র সাত আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী যা আছে সবই। আর এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করে না; কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না তাদের তাসবীহ্ পাঠ। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাশীল।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৮, ৫৯

٥٨- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا

৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্‌র পথে এবং নিহত হয়েছে। অথবা মারা

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

গেছে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের রিযিক দান করবেন উৎকৃষ্ট রিযিক। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিক-দানকারী।

٥٩- لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন এমন স্থানে, যা তারা পসন্দ করবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪১

٤١- اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্ ধরে রাখেন আসমান ও যমীন, পাছে তারা স্থানচ্যুত হয়; আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে নেই কেউ তাদের ধরে রাখার তিনি ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাশীল।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৭

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্কে 'করযে হাসানা' দাও, তবে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের এবং তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল।

১৩. পরাক্রমশালী — عَزِيْزٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১২৯, ২০৯, ২২০,২৬০

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১২৯. হে আমাদের রব! আর আপনি প্রেরণ করুন তাদের মাঝে একজন রাসূলতাদেরই থেকে যে তিলাওয়াত করবে তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, এবং তাদের শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিক্মত এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

٢٠٩- فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ

২০৯. তবে যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার

الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

পরে, তাহলে জেনে রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٢٢٠- ...... وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২২০. .... আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে ; বলুন, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে ফাসাদকারী, কে হিতকারী? আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন, অবশ্যই তিনি কষ্টে ফেলতে পারতেন তোমাদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٢٦٠- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۭ قَالَ بَلٰي وَلٰكِنْ لِّيَطْمَىِٕنَّ قَلْبِيْ ۭ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰي كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۭ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২৬০. আর স্মরণ কর! বলেছিল ইব্‌রাহীম ঃ হে আমার রব! আপনি দেখান আমাকে, কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? ইব্‌রাহীম বললো ঃ হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে এটা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ্ বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখী নেও এবং তাদের তোমার বশীভূত করে নেও। তারপর এদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর তাদের ডাক, তারা দ্রুত গতিতে তোমার কাছে আসবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪, ৬, ১৮, ৬২, ১২৬

٤- ...... اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৪. ..... নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

٦- هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ

৬. তিনিই তোমাদের আকৃতি প্রদান করেন মাতৃগর্ভে যেভাবে চান। নেই কোন

يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা

১৮-شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১৮. সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে যে, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, আর ফিরিশ্‌তারা এবং জ্ঞানীগণও। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

٦٢- إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৬২. নিশ্চয় এসব তো সত্য ঘটনা। আর নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো পরাক্রশশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

١٢٦- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

১২৬. আর এসব তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির জন্য করেছেন। সাহায্য তো কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬,১৬৫

٥٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

৫৬. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াতসমূহ অচিরেই আমি তাদের দগ্ধ করবো আগুনে যখনই তাদের চামড়া দগ্ধীভূত হবে, তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৬৫. আমি প্রেরণ করেছি অনেক সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী রাসূল। যাতে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে রাসূল আসার পরে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা মায়িদা, ৫ঃ ৩৮, ৯৫,১১৮।

٣٨- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

৩৮. আর চোর পুরুষ হোক অথবা নারী, কেটে দাও তাদের হাত। এটা শাস্তি

فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

তারা যা করেছে তার, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আদর্শ দণ্ডস্বরূপ আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٩٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًاۢ بٰلِغَ
الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ
اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ
اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৯৫. ওহে যারা ঈমান এনছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকারের জন্তু ইহ্‌রামে থাকাবস্থায়। তবে তোমাদের মাঝে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে-যা হত্যা করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যার ফয়সালা করবে তোমাদের মাঝের দুই জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে; অথবা এর কাফ্‌ফারা হবে দরিদ্রদের আহার্য দান করা, কিংবা সমসংখ্যক রোযা রাখা, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন তা, যা গত হয়েছে। কিন্তু কেউ আবার এরূপ করলে, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

١١٨- اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ
وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১১৮. যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তো তারা আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন। তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬

٩٦- فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا
وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৯৬. আল্লাহ্‌ই ঊষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনি রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারণ।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৭১

٧١- وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ

৭১. আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু, তারা নির্দেশ দেয় ভাল কাজের এবং নিষেধ করে মন্দ কাজ : আর কায়েম করে সালাত। দেয় যাকাত

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

এবং আনুগত্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। এদেরই রহম করবেন আল্লাহ্, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬৬

٦٦- فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

৬৬. আর যখন এলো আমার নির্দেশ, তখন আমি রক্ষা করলাম সালিহ্কে এবং যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে তাদের আমার রহমতে এবং রক্ষা করলাম তাদের সে দিনে লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ১, ৪, ৪৭

١- الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

১. আলিফ-লাম-রা ; এ কিতাব আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে আনেন মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে, তাদের রবের নির্দেশ ক্রমে তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।

٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল, কিন্তু তাঁর কাওমের ভাষা ছাড়া, যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন। তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

٤٧- فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৪৭. তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত তাঁর ওয়াদা ভংগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০, ৭৪

٤٠- ...... وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ

৪০. ...আর আল্লাহ্ যদি প্রতিহত না করতেন মানুষের কতককে কতক দিয়ে, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত আশ্রম, গীর্জা, সিনাগগ্ ও মসজিদ যেখানে বেশী বেশী

يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا ط
وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সাহায্য করেন তাকে, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٧٤- مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

৭৪. আর তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৯

٩- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৯. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৯, ৭৮

٩- يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৯. হে মূসা! জেনে রাখ, আমি তো আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٧٨- اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ج
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ○

৭৮. নিশ্চয় আপনার রব ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে স্বীয় হুকুমে: আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৬, ৪২

٢٦- فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ م
وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ط
اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৬. ইব্‌রাহীমের প্রতি ঈমান আনলো লূত এবং ইব্‌রাহীম বললো ঃ আমি তো হিজরত করছি আমার রবের উদ্দেশ্যে, তিনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

٤٢- اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ط
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪২. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা কিছুকে তারা ডাকে তাঁর পরিবর্তে, তিনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫, ২৭

٥- بِنَصْرِ اللّٰهِ ط يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ط
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৫. আল্লাহ্ সাহায্য। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٢٧- وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

২৭. আর আল্লাহ্-ই সেই সত্তা, যিনি অস্তিত্বে আনেন সৃষ্টিকে, তারপর পুনরাবৃত্তি

وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

করবেন তাও; আর এটা অতি সহজ তাঁর জন্য। তাঁরই রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা আসমান ও যমীনে; আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৮, ৯, ২৭

٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ○

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে নাঈম–

٩- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ দিয়েছেন সত্য ওয়াদা। আর তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

٢٧- وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৭. আর যমীনে যত বৃক্ষ রয়েছে, তা যদি কলম হয় এবং সমুদ্র হয় কালি, আর এর সাথে যুক্ত হয় আরো সাত সমুদ্র ; তবুও শেষ হবে না আল্লাহ্‌র কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী। মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৬

٦- ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৬. আল্লাহ্-ই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৬, ২৭

٦- وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

৬. আর যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে, তা তো সত্য এবং তা পথ দেখায় পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র।

٢٧- قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৭. আপনি বলুন, তোমরা আমাকে দেখাও তাদের যাদের তোমরা জুড়ে দিয়েছ আল্লাহ্‌র সাথে শরীকরূপে। না, এরূপ কখনো পারবে না। বরং তিনি আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২, ২৮

২. আল্লাহ্ মানুষের জন্য কোন রহমত উন্মুক্ত করে দিলে, তা কেউ ঠেকাবার নেই; আর তিনি কিছু বন্ধ করে দিলে, তারপর তা উন্মুক্ত করার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

٢- مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৮. .... আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে যারা জ্ঞানী। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রশালী, পরম ক্ষমাশীল।

٢٨- .... اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৮

৩৮. আর সূর্য স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারণ।

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ৬৫, ৬৬

৬৫. আপনি বলুন ঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর নেই কোন ইলাহ্ আলাহ্ ছাড়াযিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।

٦٥- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৬৬. যিনি রব আসমান ও যমীনের এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর ; যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।

٦٦- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫, ৩৭

৫. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন দিনকে রাত দিয়ে এবং রাতকে দিন দিয়ে এবং তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।

٥- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

৩৭. আর যাকে আল্লাহ্ হিফাযত দান করেন, নেই কোন পথভ্রষ্টকারী তার জন্য। নন্ কি আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা?

٣٧- وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮

৮. (আরশবাহী ফিরিশতারা বলে) হে আমাদের রব। আপনি মু'মিনদের দাখিল করুন জান্নাতে আদনে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির মাঝে যারা নেক আমল করেছে তাদেরও। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

٨- رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা হা-মীম আস্ সিজ্‌দা, ৪১ ঃ ১২

১২. তারপর আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলকে দুইদিনে সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে এর বিধান জারি করেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দিয়ে এবং করলাম সুরক্ষিত। এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারণ।

١٢- فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

সূরা শূরা ৪২ ঃ ১৯

১৯. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান, তিনি যাকে চান রিয্‌ক দান করেন। আর তিনি প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী।

١٩- اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৯

৯. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন; কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তারা অবশ্যই বলবে, এ গুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।

٩- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ○

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪১, ৪২

৪১. বিচার দিনে এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

٤١- فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ○

৪২. তবে, যাকে আল্লাহ রহম করবেন তার কথা স্বতন্ত্র। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٤٢- اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

সূরা জাছিয়া. ৪৫ ঃ ৩৭

৩৭. আর আল্লাহ্‌রই শ্রেষ্ঠত্ব আসমানে ও যমীনে, আর তিনি পরাক্রমশলী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٣٧- وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ৭

৭. আর আল্লাহ্‌রই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٧- وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১, ২৫

১. যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহ্‌র। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৫. আমি তো প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং নাযিল করেছি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়দণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার কায়েম করে। আর আমি প্রদান করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য রয়েছে নানাবিধ কল্যাণ। আর ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্ জানিয়ে দেবেনকে সাহায্য করে তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের প্রত্যক্ষ না করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী।

٢٥- لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ২১

২১. আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূলগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী।

٢١- كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২৩, ২৪

২৩. তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

অধিকারী, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত ; তিনিই মহা-মহিমান্বিত। আল্লাহ্ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

٢٤- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৪. তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা; তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করে, যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৫

٥- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৫. হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র। আর ক্ষমা করুন আমাদের হে আমাদের রব! আপনি তো পরাক্রম-শালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ১

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ১

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

১. তাসবীহ্ পাঠ করে আল্লাহ্‌র, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, তিনি সর্বময় অধিপতি মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৭, ১৮

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা দাও, তবে তিনি তা তোমাদের বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ মহাগুণ-গ্রাহী, পরম সহনশীল।

১৮. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

١٨- عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২

২. আল্লাহ্‌ পয়দা করেছেন মাউত ও হায়াত (জীবন ও মৃত্যু), যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে আমলে উত্তম? আর তিনি পরাক্রম-শালী, পরম ক্ষমাশীল।

٢- الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ৮

৮. আর কাফিররা তাদের উপর অত্যাচার করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী, প্রসংশিত আল্লাহ্‌র উপর।

٨- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

১৪. পরম মমতাময়

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৪৩, ২০৭

১৪৩. .... আর আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তিনি বিনষ্ট করে দেবেন তোমাদের ঈমান। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অতিশয় মমতাময়, পরম দয়ালু।

١٤٣- ..... وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

২০৭. আর মানুষের মাঝে এমনও লোক আছে যারা উৎসর্গ করে দেয় নিজেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল।

٢٠٧- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩০

৩০. যেদিন বিদ্যমান পাবে প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দকাজ করেছে তা ; সেদিন সে কামনা করবে, তার ও তার মন্দকাজের মধ্যে দূর ব্যবধান। আর আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মমতাময়।

٣٠- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১৭

১১৭. অবশ্যই আলাহ্‌ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও

١١٧- لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ

আনসারদের প্রতি, যারা নবীর অনুসরণ করেছিল সংকটকালে, যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৭

৭. আর জতুষ্পদ জন্তু তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এসব দেশে, যেখানে তোমরা পৌঁছতে পারতে না প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতিরেকে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

٧- وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলমান নৌযান-সমূহকে। আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন। যাতে তা পতিত না হয় যমীনের উপর তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

٦٥- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

সূরা নূর, ২৪ ঃ ২০

২০. আর যদি না থাকতো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

٢٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৯

৯. আল্লাহ্ নাযিল করেন তাঁর বান্দার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তিনি তোমাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। নিশ্চয় আল্লাহ্

٩- هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ

وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

তোমাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ১০

١٠- وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১০. আর যারা এসেছে তাদের পরে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের ভাইদের যারা ঈমানে আমাদের অগ্রণী এবং রেখ না আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ তাদের বিরুদ্ধে-যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! আপনি তো অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. পরম ক্ষমাশীল غَفُوْرٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৭৩, ১৮২, ২১৮, ২২৫, ২২৭, ২৩৫

١٧٣- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃতজীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা। কিন্তু যে নিরুপায়, অথবা নাফরমান ও সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٨٢- فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৮২. আর যে ভয় করে অসীয়তকারীর তরফ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায়ের, তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, এতে তার কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢١٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তারাই আশা করে আল্লাহ্‌র রহমত। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য ; কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

٢٢٥-لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার কসম করে, তারা অপেক্ষা করবে চার মাস। কিন্তু যদি তারা ফিরে আসে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢٦-لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৩৫. ...আর তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু আছে তোমাদের অন্তরে। অতএব ভয় কর তাঁকে। আরো জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

٢٣٥-.......... وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ج وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩১, ১২৯, ১৫৫

৩১. আপনি বলুন ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে অনুসরণ কর আমার ; আল্লাহ্ ভালাবাসবেন তোমাদের আর তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ। আলাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣١-قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২৯. আর আল্লাহ্রই, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। তিনি মাফ করে দেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٩-وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৫৫. নিশ্চয় যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল সেদিন, যখন দু'দল (মুসলিম ও মুশরিক) পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল শয়তান, তাদের কিছু কৃতকর্মের জন্য আর অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের মাফ করেছেন

١٥٥-اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ لا اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ج وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ط

إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩, ১০০, ১০৬, ১১০, ১৫২

٤٣- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى
أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ
أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ○

৪৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না নিশাগ্রস্ত অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার ; আর যদি তোমরা মুসাফির না হও, তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। কিন্তু যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে, অথবা স্ত্রীর সাথে সংগত হয়, আর পানি না পায়, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে মাসেহ্ করবে মুখমণ্ডল ও হাত। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

١٠٠- وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً ۚ
وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

১০০. আর যে কেউ হিজরত করবে আল্লাহ্র পথে, সে লাভ করবে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য ; আর যে কেউ বের হবে তার ঘর থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, এরপর তার মৃত্যু ঘটলে, অবশ্যই তার পুরস্কার বর্তাবে আল্লাহ্র উপর। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।

١٠٦- وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

১০৬. আর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহ্র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٠- وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ○

১১০. আর যদি কেউ কোন মন্দকাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্র কাছে; সে পাবে আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥٢- وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

১৫২. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং তাদের কারো

أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

মধ্যে কোন পার্থক্য করে না; তাদের তিনি অচিরেই দেবেন তাদের পুরস্কার। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩৯, ৯৮, ১০১

٣٩- فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৩৯. যদি কেউ তাওবা করে যুলুম করার পর, আর নিজেকে সংশোধন করে নেয়; তবে তো আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٨- اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৯৮. জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا
عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ
وَإِنْ تَسْأَلُوا
عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ۖ
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

১০১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রশ্ন করো না এমন সব বিষয়ে, যদি তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে তা তোমাদের কষ্ট দেবে। আর যদি তোমরা প্রশ্ন কর সে সব বিষয়ে, কুরআন নাযিলের কালে; তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সে সব বিষয়ে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতি সহনশীল।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪, ১৪৫, ১৬৫

٥٤- وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ
أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৫৪. আর যখন আসে আপনার কাছে যারা ঈমান এনেছে আমার আয়াতসমূহে, তখন আপনি বলুন ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক রহম করা তার জন্য কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তবে তোমাদের কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করলে, এরপর তাওবা করলে এবং সংশোধন করে নিলে, জেনে রাখ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪৫. আপনি বলুন ঃ আমি পাই না আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে ভক্ষণকারীদের জন্য এমন কিছু যা হারাম-মৃতজীব, বহমান রক্ত, শূকরের মাংস যা অপবিত্র; অথবা যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে শিরকের উপকরণে পরিণত হয়েছে তা ছাড়া। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে নিরুপায় হয়ে তা ভক্ষণ করলে, আপনার রব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٤٥- قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬৫. আর আল্লাহ্ তোমাদের দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তিনি উন্নীত করেছেন তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায়, তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে দ্রুত। আর তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٦٥- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৩

১৫৩. আর যারা মন্দকাজ করে, তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনে নিশ্চয় আপনার রব তো এরপরও পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥٣- وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সূরা আন্ফাল, ৮ ঃ ৬৯

৬৯. আর তোমরা যে গনীমত লাভ কর তা ভোগ কর উত্তম ও হালাল বলে এবং ভয় কর আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আলাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦٩- فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৭

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে নেই কেউ তা মোচনকারী তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে

١٠٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

চান-তা দান করেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ৩৬

٣٦- رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা বহু মানুষকে গুমরাহ করেছে। অতএব যে কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমার দলভুক্ত ; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে, আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হিজ্র, ১৫ ঃ ৪৯

٤٩- نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৪৯. আপনি জানিয়ে দেন আমার বান্দাদের যে, আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৮, ১১৯

١٨- وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্র পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٩- ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১৯. আর নিশ্চয় আপনার রব তাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে, তারপর তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়। অবশ্যই আপনার রব এরপরও পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা বনী ইসরাইল, ১৭ ঃ ২৫, ৪৪

٢٥- رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○

২৫. তোমাদের রব ভাল জানেন, যা আছে তোমাদের মনে তা। যদি তোমরা নেক্কার হও; তবে জেনে রাখ, তিনি তো তাঁর অভিমুখীদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল।

٤٤- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ

৪৪. তাস্বীহ্ পাঠ করে আল্লাহ্র, সাত আসমান ও যমীন এবং এদের মধ্যে যারা আছে সবাই। আর এমন

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ
وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ
إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাস্‌বীহ্ পাঠ না করে, কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না তাদের তাস্‌বীহ্ পাঠ। নিশ্চয় তিনি অতিশয় সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ৫৮

٥٨- وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ
لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا
لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۗ
بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا
مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ○

৫৮. আর আপনার রব ক্ষমাশীল, রহমতের মালিক। যদি তিনি তাদের পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি ত্বরান্বিত করতেন তাদের জন্য শাস্তি। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত সময়, যা থেকে তারা পালানোর কোন জায়গা পাবে না।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬২

٦٢- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى أَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ ۗ
إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ
أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ
فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬২. মু'মিন তো তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর যখন তারা রাসূলের সঙ্গে থাকে সমষ্টিগত ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতএব তারা আপনার অনুমতি চাইলে তাদের কোন কাজের জন্য, তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে চান যেতে অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬

٦- قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ
إِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৬. আপনি বলুন ঃ এ কুরআন তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি অবগত আছেন আসমান ও যমীনের সমুদয় রহস্য। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১৬

১৬. সে (মূসা) বললো ঃ হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের উপর; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٦- قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২

২. আল্লাহ্ জানেন-যা প্রবেশ করে যমীনে এবং যা বের হয় সেখান থেকে, আর যা নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যা উত্থিত হয় সেখানে। তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৮, ৩৪, ৩৫

২৮. আর মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মাঝে এভাবেই রয়েছে বিভিন্ন রংয়ের প্রাণী। নিশ্চয় আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

٢٨- وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ○

৩৪. আর জান্নাতীরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি বিদূরিত করেছেন আমাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা। নিশ্চয় আমাদের রব তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী—

٣٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ○

৩৫. যিনি আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে, যেখানে আমাদের স্পর্শ করে না কোন ক্লেশ; আর না আমাদের স্পর্শ করে কোন ক্লান্তি।

٣٥- الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ○

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩

৫৩. আপনি আমার এ কথা বলে দিন ঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্র রহম

٥٣- قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ

إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন সব গুনাহ্। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫, ২৩

٥- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৫. আসমান উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্তাগণ সপ্রশংস তাসবীহ্ করে তাদের রবের, আর তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা আছে যমীনে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٣- ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

২৩. আল্লাহ্ জান্নাতের সুসংবাদ দেন তাঁর সে বান্দাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আপনি বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান আত্মীয়ের সৌহার্দ ছাড়া। আর যে ভাল কাজ করে, আমি বৃদ্ধি করে দেই তাতে তার কল্যাণ। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৮

٨- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ كَفٰى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

৮. তবে কি তারা বলে, মুহাম্মদ এটা (কুরআন) নিজে বানিয়ে নিয়েছে। আপনি বলুন ঃ যদি আমি এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়ে থাকি, তবে তো তোমরা আমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। তিনি সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যার আলোচনায় তোমরা লিপ্ত। তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৪

١٤- قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا ۗ

১৪. মরুবাসী আরবরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন ঃ তোমরা ঈমান

قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আননি বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। কারণ এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে তিনি লাঘব করবেন না তোমাদের আমল সামান্য পরিমাণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮

٢٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি। তিনি তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন স্বীয় রহমতে এবং তিনি তোমাদের দেবেন এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে; আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১২

١٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে চুপেচুপে কথা বলতে চাইবে, তখন তোমারা চুপেচুপে কথা বলার পূর্বে কিছু সাদাকা প্রদান করবে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উপায়। আর যদি তোমরা এতে অসমর্থ হও, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৭, ১২

٧- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭. আশা করা যায়, আল্লাহ্ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের ও তাদের মাঝে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে। আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে নবী! যখন আপনার কাছে মু'মিন নারীরা এসে এ মর্মে আপনার কাছে বায়'আত করে যে, তারা শরীক করবে না আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রটনা করে বেড়াবে না এবং ভাল কাজে আপনাকে অমান্য করবে না, যখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৪

١٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। আর যদি তাদের তোমরা মার্জনা কর, দোষত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর; তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১, ২

١- تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১. মহামহিমান্বিত তিনি, যার হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তিনি সর্ববিষয়ে, সর্বশক্তিমান;

٢- الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মাউত ও হায়াত, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে কর্মে উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা মুয্‌যাম্‌মিল, ৭৩ ঃ ২০

٢٠- .... وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২০. ... ... আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১২, ১৩, ১৪

১২. নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও অতিশয় কঠোর।

১২- اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ○

১৩. তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পনুরাবৃত্তি করেন,

১৩- اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ○

১৪. আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় প্রেমময়।

১৪- وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ○

১৬. গুণগ্রাহী شاكر

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৫৮

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অথবা উমরা করলে এবং এ দু'য়ের মাঝে সাঈ করলে, তার জন্য কোন গুনাহ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে নেক-কাজ করলে আল্লাহ্ তো গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

১৫৮- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৭

১৪৭. যদি তোমরা শোকর কর এবং ঈমান আনো, তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্‌র কি কাজ? আর আল্লাহ্ হলেন, গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

১৪৭- مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩০, ৩৪

৩০. আল্লাহ্ তাদের দেবেন তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান এবং তিনি তাদের আরো বেশী দেবেন স্বীয় অনুগ্রহে। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩০- لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

৩৪. আর জান্নাতীরা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। যিনি বিদূরিত করেছেন আমাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট। নিশ্চয় আমাদের রব তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

৩৪- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۗ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৩

٢٣- ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ط وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তার সে সব বান্দাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আপনি বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়-আত্মীয়ের সৌহার্দ ছাড়া অন্য কিছু। আর যে উত্তম কাজ করে আমি বাড়িয়ে দেই তার জন্যে তাতে কল্যাণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৭

١٧- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্কে 'করযে-হাসানা' দাও তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের জন্য, আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল।

১৭. চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক — حَىٌّ الْقَيُّوْمُ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৫

٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط ....

২৫৫. আল্লাহ্ নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব সব কিছুর ধারক ও বাহক। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা, আর না নিদ্রা...........।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২

٢- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لا اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ○

২. আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ১১১

١١١- وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ ط وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ○

১১১. আর সকলেই নতমুখ হবে চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক আল্লাহ্র কাছে; আর অবশ্যই ব্যর্থ হবে সে যে বহন করবে যুলুমের ভার।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৮

٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন চিরঞ্জীব আল্লাহ্র উপর, যিনি মরবেন না এবং

সপ্রশংস তাস্‌বীহ্ পাঠ করুন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ্ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ
وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৫

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। অতএব তাঁকেই তোমরা ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব সারা-জাহানের।

٦٥- هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৮. মহাদাতা وَهَّابٌ

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮

৮. হে আমাদের রব! আপনি বক্র করে দেবেন না আমাদের অন্তরকে হিদায়েত দান করার পর, আর আপনার তরফ থেকে আমাদের দান করুন রহমত। আপনি তো মহাদাতা।

٨- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ৯, ৩৫

৯. আছে কি তাদের কাছে আপনার রবের রহমতের ভাণ্ডার? যিনি পরাক্রমশালী, মহাদাতা।

٩- اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ
رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ○

৩৫. সুলায়মান বললো ঃ হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে এবং দান করুন আমাকে এমন রাজ্য, যা আমার পরে আর কেউ লাভ করবে না। আপনি তো মহাদাতা।

٣٥- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا
لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

১৯. বন্ধু وَلِىٌّ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১০৭, ১২০, ২৫৭

১০৭. তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্‌রই সার্বভৌম কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনের? আর নেই তোমাদের জন্য আল্লাহ্

١٠٧- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

ছাড়া কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী।

١٢٠-وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১২০. আর ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করেন। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত। আর আপনি যদি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল খুশীর; আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আপনার থাকবে না কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী।

٢٥٧-اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫৭. আল্লাহ্ বন্ধু তাদের যারা ঈমান আনে। তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফরী করে তাদের বন্ধু তাগূত। ওরা তাদের বের করে আনে আলো থেকে আঁধারে। এরাই দোযখের বাসিন্দা, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৮

٦٨- اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইব্‌রাহীমের ঘনিষ্টতর তারাই, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে তারাও। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৫

٤٥- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

৪৫. আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তোমাদের শত্রুদের সম্বন্ধে। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট বন্ধু হিসেবে এবং আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবে।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৯, ২৮

٩- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى

৯. তারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে? অথচ আল্লাহ্, তিনিই বন্ধু এবং তিনি জীবিত

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

করেন মৃতকে আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٨- وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৮. আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে এবং তিনি বিস্তার করেন রহমত। আর তিনি বন্ধু প্রশংসিত।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ ঃ ১৯

١٩- اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

১৯. নিশ্চয় তারা কোন উপকারে আসবে না আপনার আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে, আর যালিমরা তো একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ্ বন্ধু মুত্তাকীদের।

২০. সাক্ষী شَهِيْدٌ

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৮

٩٨- قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৮. বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী, আর আল্লাহ্ সাক্ষী তোমরা যা কর তার।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৭

١٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহূদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী*, নাসারা ও অগ্নি উপাসক এবং যারা মুশরিক হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফায়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৭

٤٧- قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

৪৭. আপনি বলুন ঃ আমি যে বিনিময়ই তোমাদের কাছে চাই না কেন, তা তো তোমাদেরই জন্য। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র কাছে, আর তিনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

* যারা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। অথবা নক্ষত্র ও ফিরিশতা পূজারী।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৫৩

৫৩- سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۖ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

৫৩. অচিরেই আমি তাদের কাছে প্রকাশ করবো আমার নিদর্শনাবলী দিক্-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও; যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের কাছে যে এ কুরআন সত্য। এটা কি আপনার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী ?

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৬

٦- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۖ اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

৬. যে দিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একত্রে উঠাবেন, সে দিন তিনি্ তাদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা করেছিল, তা। আল্লাহ্ এর হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

২১. মহান عَلِيٌّ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৫

٢٥٥- ... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

২৫৫. ... ... আল্লাহ্‌র কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত। আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না এবং তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬২

٦٢- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

৬২. ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যা কিছুর উপাসনা করে, তাতো অসত্য। আর আল্লাহ্, তিনিই মহান, মহিমান্বিত।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩

٢٣- وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۖ حَتّٰىٓ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۚ

২৩. আর কোন উপকারে আসবে না সুপারিশ আল্লাহ্‌র কাছে, তবে তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া। পরে যখন দূরীভূত হবে তাদের অন্তর থেকে ভয়, তখন তারা বলবে ঃ তোমাদের রব কি

বললেন? তারা বলবে ঃ যা সত্যি তা-ই। আর তিনি মহান, মহিমান্বিত।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১২

১২. কাফিরদের বলা হবে, তোমাদের এ শাস্তি এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলা হতো, তখন তোমরা কুফ্‌রী করতে; আর যদি আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা হতো, তবে তাতে তোমরা ঈমান আনতে। বস্তুত সমস্ত কর্তৃত্ব মহান, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র।

١٢- ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪, ৫১

৪. আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আসমানে, যা কিছু আছে যমীনে, আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

٤- لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

৫১. আর মানুষ এমন নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, অথবা তিনি কোন রাসূল প্রেরণ করবেন, তারপর সে রাসূল তাঁর অনুমতিক্রমে, তিনি যা চান, তা-ই ব্যক্ত করবে। নিশ্চয় তিনি মহান, মহা-হিক্‌মতওয়ালা।

٥١- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ○

২২. মার্জনাকারী عَفُوٌّ

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৯, ১৪৯

৯৯. আল্লাহ্ অচিরেই তাদের মাফ করবেন। কারণ তিনি মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

٩٩- فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

১৪৯. যদি তোমরা কোন নেক কাজ প্রকাশ্যে কর, অথবা তা গোপনে কর, অথবা কোন দোষ মার্জনা কর; তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মার্জনাকারী, মহাশক্তিমান।

١٤٩- اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

Contents

সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬০

৬০. এরূপই। আর কেউ নিপীড়িত হয়ে তুল্য প্রতিশোধ নিলে, তারপর আবার অত্যাচারিত হলে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

٦٠- ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২

২. ... ... আর তারা তো বলে, অসঙ্গত ও অসত্য কথা-ই। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

٢- . . . . وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

২৩. কার্যনির্বাহক وَكِيْلٌ

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৩

১৭৩. লোকেরা তাদের বলেছিল : তোমাদের বিরুদ্ধে তো জমায়েত হচ্ছে কাফিররা, অতএব তোমরা তাদের ভয় কর। ফলে তা তাদের ঈমানকে মজবুত করলো, আর তারা বললো : আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহী।

١٧٣- اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○

সূরা নিসা, ৪ : ৮১, ১৩২

৮১. আর মুনাফিকরা বলে : আনুগত্য করি। কিন্তু যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন রাতে তাদের একদল যা বলে, তার বিপরীত পরামর্শ করে; আর আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রাখেন, যা তারা রাতে পরামর্শ করে; অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর। আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহী হিসাবে।

٨١- وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

১৩২. আল্লাহ্রই যা কিছু আছে আসমানেও যা কিছু আছে যমীনে এবং কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

١٣٢- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১০২

١٠٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

১০২. তিনিই তো আল্লাহ্; তোমাদের রব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, আর তিনি সর্ববিষয়ে কার্যনির্বাহী।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২

١٢- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى
اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ
اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ
مَعَهٗ مَلَكٌ ۚ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ۚ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

১২. তবে কি আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার কিছু ছেড়ে দেবেন, আর এতে আপনার মন সংকুচিত হবে এ জন্যে যে, তারা বলে ঃ কেন প্রেরিত হয় না তাঁর কাছে ধনভাণ্ডার। অথবা কেন আসে না তাঁর সাথে ফিরিশ্তা? আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে কার্যনির্বাহী।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ২, ৩ ,৪৮

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

২. আর আপনি অনুসরণ করেন তার যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٣- وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর এবং আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কার্য-নির্বাহীরূপে।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা অনুযায়ী চলবেন না এবং উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন। আর ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর; আল্লাহ্ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহীরূপে।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬২

٦٢- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫
وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সর্ববিষয়ে কার্যনির্বাহী।

২৪. সর্বব্যাপী – وَاسِعٌ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১১৫, ২৪৭, ২৬১, ২৬৮

١١٥- وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

১১৫. আর আল্লাহ্‌রই পূর্ব এবং পশ্চিম। অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহ্ আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٢٤٧- . . . وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭. .... আর আল্লাহ্ দান করেন তার রাজ্য যাকে চান এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٢٦١- مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি সদ্য বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্য-দানা। আর আল্লাহ্ বহুগুণ বাড়িয়ে দেন যাকে চান। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

٢٦٨- اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬৮. শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্রের এবং তোমাদের নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৩

٧٣- . . . . . قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ج يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৭৩. .... বলুন ঃ অনুগ্রহ তো আল্লাহ্‌রই হাতে; তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩০

١٣٠- وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

১৩০. আর যদি স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করবেন নিজ প্রাচুর্য দিয়ে। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, মহাহিক্‌মতওয়ালা।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫৪

٥٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার দীন থেকে

اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

মুরতাদ হয়ে গেলে; নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দুকের নিন্দার। এ হলো আল্লাহ্র আনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩২

٣٢- وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৩২. আর তোমরা বিবাহ করিয়ে দাও তোমাদের সে পুরুষদের যাদের স্ত্রী নেই অথবা সে নারীদের যাদের স্বামী নেই; আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা এর যোগ্য তাদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন, আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

২৫. হিসাব গ্রহণকারী – حَسِيْبٌ

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬, ৮৬

٦- .... فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

৬. .... আর যখন তোমরা সমর্পন করবে ইয়াতীমদের কাছে তাদের সম্পদ, তখন তোমরা তাদের সামনে সাক্ষী রাখবে। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী-রূপে।

٨٦- وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ○

৮৬. আর যখন তোমাদের সালাম করা হয়, তখন তোমরা তার চাইতে উত্তমভাবে সালামের জবাব দাও অথবা অনুরূপ-ভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৯

৩৯. তারা (নবীগণ), আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো, আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাউকে তারা ভয় করতো না। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারীরূপে।

٣٩- الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

২৬. শক্তিমান – مُقِيْتٌ

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৫

৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে, তাতে তার জন্য অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দকাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার জন্য হিস্‌সা থাকবে। আর আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

٨٥- مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

তাহ্‌মীদ—আলাহ্‌র প্রশংসা

সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ১, ২, ৩

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি রব সারা জাহানের,

২. যিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু,

৩. মালিক বিচার দিনের। (আরও দেখুন ৬ ঃ ৪৫; ৭ ঃ ৪৩; ১০ ঃ ১০; ১৪ ঃ ৩৯; ১৬ ঃ ৭৫; ২৩ ঃ ২৮; ২৭ ঃ ১৫, ৫৯, ৯৩; ২৯ ঃ ৬৩; ৩১ ঃ ২৫; ৩৫ ঃ ৩৫, ৩৭ ঃ ১৮২; ৩৯ ঃ ২৯; ৭৪, ৩৫; ৪০ ঃ ৬৫; ৪৫ ঃ ৩৬)

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

٢- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং বানিয়েছেন আঁধার ও আলো। এরপরও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১১১

১১১. আর বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আলাহ্‌রই যিনি গ্রহণ করেননি কোন সন্তান, আর তাঁর নেই কোন শরীক সর্বময় কর্তৃত্বে এবং তাঁর প্রয়োজন নেই কোন সাহায্যকারীর দুর্বলতার কারণে। আর তাঁর মাহাত্ম খুব বর্ণনা করুন।

١١١- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا○

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ১

১. সমস্ত প্রশংসা আলাহ্‌রই, যিনি নাযিল করেছেন তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন এবং তাতে তিনি রাখেননি কোন বক্রতা।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا○

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই দুনিয়া ও আখিরাতে এবং হুকুম তাঁরই ; আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (আরও দেখুন ৩০ ঃ ১৮; ৬৪ ঃ ১)

٧٠- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে; আর তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা আখিরাতেও। তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সৃজনকর্তা আসমান ও যমীনের ; যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশতাদের যারা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা, বিশিষ্ট, তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে, যা তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۖ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

তাসবীহ্—আল্লাহ্র পবিত্রতা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৩০, ৩২

৩০. আর স্মরণ করুন, যখন তোমার রব ফিরিশ্তাদের বললেন ঃ নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করব পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি। তারা বললো ঃ আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে, যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে সেখানে এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই ঘোষণা করি আপনার সপ্রশংস স্তুতি এবং বর্ণনা করি আপনার পবিত্রতা। তিনি বললেন ঃ আমি অবশ্যই সবিশেষ অবহিত তা, যা তোমরা জান না।

٣٠- وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۖ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৩২. তারা বলল ঃ আপনি পবিত্র, মহান। নেই কোন জ্ঞান আমাদের, তবে আপনি যা শিখিয়েছেন আমাদের তা ছাড়া। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٣٢- قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪১, ১৯১,

৪১. .... আর স্মরণ কর, তোমার রবকে বেশী বেশী এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর বিকেলে ও সকালে।

٤١- .... وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

১৯১. .... হে আমাদের রব! আপনি সৃষ্টি করেন নি এসব নিরর্থক। আমরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি আপনার। আপনি রক্ষা করুন আমাদের দোযখের আযাব থেকে।

١٩١- .... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০০

১০০. .... আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক উর্ধ্বে তা থেকে যা তারা বলে। (আরও দেখুন, ১০ ঃ ১৮ ; ১৬ ঃ ১)

١٠٠- .... سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৬

২০৬. নিশ্চয় যারা রয়েছে আপনার রবের সান্নিধ্য, তাঁরা অহংকার বশে তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়া যাবে না, বরং তারা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করে।

٢٠٦- اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ○

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩১

৩১. .... নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পবিত্র মহান তা থেকে যা তারা শরীক করে। (আরও দেখুন, ২৮ ঃ ৬৮; ৫৯ ঃ ২৩)

٣١- ...... لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০

১০. সেখানে তাদের দু'আ হবে ঃ হে আল্লাহ্! আপনি মহান, পবিত্র, আর তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং

١٠- دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

তাদের শেষ দু'আ হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব সারা জাহানের। (আরও দেখুন, ২৭ : ৮)

সূরা রা'দ, ১৩ : ১৩

١٣- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ . . . .

১৩. আর তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে বজ্রধ্বনি এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁর ভয়ে- . . .

সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ৯৮

٩٨- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

৯৮. সুতরাং আপনি সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের, এবং শামিল হন সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ১

١- اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১. আল্লাহ্‌র আদেশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমরা তা ত্বরান্বিত করতে চেও না। তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে যা তারা শরীক করে। (আরও দেখুন, ৩০ : ৪০)

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১, ৪৩, ৪৪,

١- سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি ভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্‌সায়, যার চারপাশকে আমি করেছি বরকময়, তাকে দেখানোর জন্য আমার নিদর্শনাবলী থেকে, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٤٣- سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

৪৩. তিনি পবিত্র, মহান এবং তারা যা বলে, তিনি তা থেকে অনেক অনেক উর্ধে।

٤٤- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

৪৪. তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সাত আসমান, যমীন এবং যা কিছু রয়েছে এদের মাঝে আর এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তোমরা

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

বুঝতে পার না তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকে। নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ১৩০

١٣٠- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ○

১৩০. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন তারা যা বলে সে বিষয়ে এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রিকালেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।*

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২০, ২২

٢٠- يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ○

২০. তারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র রাতে ও দিনে, তারা এতে শৈথিল্য করে না।

٢٢- لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ থাকতো, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং পবিত্র মহান আল্লাহ্, যিনি আরশের অধিপতি, তা থেকে যা তারা বলে। (আরও দেখুন, ৩৭ ঃ ২, ১৫৯, ১৮০)

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪১

٤١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

৪১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে যারা আছে আসমানে ও যমীনে এবং উড়ন্ত পাখিরাও? প্রত্যেকেই জানে তার দু'আ ও পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তা, যা তারা করে।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৮

٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর যিনি মরবেন না এবং

* এ আয়াতে ৫ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۭ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ○

তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ্ সম্পর্কে খুব অবহিত।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৭

١٧- فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○

১৭. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর বিকেলে ও সকালে।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ১৫

١٥- اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

১৫. কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, যাদের তা স্মরণ করিয়ে দিলে, তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকারে মুখ ফিরিয়ে থাকে না।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৪১, ৪২

٤١- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ○

৪১. ওহে যারা ঈমান এনেছ,! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী

٤٢- وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

৪২. এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকালে ও সন্ধ্যায়।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৬, ৮৩

٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় যমীন যা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের নিজেদের থেকে এবং যা তারা জানে না, তা থেকেও।

٨٣- فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে পূর্ণ কর্তৃত্ব সব কিছুর এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ১৮

١٨- اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ

১৮. আমি তো নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা যেন তাঁর সাথে

بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে বিকেলে ও সকালে।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৭, ৭৫

٦٧- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৭. আর তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান অনুধাবন করেনি আর সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় কিয়ামতের দিন এবং সমস্ত আসমান থাকবে তাঁর করায়ত্ত। তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

٧٥- وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৫. আর তুমি দেখতে পাবে ফিরিশ্‌তাদের আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংসা তাস্‌বীহ পাঠ করছে আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সহিত; এবং বলা হবে প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭

٧- اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ .....

৭. যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চার পাশে রয়েছে; তারা তাদের রবের সপ্রশংসা তাস্‌বীহ্ পাঠ করে .....

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৩৮

٣٨- فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ۝

৩৮. আর তারা অহংকার করলেও যারা আপনার রবের কাছে রয়েছে তারা তো দিন রাত তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করে এবং তারা এতে ক্লান্তিবোধ করে না।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫

٥- ..... وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ

৫. .... আর ফিরিশতারা তাদের রবের সপ্রশংস তাস্‌বীহ পাঠ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য, যারা রয়েছে পৃথিবীতে।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮২

৮২. আসমান ও যমীনের মালিক, আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র মহান তা থেকে যা তারা আরোপ করে।

٨٢- سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৯, ৪০

৩৯. সুতরাং আপনি সবর করুন তারা যা বলে তাতে এবং আপনার রবের সপ্রশংস তাস্‌বীহ্ পাঠ করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

٣٩- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ○

৪০. আর রাতের এক অংশেও তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন এবং সালাতের পরেও।

٤٠- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৮, ৪৯

৪৮. আর সবর করুন আপনার রবের হুকুমের অপেক্ষায়, আপনি তো রয়েছেন আমার চোখের সামনে আর আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাস্‌বীহ্ পাঠ করুন, যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করেন,

٤٨- وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○

৪৯. আর রাতের এক অংশেও তাঁর তাস্‌বীহ্ পাঠ করুন এবং নক্ষত্ররাজি ডুবে যাওয়ার পরেও।

٤٩- وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ○

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৭৪

৭৪. সুতরাং তুমি তাস্‌বীহ্ পাঠ কর তোমার মহান রবের নামে। (৬৯ ঃ ৫২)

٧٤- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১

১. তাস্‌বীহ্ করে আল্লাহ্‌র যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে। তিনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা। (আরও দেখুন, ৫৯ ঃ ১ ; ৬১ ঃ ১)

١- سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২৩

২৩. তিনি আল্লাহ্ তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি মালিক, পবিত্র, শান্তি,

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

নিরাপত্তা-দাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। তারা যা শরীক করে তা থেকে আলাহ্ পবিত্র মহান।

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ১

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

১. আলাহ্র তাস্‌বীহ্ করে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। তিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা। (৬৪ ঃ ১)

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১, ২

١- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ○

২- الَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى ○

১. আপনি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার সুমহান রবের নামে,

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুঠাম করেছেন।

সূরা নাস্‌র, ১১০ ঃ ৩

٣- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○

৩. অতএব আপনি সপ্রশংস তাস্‌বীহ্ করুন আপনার রবের এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি মহাতাওবা-কবুলকারী।

তাযকীর-আল্লাহর স্মরণ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৫২, ১৯৮, ২০০

١٥٢- فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ○

১৫২. অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণে রাখব। আর তোমরা আমার শোকর কর এবং আমার না-শোকরী করো না।

١٩٨- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ○

১৯৮. তোমাদের কোন গুনাহ হবে না তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করলে। যখন তোমরা ফিরবে আরাফাত থেকে তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে মাশ্'আরুল্‌া হারামের কাছে পৌঁছে এবং তাঁকে স্মরণ করবে সে ভাবে যে ভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে ছিলে পথভ্রষ্টদের শামিল।

২০০. তারপর যখন তোমরা সমাপ্ত করবে হজ্জের হুকুম-আহ্কাম তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহ্কে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করার মত ; অথবা তাঁর চাইতেও বেশী........।

٢٠٠-فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا،

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪১, ১৯০, ১৯১

৪১. .... আর আপনি স্মরণ করুন আপনার রবকে বেশীবেশী এবং তাঁর তাসবীহ্ করুন সন্ধ্যায় ও সকালে।

٤١- .... وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

١٩٠-إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○

১৯১. যারা স্মরণ করে আল্লাহ্কে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে, আর চিন্তা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টি সম্বন্ধে, বলে, হে আমাদের রব! আপনি সৃষ্টি করেননি এসব নিরর্থক। আমরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি আপনার, আপনি আমাদের রক্ষা করুন দোযখের আযাব থেকে।

١٩١-الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৩

১০৩. তারপর যখন তোমরা শেষ করবে সালাত, তখন স্মরণ করবে আল্লাহ্কে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে....।

١٠٣-فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ....

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৫

২০৫. আর স্মরণ করবে তোমার রবকে মনে মনে সবিনয় ও সভয়ে এবং অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায়। আর তুমি গফিলদের শামিল হবে না।

٢٠٥-وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ○

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪৫

৪৫. .... আর তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহ্কে বেশীবেশী, যাতে সফলকাম হও।

٤٥- .... وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৮

২৮. যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে। (আল্লাহ্ তাদের হিদায়েত দেন।) জেনে রাখ আল্লাহ্‌র স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।

٢٨- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ২৩, ২৪

২৩. আর আপনি কখনো বলবেন না কোন বিষয়, নিশ্চয় আমি করবো এটা আগামীকাল,

٢٣- وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ○

২৪. এ কথা না বলে ঃ 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন'। আর স্মরণ করবেন আপনার রবকে যখন ভুলে যাবেন। এবং বলবেন ঃ আশা করি আমার রব আমাকে নির্দেশ করবেন এর চাইতে নিকটতর পথ সত্যের দিকে।

٢٤- اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ○

সূরা তোহা, ২০ ঃ ১৪, ১২৪

১৪. আমিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্, আমি ছাড়া, অতএব আমারই ইবাদত কর এবং সালাত কায়েম কর আমার স্মরণার্থে।

١٤- اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ○

১২৪. আর যে বিমুখ হবে আমার স্মরণ থেকে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে উত্থিত করব কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়।

١٢٤- وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৬, ৩৭

৩৬. সে সব গৃহে, যা সমুন্নত করতে এবং যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে তাঁর তাস্‌বীহ্ করে সকাল ও সন্ধ্যায়,

٣٦- فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

৩৭. সে সব লোক, যাদের বিরত রাখে না ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আলাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও

٣٧- رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

স্মরণ থেকে, আর যারা এরূপ করবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ১৭

১৭- ...... وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○

১৭. .... যে কেউ বিমুখ হবে তার রবের স্মরণ থেকে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন আযাবে।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ৭৩ ঃ ৮

৮- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○

৮. আর আপনি স্মরণ করুন, আপনার রবের নাম এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই প্রতি নিমগ্ন থাকুন।

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২৫,

২৫- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

২৫. আর আপনি স্মরণ করুন আপনার রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায়।

আয়াতুল্লাহ্-আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১১৮, ১৬৪

١١٨- قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১১৮. আমি তো স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ দৃঢ়প্রত্যয়ীদের জন্য।

١٦٤- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬৪. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌযান-সমূহে-যা বিচরণ করে সমুদ্রে মানুষের যা উপকারে আসে তা নিয়ে, আর আল্লাহ্ যে পানি বর্ষণ করেন আসমান থেকে, যা দিয়ে তিনি জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পরে তাতে এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তথায় সব ধরনের জীবজন্তু, আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪, ১৯, ২১, ৯৮, ১১৮, ১৯০

٤- ...... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ ......

৪. .... নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব ......

١٩- .... وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

১৯. .... আর কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

٢١- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

২১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী, এবং হত্যা করে নবীদের অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে তাদের- যারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণতা মানুষের মাঝে, তাদের সুসংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।

٩٨- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝

৯৮. বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ? অথচ আল্লাহ্ তো সাক্ষী তার, যা তোমরা কর।

١١٨- .... قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

১১৮. .... আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী, যদি তোমরা বুঝতে।

١٩٠- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৫

٧٥- ..... انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

৭৫. .... লক্ষ্য করুন, কিরূপে আমি বর্ণনা করি তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ, তারপর আরো লক্ষ্য করুন, কোথায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলছে! (আরও দেখুন ৬৫, ১০৫, ১২৬)

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৬, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১৫৭, ১৫৮

٤٦- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ

৪৬. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্ কেড়ে নেন তোমাদের

وَاِيۡتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوۡنَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَالۡاَبۡصَارُ ۝

যাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন উল্টে যাবে অন্তর ও দৃষ্টি।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২২৭

٢٢٧- اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا وَّانۡتَصَرُوۡا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُوۡا ؕ وَسَيَعۡلَمُ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَىَّ مُنۡقَلَبٍ يَّنۡقَلِبُوۡنَ ۝

২২৭. তবে তারা ব্যতিত যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে এবং স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে বেশীবেশী এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করে অত্যাচারিত হওয়ার পর। আর অচিরেই জানবে যারা অত্যাচার করে, কোন গন্তব্যস্থলে তারা পৌঁছবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৫

٤٥- اُتۡلُ مَاۤ اُوۡحِىَ اِلَيۡكَ مِنَ الۡكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ ؕ وَلَذِكۡرُ اللّٰهِ اَكۡبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُوۡنَ ۝

৪৫. আপনি তিলাওয়াত করুন যা ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি কিতাব থেকে এবং কায়েম করুন সালাত। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে। আর অবশ্যই আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা কর।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ২১, ৩৫, ৪১, ৪২

٢١- لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِىۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا ۝

২১. অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যারা আশা রাখে আল্লাহ্ এবং আখিরাতের, আর স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে বেশীবেশী।

٣٥- . . . . وَالذّٰكِرِيۡنَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةً وَّاَجۡرًا عَظِيۡمًا ۝

৩৫. .... আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

٤١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اذۡكُرُوا اللّٰهَ ذِكۡرًا كَثِيۡرًا ۝

৪১. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌কে বেশীবেশী,

٤٢- وَّسَبِّحُوۡهُ بُكۡرَةً وَّاَصِيۡلًا ۝

৪২. এবং তাঁর তাসবীহ্ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২২, ২৩

২২. যার অন্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ্ ইসলামের জন্য এবং সে আছে তাঁর রবের নূরের উপর, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? আর আক্ষেপ সেই কঠোর হৃদয় লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

٢٢- اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসমঞ্জস এবং যা পুনঃপুনঃ পাঠ করা হয়। এতে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয় যারা তাদের রবকে ভয় করে, তারপর ঝুঁকে পড়ে তাদের দেহমন আল্লাহ্র স্মরণে; এটাই আল্লাহ্র হিদায়েত, তিনি পথ দেখান তা দিয়ে, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর যাকে বিপথগামী করেন আল্লাহ্, তার জন্য নেই কোন পথপ্রদর্শক।

٢٣- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬

৩৬. আর যে ব্যক্তি বিমুখ হয় দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, আমি নিয়োজিত করি তার জন্য এক শয়তান, ফলে সে তার সাথী হয়।

٣٦- وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ○

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ১০

১০. তারপর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে এবং অনুসন্ধান করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ আর স্মরণ করবে আল্লাহ্কে বেশীবেশী যাতে তোমরা সফলকাম হও।

١٠- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যেন উদাসীন না করে তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র

٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

স্মরণ থেকে, আর যারা এরূপ করবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ১৭

١٧- ...... وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○

১৭. .... যে কেউ বিমুখ হবে তার রবের স্মরণ থেকে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন আযাবে।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ৭৩ ঃ ৮

٨- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○

৮. আর আপনি স্মরণ করুন, আপনার রবের নাম এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই প্রতি নিমগ্ন থাকুন।

সূরা দাহ্র, ৭৬ ঃ ২৫,

٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

২৫. আর আপনি স্মরণ করুন আপনার রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায়।

আয়াতুল্লাহ্-আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১১৮, ১৬৪

١١٨- قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১১৮. আমি তো স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ দৃঢ়প্রত্যয়ীদের জন্য।

١٦٤- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬৪. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌযান-সমূহে-যা বিচরণ করে সমুদ্রে মানুষের যা উপকারে আসে তা নিয়ে, আর আল্লাহ্ যে পানি বর্ষণ করেন আসমান থেকে, যা দিয়ে তিনি জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পরে তাতে এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তথায় সব ধরনের জীবজন্তু, আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪, ১৯, ২১, ১১৮, ১৯০

٤- ...... اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ......

৪. .... নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনা-বলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব ......

١٩- .... وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯. .... আর কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনা-বলীকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

٢١- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী, এবং হত্যা করে নবীদের অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে তাদের-যারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণতা মানুষের মাঝে, তাদের সুসংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।

٩٨- قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৮. বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী? অথচ আল্লাহ্ তো সাক্ষী তার, যা তোমরা কর।

١١٨- .... قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১১৮. .... আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী, যদি তোমরা বুঝতে।

١٩٠- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ○

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৫

٧٥- ..... اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৭৫. .... লক্ষ্য করুন, কিরূপে আমি বর্ণনা করি তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ, তারপর আরো লক্ষ্য করুন, কোথায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলছে! (আরও দেখুন ৬৫, ১০৫, ১২৬)

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৬, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১৫৭, ১৫৮

٤٦- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ

৪৬. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্ কেড়ে নেন তোমাদের

وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○

শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, আর মোহর করে দেন তোমাদের অন্তর, তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ আছে যিনি তোমাদের এনে দেবেন এসব ? লক্ষ্য করুন, কিরূপে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি নিদর্শন-সমূহ; এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٩٥- اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ অংকুরিত করেন বীজ ও আঁটি, তিনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ ?

٩٦- فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৯৬. তিনিই উন্মেষ ঘটান ঊষার, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ সবই নির্ধারণ মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র,

٩٧- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্র, যাতে তোমরা পথ পাও তা দিয়ে স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

٩٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

৯৮. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি* হতে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন অবস্থান। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ, বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য,

٩٩- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ

৯৯. আর তিনিই বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, এরপর আমি বের করি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদের চারা, তারপর আমি উদ্গত করি তা থেকে সবুজ পাতা, পরে বের করি তা থেকে

* হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হতে।

حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

ঘন-সন্নিবিষ্ট শস্যদানা এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি, আর সৃষ্টি করি আংগুরের উদ্যান এবং যায়তুন ও ডালিম, যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসাদৃশও। তোমরা লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্ক হওয়ার প্রতি। নিশ্চয় এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

١٥٧- .... فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ ....

১৫৭. .... তার চাইতে অধিক যালিম আর কে, যে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? ....

١٥٨- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

১৫৮. তারা কি শুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে আসবে ফিরিশ্‌তা অথবা আসবেন আপনার রব, অথবা আসবে কোন নিদর্শন আপনার রবের? যে দিন আসবে কোন নিদর্শন আপনার রবের, সে দিন কোন কাজে আসবে না তার ঈমান, যে আগে ঈমান আনেনি, কিংবা অর্জন করেনি সে ঈমানের মাধ্যমে কোন কল্যাণ। বলুন ঃ প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৬, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৭৩, ১৩৩, ১৩৬, ১৪৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮২

٢٦- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

২৬. হে বনী আদম! আমি তো দান করেছি তোমাদের পোষাক, তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত্ত করার জন্য এবং বেশভূষার জন্য; আর তাক্ওয়ার পোষাক তা-ই উত্তম। এ সব আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (আরও দেখুন, ১৬ ঃ ১৩)

٣٢- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ

৩২. বলুন ঃ কে হারাম করেছে আল্লাহ্‌র সে সব শোভার বস্তু, যা তিনি তার বান্দাদের

الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط
قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط
كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং কে হারাম করেছে উত্তম পবিত্র জীবিকাসমূহ? বলুন ঃ সে সব মু'মিনদের জন্য পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনেও। এভাবেই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি নিদর্শনাবলী সে লোকদের জন্য, যারা জানে।

٣٥- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ لا فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে আসে রাসূল, যারা বিবৃত করবেন তোমাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী, তখন কেউ তাক্ওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।

٣٦- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৬. আর যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা থেকে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (আরও দেখুন, ১০ ঃ ১৭)

٤٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ
السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى
يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ○

৪০. নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা থেকে, উন্মুক্ত করা হবে না তাদের জন্য আসমানের দরজা, আর না তারা প্রবেশ করতে পারবে জান্নাতে, যতক্ষণ না প্রবেশ করবে উট সূঁচের ছিদ্র পথে। এভাবেই আমি প্রতিফল দেব অপরাধীদের।

٧٣- .... قَدْ جَآءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ
لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ
وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৭৩. .... তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে। এটা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ছেড়ে দাও একে, চরে খাক আল্লাহ্‌র যমীনে, স্পর্শ করো না একে ক্লেশ দিয়ে, এরূপ করলে তোমাদের পাকড়াও করবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

١٣٣- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ○

১৩৩. এরপর আমি পাঠাই তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ এবং রক্ত- এসব স্পষ্ট নিদর্শন। তবুও তারা অহংকারই করতে থাকলো, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

١٣٦- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○

১৩৬. আর আমি প্রতিশোধ নিলাম তাদের থেকে এবং তাদের ডুবিয়ে দিলাম সাগরে, কেননা তারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনাবলী। আর এ ব্যাপারে তারা ছিল গাফিল। (আরও দেখুন, ৭ ঃ ১৪৬)

١٤٧- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

১৪৭. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাৎ, তাদের কর্ম ব্যর্থ হবে। তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে তারই, যা তারা করতো।

١٧٥- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ○

১৭৫. আপনি তাদের পাঠ করে শোনান ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন, তারপর সে তা বর্জন করে, আর শয়তান তার পেছনে লাগে; ফলে সে হয়ে পড়ে বিপদগামীদের শামিল।

١٧٦- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

১৭৬. আর আমি চাইলে তা দিয়ে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে ঝুঁকে পড়ে দুনিয়ার প্রতি, আর অনুসরণ করে স্বীয় প্রবৃত্তির। তার দৃষ্টান্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়। যদি তুমি তাকে আক্রমণ কর সে হাঁপাতে থাকে, অথবা তাকে ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাতে থাকে। এ হলো দৃষ্টান্ত তাদের, যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী। আপনি বিবৃত করুন বৃত্তান্ত, আশা করা যায় তারা চিন্তা করবে।

١٧٧- سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ○

১৭৭. কত নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সে লোকদের, যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

১৮২. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ, আমি ক্রমেক্রমে তাদের এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারে না।

١٨٢- الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

সূরা আন্‌ফাল, ৮ ঃ ৫২, ৫৪

৫২. ফির'আউনের স্বজন এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় তারাও প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনা-বলী; ফলে তাদের পাকড়াও করেছেন আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।

٥٢- كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৫৪. ফির'আউনের স্বজন এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত তারাও তাদের প্রতি পালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফির'আউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী।

٥٤- كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১

১১. .... আর আমি বিশদভাবে বিবৃত করি নিদর্শনাবলী জ্ঞানী লোকদের জন্য।

١١- . . . . . . وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫, ৬, ২৪, ৬৭, ৯২, ৯৫

৫. তিনিই করেছেন সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়, আর নির্দিষ্ট করেছেন তার মনযিল; যাতে তোমরা জানতে পার বছর গণনা ও সময়ের হিসাব। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেননি এসব নিরর্থক। তিনি বিশদভাবে বিবৃত করেন নিদর্শনাবলী জ্ঞানী লোকদের জন্য।

٥- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন আসমানে ও

٦- اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

যমীনে তাতে, নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী লোকদের জন্য।

٢٤- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২৪. দুনিয়ার যিন্দেগীর দৃষ্টান্ত তো সে পানির মত যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, যা দিয়ে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয় ভূমিজ উদ্ভিদ, যা থেকে আহার করে মানুষ ও জীবজন্তু। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে এবং নয়নাভিরাম হয়, আর তার মালিকেরা মনে করে তারা এর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন তাতে এসে পড়ে আমার নির্দেশ রাতে অথবা দিনে এবং আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকাল তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি, নিদর্শনাবলী চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

٦٧- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৭. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিন দেখার জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।

٩٢- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ○

৯২. আজ আমি রক্ষা করব তোমার দেহকে* যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল।

٩٥- وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৯৫. আর কখনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী, যদি হও তবে তুমি হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২, ৩, ৪

٢- اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি ঊর্ধে স্থাপন করেছেন আসমানসমূহ কোন স্তম্ভ ব্যতিরেকে,

* ফির'আউনের দেহ, যা কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত।

تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ
لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাধীন করলেন সূর্য ও চন্দ্রকে; প্রত্যেকে আবর্তণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব কিছু, বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইয়াকীন কর।

٣-وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا
رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ
اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৩. তিনি এমন, যিনি বিস্তৃত করেছেন, যমীনকে এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী, আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি তথায় সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে, অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

٤-وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ
مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف
وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৪. আর পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড এবং তাতে রয়েছে আংগুরের বাগান, শস্য-ক্ষেত্র, খেজুরের গাছ একাধিক শিরবিশিষ্ট এবং এক শিরবিশিষ্ট, যা একই পানিতে সিঞ্চিত; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দেই এর কতককে কতকের উপর স্বাদে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য। (আরও দেখুন, ১৬ : ১২, ১৩)

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ : ৫

٥-وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ لا
وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ এ বলে : তুমি বের করে নিয়ে আস তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং উপদেশ দাও তাদের আল্লাহ্‌র দিনগুলো দিয়ে। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য।

সূরা নাহ্‌ল, ঃ ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৯

৬৫. আর আল্লাহ্ বর্ষণ করেন পানি, আর তা দিয়ে তিনি জীবিত করেন যমীনকে এর মৃত্যুর পর। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে। (আরও দেখুন- ২০ ঃ ৫৪ ; ৪০ ঃ ১৩)

٦٥- وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৬. আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে শিক্ষণীয় উপাদান। আমি তোমাদের পান করাই তার উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে বিশুদ্ধ দুধ, যা সুস্বাদু পান কারীদের জন্য।

٦٦- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

৬৭. আর খেজুর গাছের ফল এবং আংগুর থেকে তোমরা প্রস্তুত কর মাদক ও উত্তম খাদ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

٦٧- وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৬৮. আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে বললেন ঃ গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যা তৈরী করে তাতে;

٦٨- وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

৬৯. এরপর আহার কর পত্যেক প্রকার ফল থেকে এবং অনুসরণ কর তোমার রবের সহজ পথ। বের হয় তার পেট থেকে নানা বর্ণের পানীয়, যাতে রয়েছে আরোগ্য মানুষের জন্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

٦٩- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না পাখির প্রতি যা আসমানের শূণ্যগর্ভে নিয়ন্ত্রনাধীন ? কেউ তাদের ধরে রাখে না আল্লাহ্ ছাড়া। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান রাখে। (আরও দেখুন, ২৯ ঃ ২৪)

٧٩- اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১২

১২. আর আমি করেছি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন এবং নিষ্প্রভ করেছি রাতের নিদর্শনকে, আর আলোময় করেছি দিনের নিদর্শনকে; যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার অনুগ্রহ তোমাদের রবের এবং জানতে পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব। এবং সব কিছু আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

١٢- وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ
فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ
شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ১৭, ৫৭

১৭. আর তুমি দেখতে পেতে সূর্যকে, যখন তা উদিত হয়, সরে যায় তাদের গুহার ডান পাশ দিয়ে এবং যখন অস্ত যায় তখন অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে। আর তারা তো ছিল গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এসব আল্লাহ্‌র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে তো সৎপথপ্রাপ্ত হয় এবং যাকে তিনি গুমরাহ্ করেন, তুমি পাবে না কখনও তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শনকারী অভিভাবক।

١٧- وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ
تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ
تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ
فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ
مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝

৫৭. আর তার চাইতে অধিক যালিম কে যাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তার রবের নিদর্শনাবলী, তারপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভুলে যায় তার কৃতকর্মসমূহ ?..... (আরও দেখুন-১০৫, ১০৬)

٥٧- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ
مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ ....

সূরা তোহা, ২০ ঃ ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

১২৪. আর যে কেউ আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে উঠাব কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়।

١٢٤- وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ
فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝

১২৫. সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে উঠালেন অন্ধ অবস্থায় ? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।

١٢٥- قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ
اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝

১২৬. আল্লাহ্ বলবেন : এরূপই এসেছিল তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, আর এ ভাবেই আজ তুমিও বিস্মৃত হবে।

١٢٦- قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ○

১২৭. আর এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈমান রাখে না, তার রবের নিদর্শনাবলীতে। আখিরাতের আযাব তো কঠিনতর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

١٢٧- وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩০, ৩১, ৩২, ৩৭

৩০. লক্ষ্য করে না কি তারা, যারা কুফ্‌রী করেছে যে, আসমান ও যমীন তো ছিল পরস্পর মিলিত, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দেই এবং সৃষ্টি করি পানি থেকে প্রাণবান সব কিছু। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না ? (আরও দেখুন-২২ : ১৬, ৫১, ৫৭; ২৩ : ৩০, ৫৮; ২৪ : ৪৬, ৫৮, ৫৯, ৬১; ২৫ : ৩৬)

٣٠- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩১. আর আমি সৃষ্টি করেছি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে তা ওদের নিয়ে হেলে না পড়ে এবং আমি করে দিয়েছি সেখানে প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যের দিশা পায়।

٣١- وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৩২. আর আমি করেছি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٣٢- وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚۖ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○

৩৭. সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে ত্বরা প্রবণ করে। শীঘ্রই আমি দেখাব তোমাদের আমার নিদর্শনাবলী। অতএব তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না।

٣٧- خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ○

সূরা ফুর্‌কান, ২৫ : ৩৭ ;

৩৭. আর নূহের কাওম যখন অস্বীকার করলো রাসূলদের, তখন আমি ডুবিয়ে

٣٧- وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

Contents

أَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۖ
وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ
عَذَابًا اَلِيْمًا ○

দিলাম তাদের এবং করে দিলাম তাদের লোকদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। আর আমি তৈরী করে রেখেছি যালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (আরও দেখুন ২৬ ঃ ৮, ১৫, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০; ২৭ ঃ ৫২)

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮১, ৮২, ৮৩, ৯৩

٨١- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ
عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ
بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৮১. আর আপনি তো পথপ্রদর্শণকারী নন অন্ধদের তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি শুনাতে পারবেন না কাউকে তাদের ছাড়া, যারা ঈমান আনে আমার নিদর্শনাবলীতে। আর তারাই প্রকৃত মুসলিম।

٨٢- وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ
دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ○

৮২. আর যখন পূর্ণ হবে বাণী তাদের ব্যাপারে, তখন আমি বের করব তাদের জন্য একটি প্রাণী যমীন থেকে, যে কথা বলবে তাদের সাথে; কেননা মানুষ তো আমার নিদর্শনাবলীতে ইয়াকীন রাখতো না।

٨٣- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ
فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ
يُوْزَعُوْنَ ○

৮৩. স্মরণ কর , সে দিনের কথা, যে দিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।

٩٣- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ
اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۖ
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৩. আর বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, শিগ্‌গীরই তিনি দেখাবেন তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর আপনার রব গাফিল নন, সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

সূরা আন্‌কাবূত, ২৯ ঃ ২৩, ৩৪, ৩৫, ৪৪

٢٣- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ
اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ

২৩. আর যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাক্ষাৎকে, তারা নিরাশ হয় আমার রহমত থেকে, আর

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (আরও দেখুন, ৩০ ঃ ১০, ১৬)

٣٤- إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

৩৪. অবশ্যই আমি অবতীর্ণ করব এসব জনপদবাসীর উপর আযাব আসমান থেকে; কেননা, তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

٣٥- وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

৩৫. আর আমি এতে রেখে দিয়েছি স্পষ্ট নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

٤٤- خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

৪৪. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিনদের জন্য।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

٢٠- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ○

২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে; তারপর তোমরা হলে মানুষ, চলাফেরা করছো।

٢١- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া, যাতে তোমরা শান্তি পাও তাদের কাছে এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও অনুকম্পা। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

٢٢- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ○

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানীদের জন্য।

٢٣- وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ

২৩। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে এবং তোমাদের অন্বেষণ করা তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।

٢٤- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও আশার সঞ্চাররূপে এবং তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তিনি জীবিত করেন তা দিয়ে যমীনকে এর মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

٢٥- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ ۖ إِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য রয়েছে তাঁরই নির্দেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি। তারপর যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন তখন তোমরা যমীন থেকে বেরিয়ে আসবে।

٣٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৩৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য চান তার রিয্ক প্রশস্ত করেন এবং তা সীমিত করেন? নিশ্চিয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ঈমানদার লোকদের জন্য। (আরও দেখুন ৩৯ ঃ ৫২)

٤٦- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّ لِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৪৬. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদদাতা রূপে এবং তোমাদের আস্বাদন করাবার জন্য তাঁর রহমত; আর যাতে বিচরণ করে নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে, যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর শোকরগুযারী করতে পার।

٥٣- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৫৩. আর আপনি পথে আনতে পারবেন পারবেন না অন্ধদের তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি তো শোনাতে পারবেন কেবল তাদের, যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে, কেননা তারা তো আত্মসমর্পনকারী।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩১

৩১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নৌযানসমূহ চলাচল করে সমুদ্রে আল্লাহ্‌র নিয়ামত নিয়ে যাতে তিনি দেখান তোমাদের তাঁর কিছু নিদর্শন ঃ অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে সব লোকদের জন্য যারা পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ।

٣١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯, ৪২

৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের সামনে ও পেছনে, আসমানে ও যমীনে, যা রয়েছে তার প্রতি ? আমি ইচ্ছা করলে ধসিয়ে দেব তাদেরসহ যমীন অথবা নিপতিত করবো তাদের উপর আস-মানের কোন খণ্ড। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন প্রতিটি আল্লাহ্‌অভিমুখী বান্দার জন্য।

٩- اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ
اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ
اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২

৪২. আল্লাহ্‌ প্রাণ নিয়ে নেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি রেখে দেন তার প্রাণ, যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন এবং ফিরিয়ে দেন অন্যগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা করে।

٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا
وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৩৫, ৫৬, ৬৯, ৮১

৩৫. যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্পর্কে, তাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও, তাদের এ কাজ অতিশয় ঘৃণিত আল্লাহ্‌র কাছে ও মু'মিনদের কাছে। এভাবে মোহর করে দেন আল্লাহ্‌ প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তর।

٣٥- اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ
بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ
يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ○

٥٦- إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

৫৬. যারা নিজেদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যারা এই ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও, তিনি ত সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٦٩- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ○

৬৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না তাদের যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে ? কিভাবে তাদেরকে গুমরাহ্ করা হচ্ছে?

٨١- وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ○

৮১. আর তিনি দেখান তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী। সুতরাং আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করবে ?

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৩৭, ৩৯, ৫৩

٣٧- وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

৩৭. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সিজ্দা করবে না সূর্যকে, আর না চন্দ্রকে, বরং সিজ্দা করবে আল্লাহ্কে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এসব, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর!

٣٩- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ ....

৩৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তুমি দেখতে পাও যমীনকে শুকনো; তারপর আমি যখন বর্ষণ করি সেখানে পানি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।.........

٥٣- سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ ....

৫৩. অচিরেই আমি দেখাব তাদের আমার নিদর্শনাবলী দিকে দিকে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও; ফলে সুস্পষ্ট হবে তাদের কাছে যে, কুরআন-ই সত্য।.........

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৯, ৩২, ৩৩

٢٩- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ

২৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং যা

Contents

তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন এ দু'য়ের মাঝে জীবজন্তু থেকে তা। আর তিনি যখনই ইচ্ছা তাদের সমবেত করতে সক্ষম।

وَ هُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۝

৩২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ নৌযানসমূহ।

٣٢- وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে স্তব্ধ করে দিতে পারেন বায়ু, ফলে নিশ্চল হয়ে পড়বে নৌযানসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে সব লোকদের জন্য যারা পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ।

٣٣- اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

সূরা জাছিয়া, ৪৫ ঃ ১৩

১৩. আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, স্বীয় অনুগ্রহে। নিশ্চিয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা করে।

١٣- وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ২৭

২৭. আর আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ এবং আমি নানাভাবে বিবৃত করেছিলাম নিদর্শনাবলী যাতে তারা ফিরে আসে।

٢٧- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ ২০, ২১

২০. আর পৃথিবীতে রয়েছে অনেক নিদর্শন নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য

٢٠- وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

٢١- وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১৮

১৮. তিনি তো প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর রবের মহা-নিদর্শনসমূহ।

١٨- لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১, ২

১. নিকটবর্তী হয়েছে কিয়ামত এবং বিদীর্ণ হয়েছে চন্দ্র,

١-اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

২. আর যদি তারা দেখে কোন নিদর্শন, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এতো চিরাচরিত যাদু।

٢-وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৭

১৭. জেনে রাখ, আল্লাহ্ই জীবিত করেন যমীনকে এর মৃত্যুর পর। আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

١٧-اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

আলাউল্লাহ্-আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ

সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫, ৬

৫. আপনি আমাদের পরিচালিত করুন সরল সঠিক পথে,

٥- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

৬. তাদের পথে, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন।

٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪০, ৪৭, ২১১, ২৩১

৪০. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার নিয়ামত, যা আমি তোমাদের দান করেছি এবং পূরণ কর আমার সংগে কৃত অঙ্গীকার, আমিও পূরণ করব তোমাদের অঙ্গীকার; আর কেবল আমাকেই ভয় কর। (আরও দেখুন ১২২)

٤٠-يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার নিয়ামত, যা আমি তোমাদের দান করেছি, আর আমি তো তোমাদের মর্যাদাবান করেছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।

٤٧-يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

২১১. .... আর কেউ আল্লাহ্র নিয়ামত আসার পরে তা পরিবর্তন করলে, আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

٢١١- .... وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

٢٣١- .... وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

২৩১. .... আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত এবং যা তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্‌মত; যা দিয়ে তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আর ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তো সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৩, ১৬৪, ১৭১

١٠٣- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا
وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ إِخْوَانًا ۚ
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১০৩. আর তোমরা সবাই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর আল্লাহ্‌র রজ্জু এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তারপর তিনি ভালবাসা সঞ্চার করলেন তোমাদের অন্তরে, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর নিয়ামতে ভাই-ভাই। তোমরা তো ছিলে আগুনের কূপের কিনারে , আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষা করলেন তা থেকে। এভাবেই আল্লাহ্‌ বিশদভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা পথের দিশা পাও।

١٦٤- لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ
وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

১৬৪. আল্লাহ্‌ তো অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি, তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করে তাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে; যিনি তাদের তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদের পরিশুদ্ধ করেন, আর তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্‌মত, যদিও তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

١٧١- يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَضْلٍ ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ
أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য এবং আল্লাহ্‌ তো বিনষ্ট করেন না মু'মিনদের কর্মফল।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৯, ৭০

৬৯- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

৬৯. আর যে কেউ অনুসরণ করবে আল্লাহ্ ও রাসূলের তারা সংগী হবে তাঁদের, যাদের আল্লাহ্ নিয়ামত দান করেছেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারদের থেকে। আর কত উত্তম এ সংগীরা!

৭০- ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহ্র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সর্বজ্ঞ হিসাবে।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩, ৬,৭, ১১,, ২০

৩-. . . . اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۭ . . . . . .

৩. .... আজ আমি পূর্ণ করেছিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত, আর আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম।........

৬-. . . . . مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৬. .... আল্লাহ্ চান না তোমাদের কষ্ট দিতে, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং পরিপূর্ণ করতে তাঁর নিয়া'মত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

৭- وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ
اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

৭. আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত এবং তাঁর সে অঙ্গীকার যাতে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মানলাম। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা আছে অন্তরে।

১১- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ
اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত, যখন উদ্যত হয়েছিল এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হাত উঠাতে, তখন আল্লাহ্ বিরত রাখেন তাদের হাত তোমাদের থেকে। তোমরা ভয় কর

Contents

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা করে মু'মিনরা।

٢٠-وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২০. আর স্মরণ কর! বলেছিলো মূসা তাঁর কাওমকে ঃ হে আমার কাওম! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত যখন তিনি বানিয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে অনেক নবী এবং করেছিলেন তোমাদের বাদশাহ্, আর দিয়েছিলেন তোমাদের এমন কিছু যা দেওয়া হয়নি বিশ্বের আর কাউকে।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৯, ৭৪

٦٩-........ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৬৯. .... আর তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্র নিয়ামত, আশা করা যায় যে, তোমরা কামিয়াব হবে।

٧٤-........ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৭৪. .... আর তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্র নিয়ামতএবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

সূরা আন্ফাল, ৮ ঃ ৫৩

٥٣-ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

৫৩. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ পরিবর্তন করার নন কোন নিয়ামত যা তিনি দান করেন কোন কাওমকে যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের ব্যাপার। নিশ্চিয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬

٦-وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ

৬. আর এভাবেই মনোনীত করবেন আপনাকে আপনার রব এবং শিক্ষা দেবেন আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত আপনার উপর, ইয়া'কূবের পরিবার পরিজনের উপর, যে ভাবে তিনি তা পরিপূর্ণ করেছিলেন এর আগে আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর।

وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

নিশ্চিয় আপনার রব সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৬, ২৮, ৩৪

٦- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৬. স্মরণ কর, বলেছিলেন মূসা তাঁর কাওমকে ঃ তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ফির'আউনের লোকদের থেকে, তারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, হত্যা করতো তোমাদের পুত্রদের এবং জীবিত রাখতো তোমাদের কন্যাদের আর এতে ছিল এক মহাপরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ থেকে।

٢٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

২৮. আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদের প্রতি, যারা বদলে দেয় আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে কুফরীতে এবং নামিয়ে আনে তাদের কাওমকে ধ্বংসের দ্বারা প্রান্তে।

٣٤- وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

৩৪. আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যা কিছু তোমরা চেয়েছ তাঁর কাছে তা থেকে। আর যদি তোমরা গণণা কর আল্লাহ্‌র নিয়ামত তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতিশয় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (আরও দেখুন ১৬ ঃ ১৮)

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৫৩, ৭১, ৭২, ৮১, ৮৩, ১১৪

٥٣- وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۝

৫৩. আর তোমাদের কাছে যে নিয়ামত আছে, তা তো আল্লাহরই তরফ থেকে; এরপর যখন তোমাদের স্পর্শ করে দুঃখ-দৈন্য তখন তোমরা তাঁরই কাছে ফরিয়াদ কর।

٧١- وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ

৭১. আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কাউকে কারো উপর রিযিকে। তবে যাদের

عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, তারা ফিরিয়ে দেয় না নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু তাদের অধীনস্থদের যাতে তারা এ ব্যাপারে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করে ?

٧٢- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

৭২. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র-পৌত্রদের এবং রিয্ক দিয়েছেন তোমাদের উত্তম পবিত্র জিনিস থেকে। তবুও কি তারা ঈমান রাখবে বাতিলের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

٨١- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

৮১. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে এবং তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন পাহাড়ে, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদের রক্ষা করে তাপ থেকে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন বর্মের যা তোমাদের রক্ষা করে যুদ্ধে। এভাবে তিনি পরিপূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা অনুগত হও।

٨٣- يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮৩. তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত চিনে, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

١١٤- فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

১১৪. আর তোমরা আহার কর তা থেকে, যা আল্লাহ্ তোমাদের রিযিক দিয়েছেন হালাল ও উত্তম বস্তু এবং তোমরা শোকর আদায় কর আল্লাহ্‌র নিয়ামতের, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ : ৮৩

٨٣- وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ○

৮৩. আর যখন আমি নিয়ামত দান করি মানুষকে, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে দূরে সরে যায়; কিন্তু যখন তাকে স্পর্শ করে অনিষ্ট, তখন সে হয়ে পড়ে নিরাশ।

সূরা লুক্মান, ৩১ : ৩১

٣١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۗ
إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ○

৩১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নৌযান সমূহ চলাচল করে সমুদ্রে আল্লাহ্র নিয়ামত নিয়ে, যাতে তিনি দেখান তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু ? নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সকল ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ : ৯

٩- يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ
جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِيحًا وَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ○

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত, যখন চড়াও হয়েছিল তোমাদের উপর শত্রুবাহিনী, তখন আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের বিরুদ্ধে এক ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী, যা তোমরা দেখনি। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩

٣- يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۗ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ
يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ
لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ○

৩. হে মানুষ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত, আছে কি কোন স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া, যিনি তোমাদের রিযিক দেন আসমান ও যমীন থেকে ? নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সুতরাং কোথায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পরিচালিত হচ্ছো ?

সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৯

٤٩- فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۡ

৪৯. আর যখন স্পর্শ করে মানুষকে দুঃখ দৈন্য, তখন সে আমাকে ডাকে;

ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

তারপর আমি যখন তাকে আমার তরফ থেকে নিয়ামত দান করি, তখন সে বলে ঃ আমি তো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে। বস্তুত এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ১২, ১৩, ১৪

١٢- وَالَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ○

১২. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া সব কিছুর এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তোমরা আরোহণ কর।

١٣- لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ○

১৩. যেন তোমরা স্থির বসতে পার এর পিঠে, তারপর স্মরণ কর তোমাদের রবের নিয়ামত, যখন তোমরা স্থির হয়ে বসবে তার উপর এবং বলবে ঃ পবিত্র-মহান তিনি, যিনি বশীভূত করেছেন আমাদের জন্য এসব, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদের বশীভূত করতে।

١٤- وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

১৪. নিশ্চয় আমরা তো আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করবো।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ১৫

١٥-..... قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৫. .... সে বললো ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি আপনার সে নিয়ামতের, যে নিয়ামত আপনি দান করেছেন আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে। আর যেন আমি করতে পারি নেক-কাজ, যা আপনি পসন্দ করেন এবং দিন আমাকে নেক-সন্তান; আমি তাওবা করছি আপনার কাছে এবং আমি শামিল হচ্ছি মুসলিমদের মধ্যে।

সূরা ফাতহ্, ৪৮ ঃ ১, ২, ৩

١- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝

১. নিশ্চয় আমি দান করেছি আপনাকে স্পষ্ট বিজয়,

٢- لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

২. যেন মাফ করেন আপনাকে আল্লাহ্, আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত আপনার প্রতি, আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল-সঠিক পথে,

٣- وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝

৩. এবং সাহায্য করেন আল্লাহ্ আপনাকে বলিষ্ঠ সাহায্য।

সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৫

٥٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝

৫৫. তবে তুমি তোমার রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

সূরা রাহ্মান, ৫৫ ঃ ১৩

١٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

১৩. অতএব তোমরা (জ্বিন ও ইনসান) উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামতের অস্বীকার করবে ? (আরো দেখুন-১৬, ১৮, ২১, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৫,৭৭)

আল্লাহ্র রহমত ও ফযল-আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৬৪, ১০৫, ২১৮, ২৪৩, ২৫১

٦٤- ...... فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ۝

৬৪. .... আর যদি না থাকতো আল্লাহ্র অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি এবং তাঁর রহমত, তাহলে অবশ্যই হতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল। (আরও দেখুন ১৪ ঃ ৮৩, ১১৩; ২৪ ঃ ১০, ১৪, ২০, ২১)

١٠٥- ...... وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

১০৫. .... আর আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে নেন স্বীয় রহমতে যাকে চান এবং আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল। (আরও দেখুন, ১,৩ ঃ ৭৪, ১৭৪; ৮ ঃ ২৯; ১০ ঃ ৬০; ২৭ ঃ ২১, ২৯; ৬২ ঃ ৪; ২৭ ঃ ৭৩; ৬২ ঃ৪)

٢١٨-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে, তারাই প্রত্যাশা করে আল্লাহ্‌র রহমত। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর করে না।

٢٥١-......... وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৫১. .... আর যদি প্রতিহত না করতেন আল্লাহ্ মানুষের কতককে কতকদের দ্বারা, তা হলে ফাসাদে পূর্ণ হয়ে যেত যমীন। কিন্তু আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল সারা জাহানের প্রতি।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮, ১৫৭, ১৫৯

٨-رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৮. হে আমাদের রব! আপনি বক্র করবেন না আমাদের অন্তর, আমাদেরকে সরল সঠিক ফথ প্রদর্শনের পর। আর আমাদের দান করুন আপনার তরফ থেকে রহমত। আপনি তো মহা-দাতা।

١٥٧-وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

১৫৭. আর যদি তোমরা নিহত হও আল্লাহ্‌র পথে, অথবা মারা যাও, তবে আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং রহমত অবশ্যই শ্রেয় তার চাইতে, যা তারা জমা করে।

١٥٩-فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

১৫৯. আর আল্লাহ্‌র রহমতে আপনি কোমল হৃদয়ে হয়েছেন তাদের প্রতি, তবে যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর চিত্তের হতেন, তাহলে তারা দূরে সরে যেত আপনার চারপাশ থেকে। সুতরাং আপনি তাদের মাফ করে দিন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের সংগে পরামর্শ করুন কাজকর্মে। এরপর যখন আপনি সংকল্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহ্‌র উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ভরসা-কারীদের।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৯, ৭০, ১৭৫

৬৯. যে আনুগত্য করবে আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের, তারা হবে সঙ্গী সে সব নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের এবং নেক্‌কারদের, যাদের আল্লাহ্‌ নিয়ামত দান করেছেন; আর এঁরা কত উত্তম সঙ্গী!

٦٩- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সর্বজ্ঞ হিসেবে।

٧٠- ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

১৭৫. অতএব যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধরে, তিনি অবশ্যই দাখিল করবেন তাদের স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মাঝে, এবং পরিচালিত করবেন তাদের তাঁর দিকে সরল, সঠিক পথে।

١٧٥- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫৪

৫৪. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার দীন থেকে ফিরে গেলে, আল্লাহ্‌ এমন এক কাওমকে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। যারা কোমল হবে মু'মিনদের প্রতি, কঠোর হবে কাফিরদের প্রতি। তারা জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দুকের নিন্দার। এগুলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞ।

٥٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۡ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২

১২. বলুন ঃ আসমান ও যমীনে যা আছে তা কার ? বলে দিন, তা আল্লাহ্‌রই। তিনি নির্ধারণ করে নিয়েছেন নিজের উপর রহমত করা।...... (আরও দেখুন, ১৮ ঃ ৫৮)

١٢- قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ ......

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৬, ১৫১, ১৫৬

٥٦-........إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৬.···নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত নেক্‌কারদের নিকটবর্তী।

١٥١- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○

১৫১. মূসা বললেন ঃ হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার ভাইকে এবং দাখিল করুন আমাদের আপনার রহমতের মধ্যে। আর আপনি-ই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

١٥٦-.....قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ○

১৫৬. .... আল্লাহ্‌ বললেন ঃ আমার আযাব আমি দেই যাকে চাই, আর আমার রহমত তা তো সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা আমি নির্ধারিত করবো তাদের জন্য, যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান রাখে।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ২০, ২১, ২২

٢٠- الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّٰهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র কাছে; আর তারাই সফলকাম।

٢١- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

২১. তাদের সুসংবাদ দেন তাদের রব তাঁর তরফ থেকে রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের, যেখানে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত।

٢٢- خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○

২২. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৭, ৫৮

٥٧- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনদের জন্য রয়েছে তাতে হিদায়াত ও রহমত।

৫৮. বলুন ঃ এ কুরআন এসেছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁর রহমতে, অতএব, এ কারণে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা জমা করে, তার চাইতে এ শ্রেয়।

٥٨- قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۭ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৯, ৫৮, ৬৬, ৭৩, ৯৪

৯. আর যদি আমি আস্বাদন করাই মানুষকে আমার তরফ থেকে রহমত, তারপর তা প্রত্যাহার করি তার থেকে, তখন সে অবশ্যই হয়ে পড়ে হতাশা ও অকৃতজ্ঞ।

٩- وَلَىِٕنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ○

৫৮. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম হূদকে এবং তাদের যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে; আর আমি রক্ষা করলাম তাদের কঠিন আযাব থেকে।

٥٨- وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

৬৬. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম সালিহ্‌কে এবং তাদের যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে এবং রক্ষা করলাম সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো শক্তিমান, পরাক্রমাশালী।

٦٦- فَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِىِٕذٍ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

৭৩. ফিরিশতাগণ বললেন ঃ তুমি কি বিস্ময়বোধ করছো আল্লাহ্‌র ফয়সালার ব্যাপারে ? আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকত তোমাদের প্রতি, হে ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গ! নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

٧٣- قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

৯৪. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম শুআয়াবকে এবং তাদের, যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে।

٩٤- وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ○

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৩৮

৩৮. আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মিল্লাত। আমাদের কাজ নয় আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুতে শরীক করা। এ হলো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোক্‌র করে না।

٣٨- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৫৬

৫৬. ইব্‌রাহীম বললেন ঃ কে হতাশ হয় তার রবের রহমত থেকে, পথভ্রষ্টরা ছাড়া ?

٥٦- قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ১৪

১৪. আর তিনিই কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সমুদ্রকে, যাতে তোমরা খেতে পার তা থেকে মাছ এবং সংগ্রহ করতে পার তা থেকে অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা দেখতে পাও নৌযানসমূহ চলাচল করে তার বুক চিরে, আর যেন তোমরা সন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ, আর যাতে তোমরা শোক্‌র কর। (আরও দেখুন, ৩৫ ঃ ১২)

١٤- وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ৬৬

৬৬. তোমাদের রব তিনিই, যিনি পরিচালিত করেন তোমাদের জন্য নৌযানসমূহ সমুদ্রে, যাতে তোমরা সন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٦٦- رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫০

৫০. আর আমি তাদের দান করলাম আমার রহমত এবং সমুচ্চ করলাম তাদের জন্য সুনাম সুখ্যাতি।

٥٠- وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৯

১০৯. নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা বলতো ঃ হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদের মাফ করুন, আমাদের প্রতি রহম করুন। আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (আরও দেখুন-১১৮)

١٠٩- اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩২, ৩৩

৩২. আর তোমরা বিবাহ দাও তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং স্ত্রী নেই এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা যোগ্য তাদেরও। যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের ধনী করে দেবেন নিজ অনুগ্রহে, আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ।

٣٢- وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۭ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৩৩. আর তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যারা বিবাহের সামর্থ রাখে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদের সামর্থবান করে দেন নিজ অনুগ্রহে।......

٣٣- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ........

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৬

৮৬. আর আপনি তো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি নাযিল করা হবে কিতাব। এতো আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। অতএব আপনি কখনো সহায়ক হবেন না কাফিরদের।

٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৩, ৩৩, ৩৬, ৪৬, ৫০

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে এবং তোমাদের অন্বেষণ করা তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।

٢٣- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

৩৩. আর যখন স্পর্শ করে মানুষকে দুঃখ দৈন্য, তখন তারা ডাকে তাদের

٣٣- وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

রবকে—তাঁর প্রতি একাগ্র হয়ে, তারপর যখন তিনি তাদের আস্বাদন করান স্বীয় রহ্‌মত, তখন তাদের একদল, তাদের রবের সাথে শরীক করে।

٣٦- وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝

৩৬. আর আমি যখন আস্বাদন করাই মানুষকে রহমত, তখন তারা তাতে আনন্দিত হয় আর যখন আপতিত হয় তাদের উপর কোন দুর্বিপাক, যা তারা আগে করেছে তার ফলে, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

٤٦- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيٰحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৪৬. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদদাতারূপে এবং যাতে তিনি তোমাদের আস্বাদন করান তাঁর রহমত; আর যাতে বিচরণ করে নৌযানগুলি তাঁর নির্দেশে, আর যেন তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ এবং তোমরা শোক্‌র আদায় করো।

٥٠- فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৫০. লক্ষ্য কর আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শনাবলীর প্রতি, কি ভাবে তিনি জীবিত করেন যমীনকে এর মৃত্যুর পর, নিশ্চয় তিনিই জীবিত করেন মৃতকে। আর তিনিই সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৪৭

٤٧- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۝

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে মহাঅনুগ্রহ।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২, ২৯, ৩০

٢- مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২. আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য কোন রহমত অবারিত করলে কেউ তা ঠেকাতে পারে না, আর কোন কিছু তিনি বন্ধ করলে, তারপর তা খোলার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৯. নিশ্চয় যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র কিতাব, কায়েম করে সালাত এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে যে রিয্‌ক আমি দিয়েছি তা থেকে, তারা আশা করে এমন তিজারতের যা কখনো ক্ষয় হবে না।

٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ○

৩০. কারণ, আল্লাহ্ তাদের পুরোপুরি দেবেন তাদের কর্মের প্রতিদান এবং তাদের আরো অধিক দেবেন নিজ অনুগ্রহে। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

٣٠- لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪৩, ৪৪

৪৩. আমি ইচ্ছা করলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তারা কোন সহায্যকারী পাবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না,

٤٣- وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ○

৪৪. আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছু-কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে না দিলে।

٤٤- اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

সূরা ছোয়াদ, ৩৯ ঃ ৩৮, ৫৩

৩৮. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন ঃ যদি ইচ্ছা করেন আল্লাহ্ আমার কোন অনিষ্ট, পারবে কি তারা দূর করতে তার সে অনিষ্ট ? অথবা তিনি চান আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে, পারবে কি তারা রোধ করতে তাঁর সে রহমত ? বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তাঁরই উপর নির্ভর করে নির্ভরকারীগণ।

٣٨- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৫৩. বলুন ঃ হে আমার বান্দাগণ ঃ তোমরা যারা বাড়াবাড়ি করেছ নিজেদের উপর, তোমরা নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্‌র রহমত থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করে

٥٣- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ

إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

দেবেন সমস্ত গুনাহ। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭

٧- اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○

৭. যারা বহন করছে আরশ এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করছে তাদের রবের এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে, আর ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে, এবং বলে, হে আমাদের রব! আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন সবকিছু রহমতে ও জ্ঞানে। অতএব আপনি ক্ষমা করুন তাদের যারা তাওবা করে এবং অনুসরণ করে আপনার পথ, আর রক্ষা করুন তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৮, ২২, ২৬

٨- وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمُونَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ ○

৮. আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের সকলকে একই উম্মত করতে পারতেন; বস্তুত তিনি দাখিল করেন যাকে চান স্বীয় রহমতে। আর যালিমদের নেই কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।

٢٢- ...... وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِي رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

২২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাদের জন্য রয়েছে, যা তারা চাইবে তাদের রবের কাছে, এতো মহা অনুগ্রহ।

٢٦- وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَالْكٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ○

২৬. .... আর তিনি ডাকে সাড়া দেন তাদের যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে এবং তিনি বৃদ্ধি করে দেন তাদের প্রতি তাঁর রহমত; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৩১, ৩২

৩১. আর তারা বলে, কেন নাযিল করা হয়নি এ কুরআন কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর দুই জনপদ থেকে?

٣١- وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ○

৩২. তারা কি বন্টন করে আপনার রবের রহমত ? আমিই বন্টন করি তাদের মধ্যে জীবিকা দুনিয়ার জীবনে এবং একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি, যাতে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ আদায় করতে পারে। আর আপনার রবের অনুগ্রহ উত্তম তা থেকে, যা তারা জমা করে।

٣٢- اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩, ৪, ৫, ৬

৩, আমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

٣- اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○

৪. এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়;

٤- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ○

৫. আমার তরফ থেকে নির্দেশক্রমে। আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি—

٥- اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

৬. আপনার রবের তরফ থেকে রহমত স্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦- رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

সূরা জাছিয়া, ৪৫ ঃ ১২, ২০, ৩০

১২. আল্লাহ্-ই তো নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে, যাতে চলাচল করতে পারে তাতে নৌযান-সমূহ তাঁর আদেশে এবং যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ, আর তোমরা তাঁর শোক্‌র কর।

١٢- اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

২০. এ কুরআন অন্তরদৃষ্টি উন্মোচনকারী মানবজাতির জন্য, হিদায়েত ও রহমত সে লোকদের জন্য যারা ইয়াকীন রাখে।

٢٠- هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

٣٠- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

৩০ আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের দাখিল করবেন তাদের রব স্বীয় রহমতে। এটা তো সুস্পষ্ট সাফল্য।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৭, ৮

٧- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ○

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। যদি তিনি মেনে চলতেন তোমাদের বহু বিষয়, তাহলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের জন্য ঈমানকে এবং হৃদয়গ্রাহী করেছেন তা তোমাদের জন্য, আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, ফাসিকী ও গুনাহ। এরাই সৎপথপ্রাপ্ত।

٨- فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৮. এ হলো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১, ২৮. ২৯

٢١- سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের মাগফিরাতের জন্য এবং সে জান্নাতের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

٢٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ

২৮. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদের দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদের দান করবেন এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে; আর তিনি

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٩- لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২৯. ইহা এজন্য যে, আহ্‌লে কিতাবরা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরেও। আর সমস্ত অনুগ্রহ তো আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ১০

١٠- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১০. আর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং তালাশ করবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আর স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে বেশীবেশী, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ৩১

٣١- يُدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

৩১. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন, আর যালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

আল্লাহ্‌র কার্যাবলী

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২১, ২২, ৩৩, ৭৭, ১০৭, ১১৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৮৬, ২৭৬, ২৮৪, ২৮৬

২১. হে মানুষ! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার ;

٢١- يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

২২. যিনি বানিয়েছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ, আর বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, ফলে তা থেকে উৎপন্ন করেন নানা ধরনের ফলমূল তোমাদের রিয্‌ক হিসেবে।.........

٢٢- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ....

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? এরপর তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন, পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন, পরিশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৯. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু আছে যমীনে-সবই, এরপর তিনি মনোনিবেশ করলেন আসমানের প্রতি এবং তা বিন্যস্ত করলেন সাত আসমানে; আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٢٩- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

৩৩. .... তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, অবশ্যই আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে এবং আমি খুব জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ।

٣٣- .... قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

٧٧-اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৭৭. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

١٠٧-اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১০৭. তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তিনি, যার রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব আসমানের ও যমীনের ? আর আল্লাহ্ ছাড়া নেই তোমাদের কোন বন্ধু আর না সাহায্যকারী।

١١٧- ٠٠٠٠ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

১১৭. .... আর যখন আল্লাহ্ কোন কিছু করার ফয়সালা করেন, তিনি তার জন্য শুধু বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।

١٦٣-وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

১৬৩. তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্ ; নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

١٦٤-اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ مَّاۤءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۤبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬৪. নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে আর নৌযান-সমূহে, যা সমুদ্রে বিচরণ করে মানুষের কল্যাণকর বস্তু নিয়ে ; সেই পানিতে, যা আল্লাহ্ বর্ষণ করেন আসমান থেকে, যা দিয়ে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন এবং তথায় তিনি সর্বপ্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দেন; বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

١٨٦-وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

১৮৬. আর যখন আপনাকে প্রশ্ন করে আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে, বলুন ঃ আমি তো কাছেই, আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।

২৭৬. আলাহ্ নিশ্চিহ্ন করেন সুদ এবং বর্ধিত করেন দান। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে।

٢٧٦-يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

২৮৪. আল্লাহ্‌র-ই, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর যদি তোমরা প্রকাশ কর যা আছে তোমাদের মনে অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের থেকে নিবেন। তারপর তিনি ক্ষমা করবেন যাকে তিনি চান এবং শাস্তি দিবেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন....... ।

٢٨٤-لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ ....

২৮৬. আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না........ ।

٢٨٦-لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ ....

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫, ৬, ৮, ৯, ২৬, ২৭, ২৯, ৪৭, ৭৩, ৭৪

৫. নিশ্চয় আল্লাহ্, কোন কিছুই গোপন থাকে না তাঁর কাছে যমীনে, আর না আসমানে।

٥-اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ○

৬. তিনিই তোমাদের আকৃতি দান করেন মাতৃগর্ভে যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٦-هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৮. হে আমাদের রব! আপনি আমাদের অন্তরকে বক্রতা প্রবণ করবেন না, আমাদের হিদায়েত প্রদানের পরে আর আপনার তরফ থেকে আমাদের দান করুন রহমত। নিশ্চয় আপনি তো মহাদাতা।

٨-رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

৯. হে আমাদের রব! আপনি তো সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন এমন একদিনে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

٩-رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

২৬. বলুন ঃ হে আল্লাহ্, সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা বাদশাহী

٢٦-قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা বাদশাহী কেড়ে নেন ; আর যাকে ইচ্ছা আপনি ইয্যত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনারই হাতে সমস্ত কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٧- تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَا فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২৭. আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান ; আর আপনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রিয্ক দান করেন।

٢٩- قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط ....

২৯. বলুন ঃ যদি তোমরা গোপন কর যা আছে তোমাদের অন্তরে, অথবা তা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তো তা জানেন; আর তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে।......

٤٧- .... قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৭. .... তিনি বললেন ঃ এভাবেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। যখন তিনি কোন কিছু করতে স্থির করেন, তখন তিনি তার জন্য শুধু বলেন ঃ 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

٧٣- .... قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ج يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط ....

৭৩. .... বলুন, সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে তিনি তা দেন যাকে ইচ্ছা করেন।.......

٧٤- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط ....

৭৪. তিনি খাস করে নেন তাঁর রহমতে যাকে চান।........

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১, ৪৫, ৮৭

١- يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

১. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তার জোড়া ; আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের উভয় থেকে অনেক

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

নর ও নারী। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে যার নামে তোমরা পরস্পর হক্‌ দাবী করে থাক এবং সতর্ক থেকো অত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

٤٥- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۚ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

৪৫. আর আল্লাহ্‌ ভাল করে জানেন তোমাদের শত্রুদের ব্যাপারে, আল্লাহ্‌ যথেষ্ট বন্ধু হিসেবে এবং আল্লাহ্‌ যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবে।

٨٧- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

৮৭. আল্লাহ্‌, নেই কোন ইলাহ্‌ তিনি ছাড়া, অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কে অধিক সত্যবাদী কথায় আল্লাহ্‌র চাইতে?

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৪০.

٤٠- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ ....

৪০. তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌রই সর্বময় কর্তৃত্ব আসমানের ও যমীনের; তিনি শাস্তি দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং ক্ষমা করেন যাকে চান........।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১, ২, ৩, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۗ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এরপর ও যারা কুফরী করে তারা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

٢- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ۗ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাটি থেকে, তারপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন এক কাল এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে তাঁর কাছে এরপরও তোমরা সন্দেহ কর!

٣- وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ۗ

৩. তিনিই আল্লাহ্‌ আসমানে এবং যমীনে; তিনি জানেন তোমাদের গোপন এবং

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু, আর তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন কর।

৫৭- .... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ط يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ○

৫৭. .... সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি বিবৃত করেন সত্য এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৫৯- وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৫৯. আর তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, কেউ জানে না তা তিনি ছাড়া। তিনি জানেন, যা কিছু আছে স্থলে ও জলে। আর একটি পাতাও পড়ে না তাঁর অগোচরে, নেই কোন শস্যকণা মাটির আঁধারে, আর না কোন তাজা অথবা শুষ্ক বস্তু, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

৬০- وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى أَجَلٌ مُّسَمًّى ج ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৬০. আর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন রাতের বেলায় এবং তিনি জানেন যা তোমরা কর দিনের বেলায় ; তারপর তিনি তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন দিনের বেলায়, যাতে পূর্ণ হয় নির্ধারিত কাল। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে সম্বন্ধে যা তোমরা করতে।

৬১- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط حَتّٰىٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

৬১. তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এবং তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রক্ষক। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তার জান কবয্ করে আমার ফিরিশ্‌তারা। আর তারা কোন ত্রুটি করে না।

৯৫- إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্ অংকুরিত করেন বীজ ও আঁটি, তিনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত হতে; এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ?

৯৬- فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ج وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا

৯৬. তিনিই উন্মেষ ঘটান ঊষার, তিনি সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য

وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ সবই নির্ধারণ মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র।

٩٧- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্র, যাতে তোমরা পথ পাও তা দিয়ে স্থলের ও সমুদ্রে অন্ধকারে। নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

٩٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

৯৮. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি হতে এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘকালীনও স্বল্পকালীন অবস্থান রয়েছে, নিশ্চয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।

٩٩- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৯৯. আর তিনি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে পানি, এরপর আমি বের করি তা দিয়ে সব ধরণের উদ্ভিদের চারা, তারপর আমি উদ্‌গত করি তা থেকে সবুজ পাতা, পরে বের করি তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি আর সৃষ্টি করি আংগুরের উদ্যান এবং যায়তূন ও ডালিম, যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। তোমরা লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্ক হওয়ার প্রতি। নিশ্চয় এতে তো রয়েছে নিদর্শন মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

١٠١- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১০১. তিনি আদি স্রষ্টা আসমান ও যমীনের কিরূপে তাঁর সন্তান হবে, তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই? আর তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

١٠٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

১০২. এই তো আল্লাহ্ তোমাদের রব। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি স্রষ্টা সব

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

কিছুর, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর আর তিনি সর্ববিষয় কার্য-সম্পাদনকারী।

١٠٣- لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○

১০৩. দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কিন্তু তিনি পরিবেষ্টন করেন দৃষ্টি শক্তি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪, ৫৭

٥٤- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে; এরপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই আচ্ছাদিত করেন দিনকে রাতের দ্বারা যা অনুসরণ করে তাকে দ্রুতগতিকে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি-সবই তাঁর হুকুমের তাবেদার। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ্ সারা জাহানের রব।

٥٧- وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ
حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ
لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا
بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ
كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

৫৭. তিনিই প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদ-বাহীরূপে তাঁর রহমত স্বরূপ বৃষ্টির প্রাক্কালে। যখন তা বহন করে ভারী মেঘমালা, তখন তাকে চালনা করি মৃত ভূখণ্ডের দিকে, পরে তা থেকে বর্ষণ করি বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপাদন করি সব ধরনের ফল। এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করে বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪০

٤٠- وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ○

৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক, উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৭৮. ১১৬, ১২৯

٧٨- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ

৭৮. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ। আর

عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

আল্লাহ্ তো গায়েব সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١١٦- اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁরই কর্তৃত্ব আসমানে ও যমীনে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আর নেই তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।

١٢٩- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

১২৯. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহ্‌রই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তিনি রব মহান আরশের।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩, ৪, ৫, ৬, ২৫, ৫৬

٣- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে ; তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন সকল বিষয়। নেই কোন সুপারিশকারী তাঁর অনুমতি ছাড়া। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব ; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এরপরও তোমরা অনুধারণ করবে না ?

٤- اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

৪. তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন তোমাদের সকলের, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটান, যাতে তিনি ন্যায়বিচারের সাথে বিনিময় প্রদান করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি, তাদের কুফরীর জন্য।

٥- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ

৫. তিনিই সূর্যকে দীপ্তমান ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়, এবং তার জন্য নির্ধারিত করেছেন মঞ্জিল, যেন তোমরা জানতে

لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ্ একে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

٦- اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

৬. নিশ্চয়ই রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আসমান ও যমিনে যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

٢٥- وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২৫. আর আল্লাহ আহবান করেন শান্তির আবাসের দিকে এবং পরিচালিত করেন যাকে চান সরল পথে।

٥٦- هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ
وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৫৬. তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন, আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

সূরা, হূদ, ১১ ঃ ৬, ৭, ৫৬, ৬১

٦- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ
رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ
كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৬. যমীনে বিচরণকারী সব প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব আল্লাহ্রই, তিনি জানেন তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে ; সব কিছুই আছে স্পষ্ট কিতাবে।

٧- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ .....

৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলের দিক দিয়ে........।

٥٦- اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ
مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ
اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৫৬. আমি তো নির্ভর করি আল্লাহ্র উপর, যিনি রব আমারও রব তোমাদের। যত জীব-জন্তু আছে, সবই তাঁর আয়ত্বাধীন। নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে।

٦١- ...... هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ
ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ
اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ○

৬১. .... তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং বসবাস করিয়েছেন তোমাদের তাতে। সুতরাং তোমরা ক্ষমা চাও তাঁর কাছে এবং প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে। নিশ্চয় আমার রব কাছেই, আহবানে সাড়া দানকারী।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২, ৩, ৪, ৮, ৯, ১২

٢-اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

২. আল্লাহ্, তিনিই উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আসমান কোন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে আবর্তন করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয়, বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ যাতে তোমরা তোমাদের রবের সংগে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

٣-وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৩. তিনিই বিস্তৃত করেছেন যমীনকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা ও নদী-নালা এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করেছেন ; তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা করে।

٤-وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۗ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৪. আর যমীনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড এবং আংগুরের বাগান, শস্য-ক্ষেত্র এবং একাধিক মাথাবিশিষ্ট অথবা এক মাথাবিশিষ্ট খেজুর গাছ, যা একই পানি থেকে সিঞ্চিত; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তার কতকে কতকের উপর স্বাদে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা জ্ঞানসম্পন্ন।

٨-اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○

৮. আল্লাহ্ জানেন তা, যা নারী গর্ভে ধারণ করে এবং তা-যা জরায়ু সংকুচিত করে ও প্রসারিত করেন। আর প্রত্যেক বস্তুই তাঁর কাছে রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।

٩-عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○

৯. তিনি অবগত অদৃশ্য ও দৃশ্যের; তিনি মহা-মহিম, সর্বোচ্চ, মর্যাদাবান।

১২. তিনি তোমাদের দেখান বিজলী যা ভীতি ও আশার সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করে ঘন মেঘমালা।

١٢- هُوَالَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৩২, ৩৩

৩২. আল্লাহ্, তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তা দিয়ে উৎপন্ন করেন নানা ধরনের ফল-মূল তোমাদের জীবিকার জন্য, আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের উপকারের জন্য নৌযানসমূহ, যাতে তা বিচরণ করে সমুদ্রে তাঁর হুকুমে এবং তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে নদ-নদী।

٣٢-اَللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ○

৩৩. আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম নিয়মানুবর্তী, আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে রাত ও দিনকে।

٣٣- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ১৪, ১৫, ১৬, ৭০, ৭২, ৭৮, ৮০, ৮১,

১৪. আর তিনিই আল্লাহ্, যিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সমুদ্রকে যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পার এবং যাতে তোমরা তা থেকে আহরণ করতে পার মণিমুক্তা, যা তোমরা অলংকাররূপে পরিধান কর; আর তুমি দেখতে পাও নৌযানসমূহ তার বুক চিরে চলাচল করে, আর তা এজন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

١٤-وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী ও পথ-ঘাট; যাতে তোমরা পথের দিশা পাও।

١٥-وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৬. আর স্থাপন করেছেন পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের দিশা পায়।

١٦- وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৭০. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হয় অকর্মন্য বয়সে; ফলে তার অজানা হয়ে যায় জানা জিনিস। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٧٠- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৭২. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড় এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া থেকে পুত্র ও পৌত্রদের, আর তিনি রিয্ক দিয়েছেন তোমাদের উত্তম জিনিস থেকে.......।

٧٢- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ....

৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি দিয়েছেন তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা শোকর কর।

٧٨- وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৮০. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেন আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া থেকে তাবুর ব্যবস্থা করেন, যা তোমরা সহজে ব্যবহার করতে পার তোমাদের ভ্রমণ-কালে এবং তোমাদের অবস্থানকালে, আর এ সবের পশম, লোম ও কেশ থেকে তিনি ব্যবস্থা করেন কিছু কালের আসবাব-পত্র ও ব্যবহার্ উপকরণের।

٨٠- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৮১. আর আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, আর তোমাদের জন্য এমন পোষাকের ব্যবস্থা

٨١- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ

الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ○

করেন, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন বর্মের ব্যবস্থা করেন, যা তোমাদের রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধকালে। এভাবেই তিনি পরিপূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ৯৮

٩٨- إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো আল্লাহ্, যিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। তিনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন জ্ঞানে সব কিছু।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৩

٣٣- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ○

৩৩. তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬, ৭, ১৮, ৬২

٦- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৬. ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতকে, আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧- وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ○

৭. আর কিয়ামত তো সংঘটিত হবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর আল্লাহ্ অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন কবর-বাসীদের।

١٨- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ .....

১৮. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌কে সিজ্দা করে যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে যমীনে-সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, জীব-জন্তু এবং মানুষের মাঝে অনেকে; আর অনেকের প্রতি সাব্যস্ত হয়েছে আযাব। যাকে অপমানিত করেন আল্লাহ্, তার জন্য নেই কোন সম্মানদাতা।.....

٦٢- ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ

৬২. কারণ, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা তো অসত্য।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৬

১১৬. আল্লাহ্ মহিমান্বিত, তিনি প্রকৃত মালিক, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি অধিপতি মহান আরশের।

١١٦- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০, ৮৮

৭০. তিনি আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; সমস্ত প্রশংসা তাঁরই দুনিয়া ও আখিরাতে, হুকুম তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

٧٠- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ
لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫
وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮৮. আর তুমি ডেকো না আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল, তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুম তো তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

٨٨- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۖ
لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬২

৬২. আল্লাহ্ বর্ধিত করে দেন রিয্ক তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার জন্য এবং সীমিতও করে দেন তার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٦٢- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۖ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪০

৪০. আল্লাহ্, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিয্ক দিয়েছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু দেন, পরে তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমরা তাঁর সঙ্গে যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে কেউ এমন আছে কি, যে এর কোন কিছু করতে পারে? তিনি মহান, পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

٤٠- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۖ
هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ
مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۖ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

সূরা সাজ্দা, ৩২ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

৪. আল্লাহ্ তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু

٤- اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

ছয়দিনে ; তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। নেই তোমাদের তিনি ছাড়া কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

٥- يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

৫. তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয় আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত, তারপর তা উত্থাপিত হবে তাঁর কাছে একদিন যে দিনের পরিমাপ হবে হাযার বছরের সমান, তোমাদের হিসাব অনুযায়ী।

٦- ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৬. তিনিই পরিজ্ঞাতা অদৃশ্যের ও দৃশ্যের, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

٧- الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○

৭. যিনি সুন্দররূপে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সূচনা করেছেন মানুষ সৃষ্টি মাটি থেকে।

٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ○

৮. তারপর তিনি উৎপন্ন করেন তার বংশ তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।

٩- ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ ....

৯. এরপর তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং ফুঁকে দিয়েছেন তাতে তাঁর থেকে রূহ এবং দিয়েছেন তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ।........

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৬

٦- وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

৬. আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের জানা যে, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে তা সত্য এবং তা দেখায় পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথ।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ৪, ৫

٤- اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ তো এক।

٥- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○

৫. তিনি রব আসমান ও যমীনের এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর , আর তিনি রব উদয়স্থল সমূহের। (আরও দেখুন-৩৮ ঃ ৬৬)

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫, ৬

٥- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

৫. আলাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে এবং আচ্ছাদিত করেন দিন দিয়ে রাতকে। আর তিনি নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। সবাই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী; পরম ক্ষমাশীল।

٦- خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, তারপর তিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার স্ত্রীকে। তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুষ্পদ প্রাণী থেকে আট প্রকারের জোড়া। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের অন্ধকারের মাঝে। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। অতএব কোথায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছ!

সূরা শূরা ৪২ ঃ ২৮

٢٨- وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۖ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৮. আর তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি তাদের হতাশাগ্রস্ত হওয়ার পরে এবং তিনি বিস্তার করেন তাঁর রহমত। আর তিনিই বন্ধু প্রশংসার্হ।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৩

٣- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৩. তিনিই আদি, তিনি অন্ত; তিনি ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২২, ২৩,২৪

٢٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

٢٣- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, দোর্দন্ত প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত; তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

٢٤- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৪. তিনিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদাতা, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে। তিনি পরাক্রম-শালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

٦- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○

৬. আমি কি করিনি যমীনকে বিছানা ,

٧- وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ○

৭. ও পর্বতমালাকে পেরেক ?

٨- وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ○

৮. আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায়,

٩- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ○

৯. এবং করেছি তোমাদের নিদ্রাকে আরামের উপকরণ,

١٠- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ○

১০. আর রাতকে করেছি আবরণ,

١١- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ○

১১. এবং করেছি দিনকে জীবিকা অর্জনের সময়,

١٢- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ○

১২. আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর মজবুত সাত আসমান,

١٣- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ○

১৩. এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ।

١٤- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ○

১৪. আর আমি বর্ষণ করেছি পানিপূর্ণ মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি,

١٥- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ○

১৫. যেন তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি শস্যদানা ও উদ্ভিদ,

١٦- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ○

১৬. এবং পাতাঘন উদ্যান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালায়েকা-ফিরিশ্‌তা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৮৭, ৯৭, ৯৮, ১৬১, ১৭৭, ২৪৮, ২৮৫

৩০. আর স্মরণ কর ঃ বলেছিলেন তোমার রব ফিরিশ্‌তাদের নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করবো যমীনে একজন প্রতিনিধি। তারা বলেছিল ঃ আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে যে ফাসাদ করবে তথায় এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরা আপনার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।

٣٠-وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۭ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۗءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۭ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৩১. আর আল্লাহ্ শিখালেন আদমকে সব কিছু নাম। তারপর তিনি সে সব উপস্থাপন করলেন ফিরিশ্‌তাদের সামনে এবং বললেন ঃ আমাকে বলে দাও এ সবের নাম, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٣١-وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۗءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلٰۗئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِــُٔوْنِيْ بِاَسْمَاۗءِ هٰٓؤُلَاۗءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩২. ফিরিশ্‌তারা বললো ঃ মহান-পবিত্র আপনি, নেই কোন জ্ঞান আমাদের, যা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া। আপনি তো সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

٣٢-قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৩৩. আল্লাহ্ বললেন ঃ হে আদম! বলে দাও ফিরিশ্‌তাদের এ সবের নাম। যখন তিনি বলেছিলেন তাদেরকে এ সবের নাম, তখন তিনি (আল্লাহ্) বললেন ঃ

٣٣-قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْھُمْ بِاَسْمَاۗىِٕهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَھُمْ بِاَسْمَاۗىِٕهِمْ ۙ

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে এবং আমি জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

٣٤- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۤ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৪. আর যখন আমি বললাম, ফিরিশ্‌তাদের তোমরা সিজ্‌দা করো আদমকে, তখন তারা সিজ্‌দা করলো ইব্‌লীস ছাড়া। সে অমান্য করলো এবং অহংকার করলো। সতরাং সে হয়ে গেল কাফিরদের শামিল। (আরও দেখুন-৭ ঃ ১১; ১৭ ঃ ৬১; ১৮ ঃ ৫০; ২০ ঃ ১১৬)

٨٧- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۡ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۭ ....

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং তারপরে ক্রমান্বয়ে পাঠিয়েছি রাসূলদের, দিয়েছি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং তাঁকে শক্তিদান করেছি জিব্‌রাঈলকে দিয়ে...। (আরো দেখুন ৫ ঃ ১১০)

٩٧- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৯৭. বলুন ঃ যে কেউ জিব্‌রীলের শত্রু এ কারণে যে, সে পৌঁছে দিয়েছে আপনার অন্তরে কুরআন আল্লাহ্‌র নির্দেশে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য;

٩٨- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৯৮. যে কেউ শত্রু আল্লাহ্‌র, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিব্‌রীল ও মীকাঈলের, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ তো শত্রু কাফিরদের।

١٦١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১৬১. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং মারা যায় কাফির অবস্থায়, তাঁদের উপর লা'নত আল্লাহ্‌র, ফিরিশ্‌তাদের এবং সমস্ত মানুষের। (আরো দেখুন-৩ ঃ ৮৭)

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ

১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানো পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, তবে

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ
وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ্‌র প্রতি, আখিরাতের প্রতি, ফিরিশ্‌তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ্‌র মহব্বতে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন ও মুসাফিরদের জন্য, আর সাহায্য-প্রার্থীদের জন্য এবং দাস মুক্তিতে, আর সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা করে পূর্ণ করলে এবং ধৈর্য-ধারণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও যুদ্ধ বিগ্রহকালে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ
اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى
وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৪৮. আর তাদের বলেছিলেন, তাঁদের নবী ঃ নিশ্চয় তার কর্তৃত্বের নিদর্শন হলো এই যে, আসবে তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক যাতে থাকবে তোমাদের রবের তরফ থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূনের বংশধররা যা ছেড়ে গেছে তার অবশিষ্টাংশ; তা বহন করবে ফিরিশ্‌তারা। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٢٨٥- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৫. ঈমান এনেছেন রাসূল তার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার রবের তরফ থেকে তাতে এবং মু'মিনগণও। তারা সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি আর তারা বলে ঃ আমরা পার্থক্য করি না তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে। তারা আরো বলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মানলাম! হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৬, ১২৪, ১২৫,

১৮. সাক্ষ্য দেন আল্লাহ্ যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং ফিরিশ্তগণ ও এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

١٨-شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৩৯. ফিরিশ্তারা ডেকে বললেন যাকারিয়াকে, যখন তিনি কক্ষের মধ্যে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়ার, যে হবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থনকারী, নেতা, নারী সংসর্গমুক্ত এবং নবী পুণ্যবানদের মধ্যে।

٣٩-فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৪২. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্তারা ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাকে এবং পবিত্র করেছেন তোমাকে; আর তোমাকে মনোনীত করেছেন বিশ্বের নারীদের উপর।

٤٢-وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্তারা ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ দিচ্ছেন, তোমাকে তাঁর তরফ থেকে একটি কলেমার সুসংবাদ, যার নাম মাসীহ্ ঈসা ইবন মারইয়াম, সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্যতম;

٤٥- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪৬. আর সে কথা বলবে লোকদের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে এবং সে হবে নেক্কারদের একজন।

٤٦-وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১২৪. স্মরণ কর, আপনি বলেছিলেন মু'মিনদের ঃ এটা কি যথেষ্ট নয় তোমাদের জন্য যে, তোমাদের রব

١٢٤-اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ

بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ○

তোমাদের সাহায্য করবেন প্রেরিত তিন হাযার ফিরিশ্‌তা দিয়ে?

١٢٥- بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

১২৫. অবশ্যই, যদি তোমরা সবর কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বণ কর, তবে তারা অতর্কিতে তোমাদের আক্রমণ করলে, তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফিরিশ্‌তা দিয়ে।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৭, ১৩৬, ১৬৬, ১৭২

٩٧- اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

৯৭. নিশ্চয় ফিরিশ্‌তা যখন জান কবয করে তাদের. যারা যুলুম করে নিজেদের উপর, তখন তারা বলে ঃ কী অবস্থায় ছিলে তোমরা ? তারা বলে ঃ আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। ফিরিশ্‌তারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে ? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর কত মন্দ সে আবাস!

١٣٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○

১৩৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছে! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে এবং তিনি যে কিতাব এর পূর্বে নাযিল করেছেন তাতেও। আর যে কুফরী করবে আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাব-সমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের সাথে সে তো ভীষণভাবে গুমরাহ্‌ হবে।

١٦٦- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

১৬৬. আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তিনি তা নাযিল করেছেন জেনেশুনে এবং ফিরিশ্‌তারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

١٧٢- لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ

১৭২. কখনো হেয় জ্ঞান করে না আল-মাসীহ্‌ যে, সে হবে আল্লাহ্‌র বান্দা, আর না

عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তারাও; তবে কেউ হেয় জ্ঞান করলে, তাঁর ইবাদত করাকে এবং অহংকার করলে, আল্লাহ্ অবশ্যই একত্র করবেন, তাদের সাবইকে তাঁর কাছে।

সূরা আন‘আম ৬ ঃ ৮, ৯, ৫০, ৬১, ৯৩

٨- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৮. তারা বলে ঃ কেন পাঠানো হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা? আর যদি আমি পাঠাতাম কোন ফিরিশ্‌তা, তবে ত ফয়সালা হয়ে যেত সমস্ত ব্যাপারে, আর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতো না।

٩- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

৯. আর যদি আমি তাকে ফিরিশ্‌তা করতাম, তবে অবশ্যই আমি পাঠাতাম পুরুষরূপে, আর ফেলতাম তাদের বিভ্রমে, যেমন তারা বিভ্রমে রয়েছে।

٥٠- قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ○

৫০. বলুন ঃ আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার এবং আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত নই; আর আমি এ কথাও তোমাদের বলি না যে, আমি তো একজন ফিরিশ্‌তা। আমি তো কেবল অনুসরণ করি তারই যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। বলুন ঃ সমান হতে পারে কি অন্ধ ও চক্ষুষ্মান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?

٦١- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

৬১. আর তিনি পরাক্রমশালী স্বীয় বান্দাদের উপর এবং তিনিই প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য হিফাযতকারী; অবশেষে যখন তোমাদের কারো মওত এসে যায়, তখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তারা তার রূহ্ কবয করে, আর তারা কোন প্রকার ত্রুটি করে না।

٩٣- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

৯৩. তার চাইতে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে,

Contents

أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ۖ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ○

অথবা বলে ঃ আমার প্রতি ওহী করা হয়, যদিও কোন কিছুই তার প্রতি ওহী করা হয় না এবং যে বলে অবশ্যই আমি নাযিল করবো আল্লাহ্ যেরূপ নাযিল করেন সেরূপ? আর যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর থাকবে এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ তোমাদের প্রাণ বের কর, আজ তোমাদের অবমাননাকর আযাব দেওয়া হবে ; তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যে না-হক যথা বলতে তার জন্য এবং তোমরা তাঁর আয়াত সম্পর্কে যে অহংকার করতে তার জন্য।

সূরা আন্‌ফাল, ৮ ঃ ৯, ১২, ৫০

٩- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ○

৯. স্মরণ করুন, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তোমাদের রবের কাছে, আর তিনি তা কবুল করেছিলেন তোমাদের জন্য, বলেছিলেন ঃ অবশ্যই আমি সাহায্য করবো তোমাদের এক হাযার ফিরিশ্‌তা দিয়ে, যারা আসবে একের পর এক।

١٢- إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ
أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ○

১২. স্মরণ করুন, আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলেন, আমি তো আছি তোমাদের সাথে, অতএব তোমরা দৃঢ়পদ রাখ মু'মিনদের। অবশ্যই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো ; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের গর্দানে এবং আঘাত কর তাদের আঙ্গুলের গিরায় গিরায়।

٥٠- وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

৫০. আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন ফিরিশ্‌তারা কাফিরদের জান কবয করে, তখন তারা আঘাত করে তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে এবং বলে ঃ আস্বাদন কর দহনের আযাব!

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২১

২১. আর যখন আমি আস্বাদন করাই মানুষকে রহমত, দুঃখ-দৈন্য তাদের স্পর্শ করার পর, তখনই তারা বিদ্রূপ করে আমার নিদর্শনকে। বলুন ঃ আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তি দানে দ্রুততর। নিশ্চয় আমার ফিরিশ্‌তারা লিখে রাখে তা, যে বিদ্রূপ তারা করে।

٢١- وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِيٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৩, ২২, ২৩, ২৪

১৩. রা'দ-বজ্র ধ্বনি সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র এবং অন্যান্য ফিরিশ্‌তারাও সভয়ে। আর আল্লাহ্ বজ্রপাত করেন এবং আঘাত করেন তা দিয়ে যাকে চান। আর তারা তো বিতণ্ডা করে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে, তিনি মহা-শক্তিশালী।

١٣- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝

২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, এদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

٢٢- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

২৩. স্থায়ী জান্নাত, এতে প্রবেশ করবে তারা এবং তাদের নেক্‌ককার মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিরাও, আর ফিরিশ্‌তারা প্রবেশ করবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে-

٢٣- جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۝

২৪. এ বলে, শান্তি তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য, কত উত্তম এ পরিণাম!

٢٤- سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৬, ৭, ৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১. ৬২, ৬৩. ৬৪

٦- وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ○

৬. আর তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি নাযিল করা হয়েছে কুরআন! তুমি তো অবশ্যই এক উন্মাদ।

٧- لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৭. কেন তুমি ফিরিশ্‌তাদের নিয়ে আস না আমাদের কাছে যদি তুমি সত্যবাদী হও।

٨- مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ○

৮. আমি তো নাযিল করি না ফিরিশ্‌তাদের যথার্থ কারণ ছাড়া, আর তখন তারা অবকাশ পাবে না।

٢٨- وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

২৮. আর স্মরণ করুন, বলেছিলেন আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের ঃ আমি তো সৃষ্টি করতে যাচ্ছি মানুষ ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে,

٢٩- فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

২৯. তবে যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো,

٣٠- فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○

৩০. তারপর ফিরিশ্‌তারা সবাই একত্রে সিজ্‌দা করলো,

٣١- اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ط اَبٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○

৩১. কিন্তু করলো না, কেবল ইব্‌লীস, সে অস্বীকার করলো সিজ্‌দাকারীদের শামিল হতে।

٥١- وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ○

৫১. আর আপনি তাদের জানিয়ে দিন ইব্‌রাহীমের মেহমানদের কথা,

٥٢- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ○

৫২. যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো এবং বললো ঃ সালাম, তখন তিনি বললেন ঃ আমরা তো তোমাদের কারণে ভীত-শংকিত।

٥٣- قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

৫৩. তারা বললো ঃ ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, এক জ্ঞানী পুত্রের।

٥٤- قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰۤى اَنْ مَّسَّنِىَ

৫৪. তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমার বার্ধক্য সত্ত্বেও ?

তাহলে তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?

الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ○

৫৫. তারা বললো ঃ আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যথা বিষয়ের; অতএব আপিন হতাশ হবেন না।

٥٥- قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ○

৫৬. তিনি বললেন ঃ আর কে হতাশ হয় তার রবের রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া?

٥٦- قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ○

৫৭. তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কি কাজ হে ফিরিশতারা?

٥٧- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ

৫৮. ফিরিশ্তারা বললো ঃ আমরা তো প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কাওমের বিরুদ্ধে-

٥٨- قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে রক্ষা করবো-

٥٩- اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন।

٦٠- اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৬১. যখন আসলো লূতের পরিবারের কাছে ফিরিশ্তারা,

٦١- فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ○

৬২. তখন লূত বললেন ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক;

٦٢- قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ○

৬৩. ফিরিশ্তারা বললো ঃ বরং আমরা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি তা, যাতে তারা সন্দেহ করতো;

٦٣- قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

৬৪. আর আমরা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে যথাযথ সংবাদ এবং আমরা তো অবশ্যই সত্যবাদী।

٦٤- وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ২, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪৯, ১০২

২. আল্লাহ্ নাযিল করেন, ফিরিশ্তাদের তাঁর নির্দেশসহ ওহী দিয়ে, তাঁর

٢- يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ

বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা এ মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই; অতএব আমাকেই ভয় কর।

عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদের লজ্জিত করবেন এবং বলবেন ঃ কোথায় আমার সে সব শরীকরা, যাদের ব্যাপারে তোমরা ঝগড়া বিবাদ করতে ? যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য।

٢٧- ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

২৮. ফিরিশতারা যাদের জান কব্‌য করে তাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়। এরপর কাফিররা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা তো কোন খারাপ কাজ করতাম না। হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যা তোমরা করতে।

٢٨- الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৩১. স্থায়ী জান্নাত, তারা সেখানে প্রবেশ করবে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; তাদের জন্য সেখানে রয়েছে তারা যা চায় তা-ই। এভাবেই পুরস্কৃত করেন আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের।

٣١- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ط كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩২. যাদের জান কব্‌য করে ফিরিশ্‌তারা, তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশতারা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, যা তোমরা করতে তার কারণে।

٣٢- الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ لا يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ لا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৩৩. কাফিররা, কি কেবল এর প্রতীক্ষা করে যে, আসবে তাদের কাছে ফিরিশ্‌তারা অথবা আসবে আপনার রবের ফয়সালা ? এরূপই করতো তাদের পূর্ববর্তীরা। তাদের প্রতি কোন

٣٣- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ ط كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ

اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

যুলুম করেননি আল্লাহ্। কিন্তু তারাই যুলুম করতো নিজেদের প্রতি।

٤٩- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৪৯. আর আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে জীব-জন্তু থেকে, আর ফিরিশ্‌তারাও, তারা অহংকার করে না।

١٠٢- قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

১০২. বলুন ঃ নাযিল করেছে এ কুরআন জিব্‌রাঈল আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ৪০, ৯৫

٤٠- اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ط اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ○

৪০. তোমাদের রব কি বেছে নিয়েছেন তোমাদের পুত্র সন্তানের জন্য এবং তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন ফিরিশ্‌তাদের কন্যারূপে ? অবশ্যই তোমরা বলেছো ভয়ঙ্কর কথা!

٩٥- قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

৯৫. বলুন ঃ যদি ফিরিশ্‌তারা যমীনে নিশ্চিন্তে বিচরণ করতো, তবে আমি অবশ্যই পাঠাতাম তাদের প্রতি আসমান থেকে ফিরিশ্‌তা রাসূলরূপে।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩

١٠٣- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

১০৩. বিষাদ-ক্লিষ্ট করবে না তাদের মহা-ভীতি এবং ফিরিশ্‌তগণ তাদের অভ্যর্থনা করবে এ বলে ঃ এই তোমাদের সে দিন যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৫

٧٥- اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

৭৫. আল্লাহ্ মনোনীত করেন ফিরিশ্‌তাদের মধ্য হতে বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য থেকেও; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২৪

٢٤- فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ○

২৪. আর বললো ঃ তার কাওমের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল ঃ এতো তোমাদের মতই এক জন মানুষ, সে চায় তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্তাই পাঠাতেন। আমরা তো এ কথা শুনিনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কালেও।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭, ২১, ২২, ২৫, ২৬

٧- وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ○

৭. আর তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং চলাফেরা করে হাটে-বাজারে ? কেন নাযিল করা হল না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা, যে তার সংগে থাকতো সতর্ককারীরূপে?

٢١- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ○

২১. আর তারা বলে, যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না, কেন আমাদের কাছে নাযিল করা হলো না ফিরিশ্তা ? অথবা আমরা প্রত্যক্ষ করি না কেন আমাদের রবকে ? তারা তো অহংকার পোষণ করে তাদের অন্তরে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।

٢٢- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○

২২. সে দিন তারা প্রত্যক্ষ করবে ফিরিশ্তাদের, সেদিন কোন সুসংবাদ থাকবে না অপরাধীদের জন্য এবং তারা বলবে ঃ বাঁচাও, বাঁচাও।

٢٥- وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ○

২৫. আর সে দিন বিদীর্ণ হবে আসমান মেঘপুঞ্জসহ এবং নামিয়ে দেওয়া হবে বহু ফিরিশ্তা-

٢٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۨالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ○

২৬. সে দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্র। আর সেদিনটি হবে কাফিরদের জন্য কঠিন।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯২, ১৯৩, ১৯৪

١٩٢- وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৯২. আর কুরআন তো নাযিল হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

১৯৩. অবতরণ করেছে তা নিয়ে জিব্‌রাঈল–

١٩٣-نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ○

১৯৪. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ক-কারী হতে পারেন।

١٩٤-عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ○

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৪৩, ৫৬

৪৩. আল্লাহ্ যিনি রহমত করেন তোমাদের প্রতি এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাও দু'আ করে, তিনি তোমাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

٤٣-هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ○

৫৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নবীর প্রতি রহম করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারাও তার জন্য দু'আ করেন। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও দরূদ পাঠ কর তাঁর প্রতি এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।

٥٦-إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪০, ৪১

৪০. আর যে দিন একত্র করবেন তিনি তাদের সকলকে, এরপর বলবেন ফিরিশ্‌তাদের ঃ এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করতো ?

٤٠-وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ○

৪১. ফিরিশ্‌তারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান! আপনি আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা উপাসনা করতো জিনদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

٤١-قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি সৃষ্টিকর্তা আসমান ও যমীনের, যিনি করেন ফিরিশ্‌তাদের বার্তাবাহক যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে যা তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তি-মান।

١-اَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ১৪৯, ১৫০

١٤٩- فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ○

১৪৯. আর আপনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন ঃ আপনার রবের জন্যই কি কন্যা সন্তান এবং তাঁদের জন্য পুত্র সন্তান ?

١٥٠- أَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ إِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُونَ ○

১৫০. অথবা আমি কি সৃষ্টি করেছি, ফিরিশ্‌-তাদের নারীরূপ, আর তারা দেখছিল ?

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

٧١- إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○

৭১. স্মরণ করুন, বলেছিলেন আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের ঃ নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করবো মানুষ কাদা-মাটি থেকে,

٧٢- فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

৭২. পরে যখন আমি তার সৃষ্টি সম্পন্ন করবো এবং ফুঁকে দেব তাতে আমার থেকে রূহ্‌, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো।

٧٣- فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ○

৭৩. তখন সিজ্‌দা করলো ফিরিশ্‌তারা সকলেই একত্রে-

٧٤- إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۚ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

৭৪. ইব্‌লীস ব্যতীত, সে অহংকার করলো এবং কাফিরদের শামিল হলো।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

٧١- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৭১. আর হাঁকিয়ে নেওয়া হবে কাফিরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে। এমনকি যখন তারা উপস্থিত হবে জাহান্নামের কাছে তখন খুলে দেয়া হবে এর দরজা এবং তাদের বলবে জাহান্নামের রক্ষী ফিরিশ্‌তারা ঃ আসেননি কি তোমাদের কাছে, তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ, যারা তিলাওয়াত করতেন তোমাদের কাছে, তোমাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তোমাদের সতর্ক করতেন এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু অবধারিত হয়ে আছে, আযাবের সিদ্ধান্ত কাফিরদের জন্য।

٧٢- قِيلَ ادْخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

৭২. তাদের বলা হবে, তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। আর কত নিকৃষ্ট অহঙ্কারীদের আবাস!

٧٣- وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰىٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِينَ ○

৭৩. আর নিয়ে যাওয়া হবে দলেদলে জান্নাতের দিকে তাদের যারা ভয় করতো তাদের রবকে, এমন কি যখন তারা উপস্থিত হবে জান্নাতের কাছে যখন উন্মুক্ত থাকবে এর দরজাসমূহ এবং তাদের বলবে জান্নাতের প্রহরী ফিরিশ্‌তারা ঃ সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা সুখী হও এবং প্রবেশ কর এখানে চিরকাল থাকার জন্য।

٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ○

৭৪. আর তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সত্য প্রতিপন্ন করেছেন আমাদের জন্য তাঁর ওয়াদা এবং আমাদের মালিক করেছেন এ জান্নাতের! আমরা বসবাস করবো এ জান্নাতের যেখানে চাই সেখানে। উত্তম পুরস্কার নেক্‌ককারদের জন্য!

٧٥- وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

৭৫. আর আপনি দেখবেন ফিরিশ্‌তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর বিচার করা হবে বান্দাদের মাঝে যথাযথভাবে এবং বলা হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব সারা-জাহানের।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭, ৮, ৯

٧- اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ

৭. আর যে ফিরিশ্‌তারা বহন করেছে আরশ, এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তাদের রবের এবং ঈমান রাখে তাঁর প্রতি; আর ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এ বলে ঃ হে আমাদের রব! আপনি

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

পরিব্যাপ্ত করে আছেন সব কিছু রহ্মতে ও জ্ঞানে। অতএব আপনি ক্ষমা করুন তাদের যারা তাওবা করে এবং অনুসরণ করে আপনার পথ, আর রক্ষা করুন তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে,

٨- رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৮. হে আমাদের রব! আপনি দাখিল করুন তাদের স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন, এবং তাঁদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেক্কার তাদেরও। আপনি তো পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা,

٩- وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

আর আপনি রক্ষা করুন তাদের অমঙ্গল থেকে এবং যাতে আপনি রক্ষা করবেন অমঙ্গল থেকে সে দিন, তাকে তো আপনি রহম করবেন। আর এ তো মহাসাফল্য!

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, ৪১ ঃ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৮

٣٠- اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

৩০. নিশ্চয় যারা বলে ঃ আমাদের রব আল্লাহ্, তারপর তারা অবিচলিত থাকে, নাযিল হয় তাদের কাছে ফিরিশ্তা এবং বলে ঃ তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তা ও করো না, আর সুসংবাদ শোন সে জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।

٣١- نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○

৩১. আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেরও, তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা তোমাদের মন চাইবে তা-ই এবং তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে যা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে।

٣٢- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

৩২. এতো মেহ্মানদারী পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে।

৩৮. যদিও ওরা অহংকার করে, তবুও যে ফিরিশ্‌তারা আপনার রবের কাছে রয়েছে, তারা তো তাঁর তাসবীহ্‌ করে রাতে ও দিনে এবং তারা এতে ক্লান্তিবোধ করে না।

٣٨- فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫

৫. আকাশমণ্ডলী উপর থেকে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফিরিশ্‌তারা সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তাদের রবের এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে দুনিয়াবাসীদের জন্য। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

সূরা কাফ্‌, ৫০ ঃ ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩

১৭. স্মরণ রেখ, দু'জন লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্‌তা ডানে ও বামে বসে লিপিবদ্ধ করে;

١٧- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ○

১৮. মানুষ কোন কথাই বলে না, কিন্তু তার কাছে উপস্থিত থাকে তৎপর প্রহরী।

١٨- مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সাথে থাকবে চালক ও সাক্ষী দু'জন ফিরিশ্‌তা।

٢١- وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيدٌ ○

২২. তাকে বলা হবে; তুমি তো ছিলে এ দিন সম্পর্কে গাফিল, এখন আমি উন্মোচন করলাম তোমার সামনে থেকে পর্দা। ফলে তোমার দৃষ্টি হয়েছে আজ তীক্ষ্ণ।

٢٢- لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ○

২৩. আর বলবে তার সঙ্গী ফিরিশ্‌তা ঃ এই তো আমার কাছে আমলনামা প্রস্তুত।

٢٣- وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ○

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৫, ৬, ৭, ২৬

৫. রাসূলকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তা,

٥- عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ○

৬. যে সহজাত শক্তিসম্পন্ন। এরপর স্বীয় আকৃতিতে প্রকাশ পায়-

٦- ذُو مِرَّةٍ ۚ فَاسْتَوٰى ○

৭. এমতাবস্থায় যে, সে উর্ধদিগন্তে স্থিত ছিল।

٧-وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ○

২৬. আর অনেক ফিরিশ্‌তা রয়েছে আসমানে। তাদের কোন সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ অনুমতি দেন, যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে।

٢٦-وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ○

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ : ৪, ৬

৪. ... ... আর যদি তোমরা উভয় নবী পত্নী নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্-ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্‌রাঈল ও নেক্‌কার মু'মিনরাও; আর এছাড়া অন্যান্য ফিরিশ্‌তারাও তাঁর সাহায্যকারী।

٤-...... وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফিরিশ্‌তারা; যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা আদেশ করেন তাদের তা এবং তারা তা-ই করে যা করতে তারা আদিষ্ট।

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

সূরা হাক্‌কা, ৬৯ : ১৭

১৭. আর সেদিন ফিরিশ্‌তা থাকবে আসমানের কিনারায় এবং বহন করবে আপনার রবের আরশকে আটজন ফিরিশ্‌তা তাদের উর্ধে।

١٧- وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۭ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ○

সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৪

৪. উর্ধগামী হবে ফিরিশ্‌তারা ও রূহ্ আল্লাহ্‌র দিকে এমন এক দিনে যার পরিমাপ পঞ্চাশ হাযার বছর।

٤- تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ○

সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৩০, ৩১

৩০- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ○

৩০. দোযখের তত্ত্বাবধানের রয়েছে উনিশজন ফিরিশ্তা।

৩১- وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ○

৩১. আর আমি ফিরিশ্তাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী এবং তাদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষার জন্য, যাতে কিতাবীদের ইয়াকীন হয় এবং মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং সন্দেহ না করে কিতাবীরাও মু'মিনরা। ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা কাফির তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ কি চান এ ধরণের অভিনব উক্তি দিয়ে ? এভাবেই আল্লাহ্ গুমরাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়েত দেন যাকে চান, আর কেউ জানে না আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া। আর এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য উপদেশমাত্র।

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮

৩৮- يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۚ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

৩৮. সে দিন দাঁড়াবে রূহ্ ও ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে, কোন কথা বলবে না তারা, তবে সে ব্যতীত যাকে অনুমতি দেবেন দয়াময় আল্লাহ্ এবং সে যথার্থ বলবে।

সূরা তাক্বীর, ৮১ ঃ ১৯, ২০, ২১

১৯- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ○

১৯. নিশ্চয় এ কুরআন তো আল্লাহ্র কালাম এক সম্মানিত ফিরিশ্তা কর্তৃক আনীত,

২০- ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ○

২০. যে অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন,

২১- مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ ○

২১. সেথায় মান্য এবং বিশ্বাসভাজন।

সূরা ইন্ফিতার, ৮২ ঃ ১০, ১১, ১২

১০- وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ○

১০. আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য আছে হিফাযতকারী,

১১. সম্মানিত লেখক ফিরিশ্‌তাগণ,

١١- كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ○

১২. যারা জানে তোমরা যা কর।

١٢- يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ২১

২১. আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণ ইল্লিনে রক্ষিত আমলনামার জন্য সাক্ষ্য দেবেন।

٢١- يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

সূরা আ'লা, ৮৬ ঃ ৪

৪. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই রয়েছে হিফাযত-কারী ফিরিশ্‌তা।

٤- اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ○

সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২১, ২২, ২৩

২১. যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে।

٢١- كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ○

২২. এবং আপনার রব উপস্থিত হবেন, আর ফিরিশ্‌তারাও সারিবদ্ধভাবে,

٢٢- وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ○

২৩. আর সেদিন উপস্থিত করা হবে জাহান্নামকে, তখন উপলব্ধি করবে মানুষ, কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?

٢٣- وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ○

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১৮

১৮. অবশ্যই আমি ডাকবো জাহান্নামের ফিরিশ্‌তাদের।

١٨- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ○

সূরা কাদ্‌র, ৯৭ ঃ ৪,

৪. অবতরণ করে ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ্‌-জিব্‌রাঈল। সে রাতে তাদের রবের নির্দেশে প্রত্যেক বিষয় নিয়ে।

٤- تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ○

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিতাবুল্লাহ্-আল্লাহর কিতাব

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২, ২৩, ২৪, ৪১, ৪২, ৪৪, ৫৩, ৭৮, ৭৯, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ১০১, ১২১, ১২৯, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৫৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২১৩, ২৩১, ২৮৫

২. এই কিতাব, নেই কোন সন্দেহ এতে, ইহা হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য।

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

২৩. আর যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর আমি যা নাযিল করেছি আমার বান্দার উপর তাতে, তাহলে নিয়ে এসো কোন সূরা তার অনুরূপ। আর ডাক তোমাদের সাহায্যকারীদের আল্লাহ্ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٢٣- وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

২৪. আর যদি তোমরা তা না কর এবং তোমরা কখনই তা করতে পারবে না, তবে ভয় কর সে আগুনকে,যার জ্বালানী মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

٢٤- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

৪১. আর তোমরা ঈমান আনো তাতে, যা আমি নাযিল করেছি, যা প্রত্যয়ণ করে তোমাদের কাছে যা আছে তা, অতএব তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং বিক্রি করো না আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

٤١- وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ۝

৪২. আর তোমরা মিশ্রিত করো না সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে জেনেশুনে।

٤٢- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪৪. তোমরা কি আদেশ কর মানুষকে নেক কাজের জন্য, আর ভুলে যাও নিজেদের অথচ তোমরা তিলাওয়াত কর কিতাব। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

٤٤- اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৫৩. আর স্মরণ কর, আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মু'জিযা, যাতে তোমরা হিদায়েতপ্রাপ্ত হও।

٥٣- وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৭৮. আর তাদের মাঝে অনেক এমন নিরক্ষর লোক আছে, যারা অলীক প্রত্যাশা ছাড়া কিতাব সম্বন্ধে কিছুই জানে না, আর তারা তো কেবল অমূলক ধারণাই পোষণ করে।

٧٨- وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

৭৯. সুতরাং দুর্দশা তাদের জন্য, যারা নিজের হাতে কিতাব লেখে, তারপর তারা বলে ঃ এটা আল্লাহ্র তরফ থেকে, যাতে তারা এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের জন্য দুর্ভোগ, তাদের হাত যা রচনা করে, তার কারণে। আর দুর্ভোগ তাদের, তারা যা উপার্জন করে তার জন্য।

٧٩- فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۤ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

৮৫. .... তবে কি তোমরা ঈমান আনো কিতাবের কিছু অংশে এবং কুফ্রী করো কিছু অংশের সাথে ? অতএব তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে, তাদের শাস্তি তো এ দুনিয়ার যিন্দেগীতে অপমান এবং কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিন আযাবে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে।

٨٥- . . . اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৮৭. আর নিশ্চয় আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছিলাম তার পরে রাসূলদের......।

٨٧- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۡ . . . . . .

৮৯. আর যখন এলো তাদের কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে এমন কিতাব যা তাদের

٨٩- وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

কাছে যা আছে তার সমর্থক এবং তারা এর আগে সাহায্য প্রার্থনা করতো কাফিরদের বিরুদ্ধে এর মাধ্যমে ; তারপর যখন তাদের কাছে এলো সে কিতাব, যা তারা জানতো; তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব আল্লাহ্‌র লা'নত কাফিরদের প্রতি।

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ؗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

১০১. আর যখন এলেন তাদের কাছে রাসূল* আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, যিনি তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক ; তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করলো যেন তারা জানে না।

١٠١- وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই তাতে ঈমান রাখে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٢١- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১২৯. হে আমাদের রব! আর আপনি প্রেরণ করুন তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল, যিনি তিলাওয়াত করবেন তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, শিক্ষা দিবেন তাদের কিতাব ও হিক্‌মত এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৪৪.…আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা তো নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইহা তো সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন, তারা যা করে, সে সম্বন্ধে।

١٤٤- ... وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৫. আর আপনি যদি, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে সমস্ত দলীল উপস্থাপন করেন, তবুও তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিব্‌লার

١٤٥- وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ

* আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

Contents

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ○

এবং আপনিও অনুসরণ করার নন তাদের কিব্‌লার আর তারাও পরস্পর পরস্পরের কিব্‌লার অনুসারী নয়। আর আপনি যদি অনুসরণ করেন তাদের খেয়ালখুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরে তাহলে আপনি তো হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

١٤٦- الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

১৪৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে (আখেরী নবী মুহাম্মদ [সা.]-কে) জানে, যেমন তারা জানে নিজেদের সন্তানদের। তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে একদল সত্য গোপন করে জেনেশুনে।

١٥١- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

১৫১. আমি যেমন পাঠিয়েছি তোমাদের কাছে একজন রাসূল তোমাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ, আর পরিশুদ্ধ করেন তোমাদের এবং শিক্ষা দেন তোমাদের কিতাব ও হিক্‌মত; আর যা তোমরা জানতে না, তাও তোমাদের শিক্ষা দেন।

١٥٩- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ○

১৫৯. নিশ্চয় যারা গোপন রাখে, আমি যে সব নিদর্শন ও হিদায়েত নাযিল করেছি কিতাবে মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও, আল্লাহ্ তাদের লা'নত দেন এবং লা'নতকারীরাও তাদের লা'নত দেয়।

١٧٤- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন রাখে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন কিতাব থেকে এবং গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য তারা তো কেবল তাদের পেটে আগুনই ভরে এবং আল্লাহ্ তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

١٧٥- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

১৭৫. তারাই ক্রয় করে গুমরাহী হিদায়েতের বিনিময়ে এবং আযাব ক্ষমার বিনিময়ে ; তারা কতই না ধৈর্য্যশীল দোযখের শাস্তি সহ্য করতে!

١٧٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ○

১৭৬. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ তো নাযিল করেছেন কিতাব* সত্যসহ, কিন্তু যারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে সে কিতাবে, তারা তো রয়েছে ভয়ংকর মতবিরোধে।

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে, কিন্তু পুণ্য রয়েছে তার জন্য, যে ঈমান আনে আল্লাহ্ প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি, নবীদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে অর্থ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থনা-কারীদের এবং দাস-মুক্তিতে ; আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করে তা পূরণ করে, ধৈর্যধারণ করে অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

٢١٣- كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

২১৩. মানুষ ছিল এক উম্মাত। তারপর আল্লাহ্ নবীদের প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আর নাযিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ, মীমাংসা করার জন্য লোকদের মাঝে যে বিষয় তারা মতবিরোধ করতো তার। আর যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাতে মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ্ হিদায়েত দিয়েছেন তাদের যারা ঈমান এনেছে, তারা হক সম্পর্কে যে মতবিরোধ করতো তাতে,

* সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন।

لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

নিজ অনুগ্রহে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন যাকে চান সরল-সঠিক পথের।

٢٣١- ... وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

২৩১. .... আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত এবং যা তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্‌মত, যা দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেন। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং জেনে রাখ আল্লাহ্-ই সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।

٢٨٥- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৫. ঈমান এনেছেন রাসূল তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর প্রতি তাঁর রবের তরফ থেকে এবং মু'মিনগণও। তাঁরা সকলেই ঈমান এনেছেন আল্লাহ্‌তে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং (তারা বলে) আমরা কোন তারতম্য করি না তাঁর কোন রাসূলগণের মধ্যে। আর তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের রব! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩, ৪, ৭, ১৯, ২০, ২৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৯, ৮১, ৮৪, ১৬৪, ১৮৪

٣- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ○

৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব (পবিত্র কুরআন) সত্যসহ, সমর্থকরূপে এর পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার এবং তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইন্‌জীল।

٤- مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ

৪. এর পূর্বে, মানুষের হিদায়েতের জন্য। আর তিনি নাযিল করেছেন হক ও বাতিল পার্থক্যকারী ফুরকান*। নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র আয়াত, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর

* পবিত্র কুরআনে আরেকটি নাম।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

আযাব। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

٧- هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৭. আল্লাহ্ই নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, তা কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক, অস্পষ্ট। তবে যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা, তারা অনুসরণ করে যা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট তা, ফিত্না ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। আর কেউ জানে না এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া। তবে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান রাখি, সমস্তই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। আর কেউ-ই উপদেশ গ্রহণ করে না বোধশক্তি-সম্পনেরা ছাড়া।

١٩- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯. দীন তো আল্লাহ্র কাছে শুধু ইসলাম। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরে, নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষবশত মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে কেউ আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে কুফরী করবে, তবে আল্লাহ্ তো দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।

٢٠- فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

২০. তারপর যদি তারা আপনার সংগে তর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমি আত্মসমর্পণ করেছি আল্লাহ্র কাছে এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর বলুন ঃ তাদের, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং নিরক্ষরদেরও তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্র সম্যক দ্রষ্টা বান্দাদের সম্পর্কে।

২৩. আপনি কি দেখননি তাদের যাদের দেওয়া হয়েছিল কিতাবের কিছু অংশ ? তাদের আহবান করা হয়েছিল আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনের দিকে যাতে তা ফয়সালা করে দেয় তাদের মাঝে। এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং তারাই পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী।

٢٣- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا
مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৪৭. .... যখন আল্লাহ্ কোন কিছু করতে স্থির করেন, তখন তার জন্য কেবল বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।

٤٧- .... اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৮. আর তিনি শিক্ষা দেবেন ঈসাকে কিতাব, হিক্‌মত, তাওরাত ও ইন্‌জীল।

٤٨- وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○

৪৯. এবং বানাবেন তাকে রাসূল বনূ ইসরাঈলের জন্য।

٤٩- وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

৬৪. আপনি বলুন হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা এসো এমন এক কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন ঃ যেন আমরা ইবাদত না করি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো, যেন আমরা শরীক না করি তাঁর সংগে কোন কিছু এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো অবশ্যই মুসলিম।

٦٤- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ
سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৬৫. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হও ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জীল তো নাযিল করা হয়েছে তার পরে। তবে তোমরা কি বুঝ না ?

٦٥- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ
اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৬৯. আহলে কিতাবদের একদল চায়, যেন তারা তোমাদের গুমরাহ করতে পারে, আসলে তারা নিজেদের গুমরাহ করে, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

٦٩- وَدَّتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۭ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

٧٠- يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৭০. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান কর, অথচ তোমরাই সাক্ষ্য দিচ্ছ ?

٧١- يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৭১. হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা মিশ্রিত করছো হককে বাতিলের সাথে এবং গোপন করছ হক, অথচ তোমরা জান ?

٧٩- مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○

৭৯. কোন ব্যক্তির জন্য সংগত নয় যে আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হিক্‌মত ও নবুওয়াত দান করার পর সে লোকদের বলবে ঃ তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ; বরং সে বলবে ঃ তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্-ওয়ালা ; যেহেতু তোমরা শিক্ষা দাও কিতাব এবং তোমরা তা অধ্যয়ন কর।

٨١- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ....

৮১. আর স্মরণ কর, অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আল্লাহ্ নবীদের থেকে যে, কিতাব ও হিক্‌মত থেকে যা কিছু আমি তোমাদের দিব, তারপর আসবে তোমাদের কাছে একজন রাসূল সমর্থকরূপে তোমাদের কাছে যা আছে তার, তখন অবশ্যই তোমরা ঈমান আনবে তাঁর প্রতি এবং অবশ্যই সাহায্য করবে তাঁকে.....।

٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৮৪. বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাঁদের কারো মধ্যে এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পনকারী। (আরো দেখুন- ২ ঃ ১৩৬)

١٦٤-لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

১৬৪. আল্লাহ্ তো অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি যে, তিনি পাঠিয়েছেন তাদের মাঝে একজন রাসূল তাদের নিজেদের মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত। যদিও তারা ছিল এর পূর্বে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

١٨٤- فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

১৮৪. তারপর যদি তারা অস্বীকার করে (হে রাসূল!) আপনাকে। তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল আপনার আগের রাসূলদের, যারা এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৪. ১০৫, ১১৩, ১২৭, ১৩৬, ১৪০, ১৬২, ১৬৬, ১৭৪

٥٤-أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ إِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ○

৫৪. অথবা তারা কি ঈর্ষা করে লোকদের, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন, সে জন্য? আমি তো দিয়েছিলাম ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিক্মত এবং দিয়েছিলাম তাদের বিশাল সাম্রাজ্য।

١٠٥-إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ○

১০৫. নিশ্চয় আমি তো নাযিল করেছি কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ, যাতে আপনি ফয়সালা করেন লোকদের মাঝে আল্লাহ্ যা আপনাকে জানিয়েছেন, সে অনুযায়ী। আর আপনি হবেন না খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী।

١١٣-..... وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

১১৩. ... আর নাযিল করেছেন আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিক্মত এবং তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আপনাকে, যা আপনি জানতেন না তা। আর আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ।

١٢٧-وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

১২৭. আর লোকেরা বিধান জানতে চায় আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের বিধান

فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে এবং এ বিষয়েও যা পাঠ করা হচ্ছে তোমাদের প্রতি কিতাবে-ইয়াতীম নারীদের ব্যাপারে, যাদের তোমরা প্রদান কর না যা তাদের প্রাপ্য ছিল, অথচ তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর তাদের বিয়ে করতে এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারেও, তোমরা কায়েম থেকো ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচারে। আর তোমার যে সৎকাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

١٣٦- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○

১৩৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ়ভাবে ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি নাযিল করেছেন এর আগে। আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহ্কে, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামতকে; সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।

١٤٠- وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ○

১৪০. আর তিনি তো নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাবে যে, যখন শুনবে তোমরা আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং বিদ্রূপ করা হচ্ছে এর, তখন বসবে না তোমরা তাদের সাথে, যতক্ষণ না তারা লিপ্ত হয় অন্য কোন কথায়; অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ একত্র করবেন মুনাফিক ও কাফির সকলকে জাহান্নামে।

١٦٢- لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

১৬২. কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানে সুগভীর এবং মু'মিন, তারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ; আর যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত

وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

দেয় এবং ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে, তাদেরই আমি অবশ্যই দেব মহাপুরস্কার।

١٦٦- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

১৬৬. পরন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন, আপনার প্রতি তিনি যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে আর ফিরিশ্‌তারাও সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

١٧٤- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছে প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং আমি নাযিল করেছি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল জ্যোতি-আল-কুরআন।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৫, ১৬, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ১১০

١٥- .... قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○

১৫. তোমাদের কাছে তো এসেছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক নূর ও উজ্জ্বল কিতাব।

١٦- يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৬. আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন এর সাহায্যে শান্তির পথে তাদের যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে নিজ ইচ্ছায় এবং তাদের পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে।

٤٣- وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৩. আর তারা কিরূপে আপনাকে মীমাংসাকারী বানাবে, অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত, যাতে আছে আল্লাহ্‌র বিধান এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তারা তো মু'মিন নয়।

٤٤- اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ

৪৪. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছিলাম তাওরাত তাতে ছিল হিদায়েত ও নূর। ফায়সালা দিতেন তদনুযায়ী নবীগণ, যাঁরা ছিলেন

Contents

أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ○

অনুগত তাদের, যারা ছিল ইয়াহূদী এবং রাব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণও, কেননা তাদের মুহাফিয বানানো হয়েছিল আল্লাহ্র কিতাবের আর তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব তোমরা ভয় করো না মানুষকে বরং ভয় কর আমাকে, আর বিক্রি করো না আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে। যারা ফায়সালা দেয় না আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে তারাই কাফির।

٤٥- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

৪৫. আর আমি বিধান দিয়েছিলাম তাদের তাওরাতের যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। আর যে কেউ প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা। আর যারা ফয়সালা দেয় না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তারাই যালিম।

٤٦- وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

৪৬. আর আমি তাদের পরে পাঠিয়েছিলাম ঈসা ইবন মারইয়ামকে সমর্থকরূপে তার পূর্ববর্তী তাওরাতের এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম ইন্জীল, যাতে ছিল হিদায়েত ও নূর এবং সমর্থকরূপে তার পূর্ববর্তী তাওরাতে এবং হিদায়াত ও উপদেশরূপে মুত্তাকীদের জন্য।

٤٧- وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

৪৭. আর যেন ফয়সালা দেয় ইন্জীলের অনুসারীরা, আল্লাহ্ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী। আর যারা ফয়সালা দেয় না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী, তারা তো ফাসিক।

٤٨- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

৪৮. আর আমি নাযিল করেছি কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ, সমর্থকরূপে এর পূর্ববর্তী কিতাবের এবং তার সংরক্ষকরূপে; অতএব আপনি ফয়সালা

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ....

করবেন তাদের মাঝে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী এবং অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল খুশীর, আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে...... ।

١١٠- اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ م اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ج وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ج وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ....

১১০. স্মরণ কর, আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম! স্মরণ কর আমার নিয়ামত তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি যে, সাহায্য করেছিলাম আমি তোমাকে জিব্‌রাঈলকে দিয়ে তুমি কথা বলতে লোকদের সাথে দোলনায় থাকাবস্থায় এবং পরিণত বয়সে, আর আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিক্‌মত, তাওরাত ও ইন্‌জীল, আর তুমি আকৃতি তৈরি করতে কাদা-মাটি দিয়ে পাখী সদৃশ আমার অনুমতিক্রমে, তারপর তাতে ফুঁক দিতেন, ফলে তা হয়ে যেত পাখী আমার অনুমতিতে, আর তুমি আরোগ্য করতেন জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আমার অনুমতিক্রমে, আর মৃতকে জীবিত করে বের করে আনতেন আমার অনুমতিতে ....

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯, ৩৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ১১৪, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭

١٩- قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللّٰهُ قف شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ قف وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ط اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ط قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ج قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

১৯. বলুন ঃ কে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য প্রদানে ? বলুন ঃ আল্লাহ্ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মাঝে, আর এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আমার প্রতি, যেন আমি এ দিয়ে সতর্ক করি তোমাদের এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদের। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সংগে অন্য মাবূদ ও আছে ? বলুন ঃ আমি সে সাক্ষ্য দেই না। বলুন ঃ তিনি তো এক ইলাহ্ এবং আমি অবশ্যই মুক্ত, তোমরা যে শিরক কর তা থেকে।

٣٨- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○

৩৮. আর পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নেই, আর নিজের পাখায় ভর করে উড়ে এমন কোন পাখী নেই, যারা তোমাদের মত উম্মাত নয়। আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি কিতাবে, অবশেষে তাদের একত্রিত করা হবে তাদের রবের কাছে।

٨٩- أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَٰهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَٰفِرِينَ ○

৮৯. আমি দিয়েছিলাম পূর্ববর্তী নবীদের কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত; তবে যদি এখন এ কাফিররা তা অস্বীকার করে তাহলে আমি তা এমন এক কাওমের প্রতি সোপর্দ করবো, যারা তা অস্বীকার করবে না।

٩١- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَٰبَ الَّذِي جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوٓا أَنْتُمْ وَلَآ آبَآؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ○

৯১. আর তারা যথার্থ মূল্যায়ণ করে না আল্লাহ্‌র মর্যাদা, যখন তারা বলে ঃ আল্লাহ্ তো নাযিল করেননি মানুষের কাছে কিছুই। বলুন ঃ কে নাযিল করেছেন সে কিতাব যা নিয়ে এসেছেন মূসা, যাতে রয়েছে নূর ও হিদায়াত মানুষের জন্য, আর যা তোমরা লিখে রাখতে বিভিন্ন পৃষ্ঠায়, যার কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যার অধিকাংশ তোমরা গোপন রাখ; আর তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যা তোমরা জানতে না, আর না তোমাদের পিতৃপুরুষরাও ? বলুন ঃ আল্লাহ্-ই নাযিল করেছেন। আর তাদের ছেড়ে দিন তাদের খেলাধুলায় মগ্ন থাকতে।

٩٢- وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنْزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○

৯২. আর এ মুবারক কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি এর পূর্ববর্তী কিতাবের সামর্থকরূপে এবং যেন আপনি তা দিয়ে সতর্ক করেন মক্কা ও এর চারপাশের লোকদের। আর যারা ঈমান রাখে আখিরাতের প্রতি, তারা ঈমান রাখে এতেও এবং তারা তাদের সালাতের হিফাযত করে।

١١٤- اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ، وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সালিসরূপে গ্রহণ করবো—বস্তুত তিনিই নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বিবৃত কিতাব ? আর আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা জানে, এ কিতাব আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ নাযিল করা হয়েছে। অতএব আপনি কখনো সন্দেহকারীদের শামিল হবেন না।

١٥٤- ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

১৫৪. তারপর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যারা নেক্‌কাজ করে, তাদের জন্য পরিপূর্ণ নিয়ামত স্বরূপ, সব কিছুর জন্য বিশদ বিবরণস্বরূপ এবং হিদায়েত ও রহমতরূপে ; যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈমান আনে।

١٥٥- وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

১৫৫. এই মুবারক কিতাব আমি তা নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও ; আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

١٥٦- اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ○

১৫৬. পাছে তোমরা বল ঃ কিতাব তো নাযিল করা হয়েছে শুধু আমাদের পূর্ববর্তী দু'সম্প্রদায়ের উপর ; অথচ আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে গাফিল;

١٥٧- اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا

১৫৭. অথবা তোমরা বল ঃ যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হতো, তবে আমরা অবশ্যই অধিক হিদায়েতপ্রাপ্ত হতাম তাদের চাইতে। এখন তো এসেছে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হিদায়েত ও রহমত। তাই, কে অধিক যালিম তার চাইতে যে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তা থেকে? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে

سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۝

নেয়, আমি অবশ্যই তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব, তারা যে মুখ ফিরিয়ে নিত তার দরুন।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২, ৩, ৫২, ১৭০, ১৯৬, ২০৪

٢- كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

২. আপনার কাছে নাযিল করা হয়েছে কিতাব, অতএব আপনার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে, এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং এ কিতাব উপদেশ মু'মিনদের জন্য।

٣- اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৩. তোমরা অনুসরণ কর তার যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি, তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং তোমরা অনুসরণ করবে না তাঁকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের। তোমরা তো খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

٥٢- وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৫২. আমি তো পৌঁছিয়েছিলাম তাদের কাছে এমন এক কিতাব যা আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম পূর্ণজ্ঞানে, তা ছিল হিদায়েত ও রহমত মু'মিন লোকদের জন্য।

١٧٠- وَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

১৭০. আর যারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে কিতাব এবং কায়েম করে সালাত ; আমি তো কখনো বিফল করি না নেক্‌কারদের শ্রমফল।

١٩٦- اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝

১৯৬. নিশ্চয় আমার অভিভাবক হলেন আল্লাহ্ এবং তিনিই নাযিল করেছেন কিতাব, আর তিনি অভিভাবক নেক্‌কারদের।

٢٠٤- وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

২০৪. আর যখন পাঠ করা হয় কুরআন, তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং চুপ থাকবে, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১১

١١١- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল, এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে, ফলে তারা হত্যা করে ও নিহত হয়। এ ব্যাপারে সত্য ওয়াদা রয়েছে তাওরাত ইন্জীল ও কুরআনে। কে অধিক অংগীকার পালনকারী আল্লাহ্‌র চাইতে ? তোমরা আনন্দিত হও, যে সওদা তোমরা তাঁর সংগে করেছ, সে জন্য এবং তাহলো মহাসাফল্য।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৭, ৩৮, ৬১, ৯৪, ৯৫

٣٧- وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩৭. আর এ কুরআন এমন নয় যে, তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রচনা করবে। পক্ষান্তরে ইহা সমর্থক যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে তার এবং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কিতাবের, এতে কোন সন্দেহ নেই ইহা রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

٣٨- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৮. তারা কি বলে ঃ মুহাম্মদ রচনা করেছে কি এ কুরআন ? আপনি বলে দিন ঃ তবে নিয়ে এসো একটি সূরা এর অনুরূপ এবং ডাক যাদের পার আল্লাহ্ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٦١- وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬১. আর তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং কুরআন থেকে যা কিছু তেলাওয়াত কর, আর তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তো তোমাদের সাক্ষী যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর যমীন ও আসমানের অণু-পরিমাণও তোমার রবের অগোচর নয়, আর তার চাইতে ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর এমন কিছু নাই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে* নেই।

* 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলতে এখানে 'লাওহে মাহফূয' বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ সংরক্ষিত ফলক।

৯৪. আর যদি আপনি সন্দেহে থাকেন, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে ; তাহলে আপনি জিজ্ঞাসা করুন তাদের , যারা পাঠ করে আপনার পূর্বের কিতাব। নিশ্চয় এসেছে আপনার কাছে সত্য আপনার রবের তরফ থেকে ; তাই আপনি কখনো সন্দেহপোষণ-কারীদের শামিল হবেন না,

৯৪- فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○

৯৫. এবং শামিল হবেন না তাদেরও, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, তাহলে আপনি হয়ে পড়বেন ক্ষতি-গ্রস্তদের শামিল।

৯৫- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ○

সূরা হূদ, ১১ঃ১, ১৭, ১১০

১. **আলিফ-লাম-রা। এ কুরআন এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশদভাবে বিবৃত প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের তরফ থেকে।**

١- الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ أُحْكِمَتْ اٰيٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ○

১৭. কুরআন অমান্যকারীরা কি তাদের সমান, যারা তাদের রবের তরফ থেকে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী এবং তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব, যা আদর্শ ও রহমত স্বরূপ? তারাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনে, আর যারা অন্যান্য দলের থেকে এ কুরআনকে অস্বীকার করে, দোযখ তাদের প্রতিশ্রুত ঠিকানা। অতএব আপনি এতে সন্দেহপোষণ করবেন না। নিশ্চয় এ কুরআন আপনার রবের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

١٧- أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوسٰٓى إِمَامًا وَّرَحْمَةً ۚ أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

১১০. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, পরে তাতে মতভেদ ঘটানো হয়েছিল। যদি আপনার রবের পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের মাঝে

١١٠- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ

وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় তারা ছিল এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১, ২, ৩, ১১১

١- الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো হলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

٢- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি এ কিতাব কুরআনরূপে আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।

٣- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

৩. আমি বিবৃত করছি আপনার কাছে সুন্দর সুন্দর ঘটনা, এ কুরআনে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করে ; যদিও আপনি ছিলেন এর আগে অনবহিতদের শামিল।

١١١- ...... مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

১১১. ...... এ কুরআন কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্ববর্তী কিতাবে যা আছে তার সমর্থন, সব কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা এবং মু'মিন লোকদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১, ৩৬, ৩৭

١- الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১. আলিফ-লাম-মীম-রা। এ সব কিতাবের আয়াত ; আর যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে-তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

٣٦- وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

৩৬. আর যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা আনন্দিত হয় আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, কিন্তু কোন কোন দল অস্বীকার করে এর কতক অংশ। আপনি বলে দিন ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে। তাঁরই দিকে আমি আহবান করছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

৩৭. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন বিধানরূপে আরবী ভাষায়। তবে যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর; আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরে, তাহলে আপনার জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে থাকবে না কোন অভিভাবক, আর না কোন রক্ষক।

٣٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ১

১. আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব, আমি নাযিল করেছি তা আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে আনেন মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে, তাদের রবের নির্দেশক্রমে পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথে।

١- الٓرٰ ۫ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ১, ৯, ৮৭

১. আলিফ-লাম-রা। এ সব হলো আয়াত আল-কিতাবের এবং স্পষ্ট কুরআনের।

١- الٓرٰ ۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

৯. নিশ্চয় আমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এবং অবশ্য আমিই-এর নিশ্চিত সংরক্ষক।

٩- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

৮৭. আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি বার বার তিলাওয়াত করা হয় এমন সাত আয়াত* এবং মহান আল-কুরআন।

٨٧- وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৪৪, ৬৪, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩

৪৪. .... আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন যেন আপনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন মানুষদের, যা নাযিল করা হয়েছে তাদের প্রতি তা ; আর যাতে তারা চিন্তা করে।

٤٤- .... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

* সাত আয়াত বলতে সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে, এতে ৭খানা আয়াত রয়েছে।

٦٤- وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৬৪. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব কেবল এজন্য যে, আপনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন তাদের, যারা এতে মতভেদ করে এবং হিদায়েত ও রহমত স্বরূপ মু'মিন লোকদের জন্য।

٨٩- .... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

৮৯. .... আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ সব কিছুর জন্য এবং হিদায়েত, রহমত ও সুসংবাদরূপে মুসলিমদের জন্য।

٩٨- فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে তখন আশ্রয় চাইবে আল্লাহ্‌র কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

١٠١- وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০১. আর যখন আমি বদলে দেই এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে আর আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, যা তিনি নাযিল করেন, তখন কাফিররা বলে, তুমি তো এক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

١٠٢- قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

১০২. আপনি বলে দিন ঃ এ কুরআন নাযিল করেছে জিব্‌রাঈল আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ, যারা ঈমান এনেছে, তাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়েত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

١٠٣- وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ ○

১০৩. আমি তো জানি, তারা বলে ঃ তাকে (মুহাম্মদকে) তো শিক্ষা দেয় এক লোক। তারা যার প্রতি এ কথা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, অথচ এ কুরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায়।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ২, ৪, ৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৮২, ৮৮, ৮৯, ১০৫, ১০৬, ১০৭

٢- وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ

২. আর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তা পথ প্রদর্শক বনী

هُدًى لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِى وَكِيلًا ○

ইস্রাঈলের জন্য, বলেছিলাম ঃ তোমরা গ্রহণ করবে না আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক রূপে।

٤- وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ○

৪. এবং আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলকে তাওরাতে ঃ নিশ্চয় তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করবে যমীনে দু'বার এবং অতিশয় অহংকার স্ফীত হবে।

٩- إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ○

৯. নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়েত প্রদান করে এমন পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদের, যারা নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

٤١- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا۟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ○

৪১. আর আমি অবশ্যই নানাভাবে বিবৃত করেছি এ কুরআনে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

٤٥- وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ○

৪৫. আর যখন আপনি পাঠ করেন কুরআন, তখন আমি আপনার এবং যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই;

٤٦- وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِمْ نُفُورًا ○

৪৬. এবং তাদের অন্তরের উপর স্থাপন করি আবরণ যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং স্থাপন করি তাদের কানে বধিরতা। আর যখন আপনি কুরআনে উল্লেখ করেন ঃ আপনার রব এক। তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

٨٢- وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ○

৮২. আর আমি নাযিল করি কুরআন, যা আরোগ্য ও রহমত মু'মিনদের জন্য এবং তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

٨٨- قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ

৮৮. বলুন ঃ মানুষ ও জিন্ যদি সমবেত হয় এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য, তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে

هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○

না, আর যদিও তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয়।

٨٩- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ

৮৯. আর আমি তো নানাভাবে বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তো কেবল কুফরীই করলো।

١٠٥- وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

১০৫. আর আমি নাযিল করেছি এ কুরআন সত্যসহ এবং তা নাযিল হয়েছে সত্যসহ। আর আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

١٠٦- وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ○

১০৬. আর আমি নাযিল করেছি কুরআন, আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত করেছি একে যাতে আপনি পাঠ করতে পারেন লোকদের কাছে ধীরেধীরে। এবং আমি নাযিল করেছি এ কুরআন পর্যায়ক্রমে।

١٠٧- قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ○

১০৭. আপনি বলুন ঃ তোমরা ঈমান আনো এ কুরআনে অথবা ঈমান না আনো। নিশ্চয় যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এর পূর্বে তাদের কাছে যখন ইহা পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে।

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২৭, ৫৪

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি নাযিল করেছেন তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব এবং তিনি এতে কোন বক্রতা রাখেননি,

٢- قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ○

২. একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং সুসংবাদ দেয়ার জন্য সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার,

٣- مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ○

৩. যাতে তারা স্থায়ী হবে,

٤- وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝

৪. এবং সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

٥- مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۚ

৫. এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই আর না তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও।

٢٧- وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝

২৭. আর আপনি পাঠ করে শোনান, আপনার প্রতি আপনার রবের কিতাব যা ওহী করা হয়। তাঁর কথার পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনো পাবেন না তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয়।

٥٤- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

৫৪. আর আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ১২, ১৬, ১৭, ৩০, ৪১, ৫১, ৫৪, ৫৬, ৯৭

١٢- يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۚ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

১২. হে ইয়াহইয়া! গ্রহণ কর তাওরাত কিতাব দৃঢ়তার সাথে এবং আমি দিয়েছিলাম তাকে হিক্‌মত শৈশবেই।

١٦- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

১৬. আর আপনি উল্লেখ করুন কুরআনে মারইয়ামের কথা, যখন সে আশ্রয় নিয়েছিল তার পরিবারবর্গ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে একস্থানে,

١٧- فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

১৭. তখন সে তাদের থেকে পর্দা করেছিল। তারপর আমি পাঠালাম তার কাছে আমার ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈলকে, সে আত্মপ্রকাশ করলো তার কাছে পূর্ণ-মানব আকৃতিতে।

٣٠- قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۝

৩০. ঈসা বললেন ঃ নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে দিয়েছেন কিতাব এবং করেছেন আমাকে নবী।

٤١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝

৪১. আর আপনি উল্লেখ করুন এ কিতাবে ইব্‌রাহীমের কথা তিনি তো ছিলেন সত্যবাদী নবী।

٥١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰٓى ۚ إِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○

৫১. আর আপনি উল্লেখ করুন এ কিতাবে মূসার কথা, তিনি তো ছিলেন বাছাইকৃত বান্দা এবং ছিলেন রাসূল, নবী।

٥٤- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِسْمٰعِيْلَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○

৫৪. আর আপনি উল্লেখ করুন, এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।

٥٦- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيْسَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○

৫৬. আর আপনি উল্লেখ করুন এ কিতাবে ইদ্‌রীসের কথা, তিনি তো ছিলেন সত্যনিষ্ঠ , নবী।

٩٧- فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ○

৯৭. আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআন আপনার ভাষায়, যাতে আপনি সুসংবাদ দিতে পারেন তা দিয়ে মুত্তাকীদের এবং সতর্ক করতে পারেন তাদের কলহপ্রবণ লোকদের।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৯৯, ১১৩, ১১৪

١- طٰهٰ ○

১. তোহা,

٢- مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ○

২. আমি নাযিল করিনি আপনার প্রতি কুরআন, আপনি কষ্ট পাবেন সে জন্য,

٣- إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ○

৩. বরং নাযিল করেছি উপদেশার্থে তার জন্য যে ভয় করে,

٤- تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ○

৪. নাযিল হয়েছে এ কুরআন তাঁর তরফ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন এবং সমুচ্চ আসমান।

٩٩- كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ○

৯৯. এভাবেই আমি বিবৃত করি আপনার কাছে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে তার বিবরণ এবং আমি তো আপনাকে দিয়েছি আমার কাছ থেকে উপদেশপূর্ণ কুরআন।

١١٣- وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

১১৩. আর এ ভাবেই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন আরবী ভাষায় এবং নানাভাবে

وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○

বর্ণনা করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় পায় অথবা ইহা সৃষ্টি করে তাদের মাঝে আল্লাহ্‌র স্মরণ।

١١٤- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○

১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি আর আপনি তাড়াহুড়া করবেন না কুরআন পাঠে আল্লাহ্‌র ওহী আপনার প্রতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে এবং বলুন ঃ হে আমার রব সমৃদ্ধ করুন আমাকে জ্ঞানে।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০, ৫০

١٠- لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১০. আমি তো নাযিল করেছি তোমাদের প্রতি এক কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

٥٠- وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۭ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

৫০. আর এ কুরআন কল্যাণময় উপদেশ, আমি তা নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার করবে?

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৬

١٦- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ○

১৬. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে এবং আল্লাহ্ তো হিদায়েত দেন, যাকে চান।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৯

٤٩- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৪৯. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যাতে তারা হিদায়েত লাভ করে।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১, ৪, ৫, ৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫

١- تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ○

১. মহান কল্যাণময় তিনি, যিনি নাযিল করেছেন 'ফুরকান' তাঁর বান্দার উপর যেন তিনি সারা জাহানের জন্য সতর্ককারী হন।

٤- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ

৪. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে ঃ এ কুরআন মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়,

وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ○

একে মুহাম্মদ রচনা করেছে; আর তাকে সাহায্য করেছে এ ব্যাপারে অন্য লোকেরা। অবশ্যই তারা সংঘটিত করেছে যুল্ম ও মিথ্যা,

৫-وَ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ○

৫. আর তারা বলে ঃ এ সব তো সেকালের কাহিনী, যা সে* লিখিয়ে নিয়েছে ; আর তা পাঠ করা হয় তার কাছে সকাল ও সন্ধ্যায়।

٦- قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৬. আপনি বলে দিন ঃ তিনিই নাযিল করেছেন এ কুরআন, যিনি জানেন আসমান ও যমীনের যাবতীয় রহস্য। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٠-وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○

৩০. আর রাসূল বললেন ঃ হে আমার রব! নিশ্চয় আমার কাওম এ কুরআন পরিত্যাক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল।

٣١-وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ○

৩১. তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছিলাম অপরাধীদের থেকে। আর আপনার জন্য আপনার রবই যথেষ্ট পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে।

٣٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۛ كَذٰلِكَ ۛ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ○

৩২. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে ঃ কেন নাযিল করা হলো না পুরা কুরআন তাঁর প্রতি একবারে? এভাবেই আমি নাযিল করেছি, তা দিয়ে আপনার হৃদয় সুদৃঢ় করার জন্য এবং তা আমি আবৃত্তি করেছি ধীরেধীরে ক্রমান্বয়ে।

٣٥-وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ○

৩৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তাঁর ভাই হারূনকেও সাহায্যকারী।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১, ২, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬

١- طٰسٓمّٓ ○

১. তোয়া-সীন-মীম।

* 'সে' দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

২. এগুলো আয়াত স্পষ্ট কিতাবের। — ٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

১৯২. আর নিশ্চয় আল-কুরআন নাযিলকৃত রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে। — ١٩٢- وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৯৩. যা নিয়ে এসেছেন রূহুল আমীন-জিব্‌রাঈল — ١٩٣- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ○

১৯৪. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন, — ١٩٤- عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। — ١٩٥- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ○

১৯৬. আর নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। — ١٩٦- وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ১, ২, ৬, ৭৬, ৭৭, ৯২

১. তোয়া-সীন; এগুলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের– — ١- طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ○

২. যা হিদায়েত ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য। — ٢- هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬. আর আপনাকে তো দান করা হয়েছে আল-কুরআন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের তরফ থেকে। — ٦- وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ○

৭৬. নিশ্চয় এ কুরআন বিবৃত করে বনী-ইসরাঈলের কাছে, যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করে, তার অধিকাংশের। — ٧٦- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৭৭. আর ইহা তো হিদায়েত ও রহমত মু'মিনদের জন্য। — ٧٧- وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৯২. আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি পাঠ করে শোনাই কুরআন। সুতরাং যে সৎপথে চলে, সে তো সৎপথে চলে নিজেরই জন্য; আর যে গুম্‌রাহ হয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। — ٩٢- وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩, ৮৫, ৮৬

৪৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে — ٤٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ

مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

ধ্বংস করার পর, মানুষের জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, হিদায়েত ও রহমতরূপে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٨٥- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৮৫. নিশ্চয় যিনি বিধান করেছেন আপনার জন্য কুরআনকে তিনিই ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে জন্মভূমিতে। বলুন ঃ আমার রব ভালো জানেন কে হিদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে রয়েছে স্পষ্ট গুম্‌রাহীতে।

٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৮৬. আর আপনি তো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব প্রেরিত হবে; এটা তো কেবল আপনার রবের তরফ থেকে মহাঅনুগ্রহ। অতএব আপনি হবেন না কখনো কাফিরদের সহায়ক।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১

٢٧- وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৭. আর আমি দান করলাম ইব্‌রাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকূব এবং দিলাম তার বংশধর মাঝে নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাকে পুরস্কৃত করলাম দুনিয়ায়; আর অবশ্যই সে আখিরাতে হবে নেক্‌-কারগণের অন্যতম।

٤٥- اُتْلُ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

৪৫. আপনি পাঠ করে শোনান, যা আপনার কাছে কিতাব থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, আর আপনি কায়েম করুন সালাত। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে। আর আল্লাহ্‌র যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌ জানেন, যা তোমরা কর।

٤٦- وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

৪৬. আর তোমরা বিতর্ক করবে না কিতাবীদের সাথে সৌজন্যমূলক উত্তমপন্থা ব্যতিরেকে, তবে তাদের ছাড়া, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘন করেছে, আর বলবে ঃ আমরা ঈমান

وَقُولُوٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

এনেছি তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি এবং আমাদের ইলাহ্ এবং তোমাদের ইলাহ্ তো এক, আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণ-কারী।

٤٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط
فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ
وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ط
وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ○

৪৭. এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব। আর যাদের আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে ঈমান রাখে এবং মুশরিকদেরও কেউ কেউ এতে ঈমান রাখে। কেউ অস্বীকার করে না আমার আয়াত কাফিররা ছাড়া।

٤٨- وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ
كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ
اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

৪৮. আপনি তো পাঠ করেননি এর আগে কোন কিতাব, আর না লিখেছেন নিজের হাতে কোন কিতাব যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহপোষণ করবে।

٤٩- بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ط
وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ○

৪৯. বরং এ কিতাব স্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরে যাদের দেওয়া হয়েছে জ্ঞান। আর কেউ অস্বীকার করে না আমার আয়াত যালিমরা ছাড়া।

٥١- اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ
اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى
لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৫১. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন যা তাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয়। নিশ্চয় এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৮

٥٨- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط
وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ○

৫৮. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরণের দৃষ্টান্ত। আপনি যদি উপস্থিত করেন তাদের কাছে কোন নিদর্শন, তবে যারা কুফরী করবে, তারা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরা তো নও বাতিলপন্থী লোক ছাড়া আর কিছুই।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

١- الٓمّٓ ○

২- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ○

٣- هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ○

٤- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

٥- اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এ সব হিক্‌মতপূর্ণ কিতাবের আয়াত,

৩. হিদায়াত ও রহমত নেক্‌কারদের জন্য,

৪. যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে ইয়াকীন রাখে;

৫. তারাই তাদের রবের তরফ থেকে রয়েছে হিদায়েতের উপর, আর তারাই সফলকাম।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ১, ২, ৩.

١- الٓمّٓ ○

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে সারা জাহানের রব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, নেই কোন সন্দেহ এতে।

৩. তবে কি তারা এরূপ বলে যে, মুহাম্মদ এ কুরআন রচনা করে নিয়েছে ? বরং এ কুরআন সত্য আপনার রবের তরফ থেকে আগত, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক কাওমের, যাদের কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী আপনার আগে। আশা করা যায়, তারা হিদায়েত পাবে।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২.

٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ○

٣٠- لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط

২৯. নিশ্চয় যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র কিতাব, কায়েম করে সালাত এবং ব্যয় করে. আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারাই আশা করে এমন তিজারতের, যা ধ্বংস হবে না।

৩০. এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তাদের পরিপূর্ণভাবে দেবেন তাদের কর্মের প্রতিফল এবং তিনি তাদের আরো অধিক দেবেন নিজ

অনুগ্রহে। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

৩১. আর আমি আপনার প্রতি যে কিতাব ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছি তা সত্য পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্র তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।

٣١- وَالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ○

৩২. তারপর আমি উত্তরাধিকারী করেছি কিতাবের আমার বান্দাদের থেকে, যাদের আমি পসন্দ করেছি তাদের, তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুলুম করেছে, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং কেউ আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্যাণের পথে অগ্রগামী রয়েছে। ইহা তো মহাঅনুগ্রহ।

٣٢- ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৬৯, ৭০

১. ইয়া-সীন,

١- يٰسٓ ○

২. কসম হিক্‌মতপূর্ণ কুরআনের,

٢- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيمِ ○

৩. নিশ্চয় আপনি তো রাসূলদের অন্যতম,

٣- إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

৪. রয়েছেন সরল-সঠিক পথে,

٤- عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

৫. নাযিল করা হয়েছে কুরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে,

٥- تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ○

৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন কাওমকে, যাদের পিতৃ-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল।

٦- لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ○

৬৯. আর আমি শিখাইনি তাকে কবিতা, আর না তা শোভনীয় তার জন্য। এতো উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন ছাড়া আর কিছু নয়;

٦٩- وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِي لَهٗ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِينٌ ○

٧٠- لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৭০. যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন জীবিতকে এবং সত্য প্রতিপন্ন হয় শাস্তির কথা কাফিরদের জন্য।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ১, ৮, ২৯, ৮৭, ৮৮

١- صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ○

১. ছোয়াদ, কসম আল-কুরআনের, যা উপদেশপূর্ণ।

٨- ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ○

৮. কাফিররা বলে ঃ আমাদের মধ্য হতে কেবল তারই উপর কি কুরআন নাযিল করা হলো ? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা রয়েছে সন্দেহে, আমার কুরআন সম্পর্কে। বরং তারা এখনও আমার আযাব আস্বাদন করিনি।

٢٩- كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

২৯. এ কুরআন এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবণ করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।

٨٧- اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

৮৭. এ কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

٨٨- وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ○

৮৮. আর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে এর সংবাদের সত্যতা কিছুকাল পরে।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১, ২, ২৩, ২৭, ২৮, ৪১

١- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

১. নাযিল করা হয়েছে এ কিতাব পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٢- اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○

২. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ, সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে নিষ্ঠাবান হয়ে।

٢٣- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ

২৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তমবাণী কিতাবরূপে, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, বারবার পঠিত। এতে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত

হয় যারা তাদের রবকে ভয় করে ; তারপর ঝুঁকে পড়ে তাদের দেহ-মন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে। ইহা আল্লাহ্‌র হিদায়েত। তিনি এ দিয়ে হিদায়েত দান করেন যাকে চান। আর যাকে গুমরাহ করেন আল্লাহ্‌ তার নেই কোন পথপ্রদর্শক।

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

২৭. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরণের দৃষ্টান্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٧- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

২৮. এ কুরআন আরবী ভাষায় বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।

٢٨- قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

৪১. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব লোকদের জন্য সত্যসহ; সুতরাং যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তো তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপদগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আপনি তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন।

٤١- اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১, ২, ৫৩, ৫৪

১. হা-মীম,

١- حٰمٓ ○

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৫৩. আর অবশ্যই আমি দিয়েছিলাম মূসাকে হিদায়েত এবং উত্তরাধিকারী করেছিলাম বনূ ইসরাঈলকে কিতাবের,

٥٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ ○

৫৪. যাতে ছিল হিদায়েত ও উপদেশ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

٥٤- هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ○

সূরা হা-মীম-আস্‌ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ২৬, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৫২, ৫৩

১. হা-মীম।

١- حٰمٓ ○

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٢- تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝

৩. এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত, এ কুরআন আরবী ভাষায়, সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে-

٣- كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতএব তারা শোনবে না।

٤- بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

২৬. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে ঃ তোমরা শোনবে না এ কুরআন বরং শোরগোল সৃষ্টি কর এতে যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।

٢٦- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝

৪১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখান করে এ কুরআন তাদের কাছে আসার পরে, তারা আমার অগোচরে নয়; এ কুরআন তো মহিমময়গ্রন্থ,

٤١- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝

৪২. অনুপ্রবেশ করতে পারে না এতে কোন বাতিল, না সামনে থেকে না পেছন থেকে। এ নাযিল করা হয়েছে হিক্‌মতওয়ালা, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٤٢- لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝

৪৪. আর আমি যদি নাযিল করতাম এ কুরআন আনারবী ভাষায়, তা হলে তারা অবশ্যই বলতো ঃ কেন বিশদভাবে বিবৃত হয়নি এর আয়াতসমূহ ? কি আশ্চর্য ইহা অনারবী ভাষায়, অথচ রাসূল আরবী! আপনি বলুন ঃ এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রোগের নিরাময়। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, তাদের যেন ডাকা হয় বহুদূর থেকে।

٤٤- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۚ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۚ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝

৪৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, পরে মতভেদ ঘটেছিল এতে। আর আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেত। তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে।

٤٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ
لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

৫২. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসে থাকে, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে তার চাইতে অধিক গুমরাহ্ কে, যে ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে?

٥٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ
مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ

৫৩. অবশ্যই আমি তাদের জন্য ব্যক্ত করবো আমার নিদর্শনাবলী দিক-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও, ফলে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এ কুরআন-ই সত্য। ইহা কি আপনার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয় সম্যক অবহিত?

٥٣- سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ
وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۚ
اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭, ১৭, ৫২

৭. আর এভাবেই আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন জনপদ জননী মক্কা ও এর আশপাশের লোকদের এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। সে দিন দাখিল হবে একদল জান্নাতে এবং জাহান্নামে।

٧- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى
وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ
فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝

১৭. আল্লাহ্‌ই নাযিল করেছেন কিতাব সত্যসহ এবং তুলাদণ্ড। আর কি সে আপনাকে জানাবে যে, হয়তো কিয়ামত নিকটবর্তী?

١٧- اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيْزَانَ ۚ وَمَا يُدْرِيْكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝

৫২. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আমার

٥٢- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا، وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

নির্দেশ। আর আপনি জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি করেছি এ কুরআনকে আলো, যা দিয়ে আমি হেদায়েত দেই যাকে চাই আমার বান্দাদের থেকে; আর আপনি তো দেখান কেবল সরল সঠিক পথ।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৩০, ৩১, ৪৩, ৪৪

১- حٰمٓ ○

১. হা-মীম।

২- وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

২. কসম সেই কিতাবের;

৩- اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৩. আমি তো নাযিল করেছি একে কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

٤- وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ

৪. আর ইহা রয়েছে আমার কাছে লাওহে মাহফূযে, ইহা অতি মহান হিক্‌মতপূর্ণ।

৩০- وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

৩০. আর যখন এলো তাদের কাছে কুরআন, তখন তারা বললো ঃ ইহা তো যাদু এবং আমরা অবশ্যই এর প্রত্যাখ্যানকারী।

৩১- وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ○

৩১. তারা আরো বললো ঃ কেন নাযিল করা হলো না এ কুরআন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর?

٤٣- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ، اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৩. আর আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন সে কুরআন যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়। আপনি তো আছেন সরল-সঠিক পথে।

٤٤- وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ، وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ○

৪৪. আর অবশ্যই কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য অতিশয় সম্মানের বস্তু, শিগ্‌গীরই তোমাদের এ বিষয় প্রশ্ন করা হবে।

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১, ২, ৩, ৫৮

১- حٰمٓ ○

১. হা-মীম।

২- وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

২. কসম স্পষ্ট কিতাবের,

৩. আমি তো নাযিল করেছি এ কিতাব এক মুবারক রাতে, আমি তো সতর্ককারী।	٣- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○
৫৮. আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআনকে আপনার ভাষায়, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	٥٨- فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

সূরা জাছিয়া, ৪৫ ঃ ১, ২, ১১, ১৬, ২০

১. হা-মীম।	١- حٰمٓ ○
২. এ কিতাব নযিল করা হয়েছে পরাক্রম-শালী হিক্‌মতওয়ালা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।	٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○
১১. এ কুরআন সৎপথ প্রদর্শক, আর যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদের রবের আয়াতকে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।	١١- هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○
১৬. আর আমি তো দিয়েছিলাম বনু ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত এবং তাদের দিয়েছিলাম উত্তম রিযক এবং মর্যাদা দিয়েছিলাম তাদেরকে সারা জাহানের উপর।	١٦- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ
২০. এ কুরআন জ্ঞান-বর্তিকা মানুষের জন্য এবং হিদায়েত ও রহমত তাদের জন্য, যারা ইয়াকীন রাখে।	٢٠- هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ১, ২, ১০, ১২, ২৯, ৩০

১. হা-মীম।	١- حٰمٓ ○
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্রম-শালী, হিক্‌মতওয়ালা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।	٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○
১০. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসে থাকে, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর; অথচ সাক্ষ্য দেয় একজন সাক্ষী বনূ	١٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ

مِّنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰی مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ۝

ইসরাঈল থেকে এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে এবং এতে ঈমান রাখে ; আর তোমরা অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে নাও ? নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।

١٢- وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤی اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِیًّا لِّیُنْذِرَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۖۗ وَ بُشْرٰی لِلْمُحْسِنِیْنَ ۝

১২. আর এর পূর্বে মূসার কিতাব ছিল আদর্শ ও রহমত স্বরূপ, আর এ কিতাব তার সমর্থক, যা আরবী ভাষায়; যাতে সতর্ক করতে পারে যালিমদের এবং তা সুসংবাদ নেক্কারদের জন্য।

٢٩- وَ اِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَیْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِیَ وَلَّوْا اِلٰی قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِیْنَ ۝

২৯. আর স্মরণ করুন, আমি আকৃষ্ট করেছিলাম আপনার প্রতি একদল জিন্‌কে, যারা নিবিষ্টভাবে শুনছিল কুরআন তিলাওয়াত; যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো ঃ চুপ করে শোন। তারপর যখন কুরআন তিলাওয়াত শেষ হয়ে গেল, তখন তারা ফিরে গেল তাদের কাওমের কাছে সতর্ককারীরূপে-

٣٠- قَالُوْا یٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِیْۤ اِلَی الْحَقِّ وَ اِلٰی طَرِیْقٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

৩০. তারা বললো ঃ হে আমাদের কাওম! আমরা তো শুনেছি এমন এক কিতাবের আবৃত্তি, যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক, যা হিদায়েত দেয় সত্য ও সরল-সঠিক পথের দিকে।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ২৪

٢٤- اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۝

২৪. তবে কি তারা মনোযোগ সহকারে কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরের উপরে রয়েছে তালা ?

সূরা কাফ , ৫০ ঃ ১, ২, ৪৫

١- قٓ ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِیْدِ ۝

১. কাফ, কসম সম্মানিত কুরআনের,

٢- بَلْ عَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ

২. বরং তারা আশ্চর্যবোধ করে এজন্য যে, তাদের কাছে এসেছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী। আর

فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَىْءٌ عَجِيْبٌ

কাফিররা বলে ঃ এতো এক বিস্ময়কর জিনিস!

٤٥ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○

৪৫. আমি তো সবিশেষ অবহিত যা তারা বলে, আর আপনি তো তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন; সুতরাং আপনি উপদেশ দিন কুরআন দিয়ে তাকে, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে।

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৭

١٧-وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

১৭. আর আমি তো সহজ কর দিয়েছি কুরআন উপদেশ গ্রহণের জনছ, সুতরাং আছে কি কেউ, উপদেশ গ্রহণ করার ?
(আরও দেখুন, ৫৪ ঃ ২২, ৩২)

সূরা রাহ্‌মান, ৫৫ ঃ ১, ২

١- اَلرَّحْمٰنُ ○

১. পরম দয়ালু আল্লাহ্,

٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১

٧٧-اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○

৭৭. নিশ্চয়ই ইহা তো সম্মানিত কুরআন,

٧٨-فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○

৭৮. রয়েছে লাওহে মাহ্‌ফূযে সুরক্ষিত,

٧٩-لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

৭৯. কেউ স্পর্শ করে না তা-তারা ছাড়া, যারা পূত-পবিত্র,

٨٠-تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮০. নাযিল করা হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

٨١-اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ○

৮১. তবুও কি তোমরা এ কুরআনকে হেয় জ্ঞান করবে ?

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫, ২৬, ২৭

٢٥- لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ....

২৫. আমি তো প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ... ...

২৬. আর আমি রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম নূহ ও ইব্রাহীমকে এবং দিয়েছিলাম তাদের বংশধরদের নবুওয়াত ও কিতাব; কিন্তু তাদের অল্প সংখ্যক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

٢٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৭. তারপর আমি তাদের পেছনে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলদের এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইন্জীল এবং যারা তার অনুসরণ করেছিল, দিয়েছিলাম তাদের অন্তরে মমত্ববোধ ও রহমত অনুকম্পা.......।

٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ ....

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২১

২১. যদি আমি নাযিল করতাম এ কুরআন পাহাড়ের উপর, তাহলে অবশ্যই তুমি তা দেখতে বিনীত ও বিদীর্ণ আল্লাহ্‌র ভয়ে। আর এ দৃষ্টান্তসমূহ আমি বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।

٢١- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ২

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল, তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তাদের তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্‌মত, যদিও তারা ছিল এর আগে ঘোরতর গুমরাহীতে।

٢- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۙ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১০, ১১

১০. ... তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি উপদেশ-কুরআন।

١٠- .... فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ○

١١- رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا

১১. প্রেরণ করেছেন একজন রাসূল, যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তিনি বের করে নিয়ে আসেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের আঁধার থেকে আলোতে। যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং নেক আমল করবে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত যার পাদদেশে নহরসমূহ, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম রিযিক দিবেন।

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭

٣٨- فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৩৮. আমি কসম করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও,

٣٩- وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না,

٤٠- اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝

৪০. নিশ্চয় এ কুরআন তো সম্মানিত ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈলের বাহিত বাণী।

٤١- وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝

৪১. আর এ কুরআন তো কোন কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান রাখ।

٤٢- وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৪২. আর ইহা কোন গণকেরও কথা নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

٤٣- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৩. এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে,

٤٤- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝

৪৪. আর যদি মুহাম্মদ আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চাইতো,

٤٥- لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝

৪৫. তা হলে, অবশ্যই আমি ধরে ফেলতাম তার ডান হাত,

٤٧- فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

৪৭. তখন তোমরা কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না,

৪৮. আর এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিত উপদেশ।

٤٨- وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৯. আর আমি তো জানি যে, তোমাদের মাঝে রয়েছে মিথ্যা আরোপকারী।

٤٩- وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ○

৫০. নিশ্চয়ই এ কুরআন কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ,

٥٠- وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৫১. আর এ কুরআন নিশ্চিত সত্য।

٥١- وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ○

সূরা জিন্ ৭২ ঃ ১, ২

১. বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, মনোযোগ সহকারে শুনেছে জিন্‌দের একটি দল, তারপর তারা বলেছে ঃ আমরা শুনেছি এক বিস্ময়কর কুরআন,

١- قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ○

২. যা নির্দেশ করে সঠিক পথের, সুতরাং আমরা তো ঈমান এনেছি তাতে।

٢- يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ○

সূরা মুয্‌যাম্‌মিল, ৭৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২০

১. হে কাপড় আচ্ছাদিত-মুহাম্মদ!

١- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○

২. আপনি রাত্রি জাগরণ করুন, কিছু অংশ ছাড়া,

٢- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৩. জাগরণ করুন অর্ধরাত কিম্বা তার চাইতে কিছু কম,

٣- نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○

৪. অথবা তার চাইতে বেশী; আর সুস্পষ্টভাবে ধীরেধীরে তিলাওয়াত করুন কুরআন,

٤- اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○

৫. অবশ্যই আমি নাযিল করছি আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী।

٥- اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

২০. নিশ্চয় আপনার রব জনেন যে, আপনি জাগরণ করেন কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো তার অর্ধাংশ এবং কখনো তার এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগরণ করে একদল যারা

٢٠- اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۗ

وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖؗ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আছে আপনার সাথে তারাও। আর আল্লাহ্ই পরিমাণ নির্ধারণ করেন রাতের ও দিনের। তিনি জানেন যে, তোমরা কখনো তা পুরোপুরি হিসাব রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। সুতরাং তোমরা পাঠ কর যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু কুরআন থেকে। তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ দেশ ভ্রমণ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে এবং কেউ যুদ্ধ করবে আল্লাহ্র পথে। অতএব তোমরা পাঠ কর যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ কুরআন থেকে। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর,যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে ঋণ দাও, উত্তম ধন। আর তোমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা পাবে আল্লাহ্র কাছে। তা উত্তম এবং পুরস্কার হিসাবে শ্রেয়। আর তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

٥٢- بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝

৫২. বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক,

٥٣- كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

৫৩. না, তা হবার নয়। বরং তারা তো অখিরাতের ভয় পোষণ করে না।

٥٤- كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝

৫৪. না, এরূপ হবার নয়। এ কুরআনই সবার জন্য উপদেশ।

٥٥- فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

৫৫. অতএব যে চায়, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

١٦- لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝

১৬. হে রাসূল! আপনি আপনার জিহ্বা সঞ্চালিত করবেন না কুরআনের

ব্যাপারে, তা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য।

١٧- اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝

১৭. নিশ্চয় আমারই উপর দায়িত্ব এর একত্র করণের ও পাঠ করানোর।

١٨- فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝

১৮. অতএব যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।

١٩- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝

১৯. তারপর আমারই দায়িত্ব এ কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যার।

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২৩, ২৪

٢٣- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝

২৩. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কুরআন ক্রমেক্রমে,

٢٤- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۝

২৪. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের তরফ থেকে নির্দেশের জন্য, আর অনুসরণ করবেন না তাদের মধ্যে যে পাপী অথবা কাফির তার।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৫০

٥٠- فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫০. কুরআনের পরিবর্তে তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে!

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

١١- كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

১১. না, তারা যা বলে, তা নয়, এ কুরআন তো উপদেশবাণী,

١٢- فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

১২. অতএব যে চায়, সে তা স্মরণে রাখুক,

١٣- فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

১৩. তা রয়েছে সম্মানিত গ্রন্থে,

١٤- مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

১৪. যা সমুন্নত, পবিত্র;

١٥- بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝ ١٦- كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ۝

১৫,১৬. যা লিপিবদ্ধ মহান, পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে।

সূরা তাক্‌বীর, ৮১ ঃ ১৯, ২৫, ২৭, ২৮

١٩- اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝

১৯. নিশ্চয় এ কুরআন তো সম্মানিত ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈলের আনিত বাণী।

২৫. আর এ কুরআন বিতাড়িত, অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়;

٢٥-وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ○

২৭. এ কুরআন তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য শুধু উপদেশ;

٢٧-اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

২৮. তোমাদের মাঝে যে সরল-সঠিক পথে চলতে চায়, তর জন্য।

٢٨- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ○

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ২১, ২২

২১. বস্তুত এ হলো সম্মানিত কুরআন,

٢١- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ○

২২. লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত।

٢٢- فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ○

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৩, ১৪

১৩. নিশ্চয় এ কুরআন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বাণী।

١٣- اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ○

১৪. এবং এ কুরআন নিরর্থক নয়।

١٤- وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ○

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন-

١- اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ○

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে,

٢- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○

৩. পাঠ করুন, আর আপনার রব তো মহিমান্বিত,

٣- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে-

٤- الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

٥- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

সূরা কাদ্‌র, ৯৭ ঃ ১

১. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি আল-কুরআন লায়লাতুল কাদ্‌র-মহিমান্বিত রজনীতে;

١- اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাসূল, রিসালাত ও ওহী

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২৩, ২৪, ৮৭, ৯৮, ১১৯, ১২৯, ১৪৩, ১৫১, ২১৩, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৮৫

١- الٓمّٓ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম।

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

২. ইহা এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য,

٣- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৩. মুত্তাকী তারা, যারা ঈমান আনে গায়েবের প্রতি, কায়েম করে সালাত এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে,

٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪. আর তারা, যারা ঈমান তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্বে এবং আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন রাখে,

٥- اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৫. তারাই রয়েছে তাদের রবের তরফ থেকে হিদায়েতের উপর এবং তারাই কামিয়াব-সফলকাম।

٢٣- وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

২৩. আর যদি তোমরা সন্দেহে থাক সে ব্যাপারে, যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার উপর; তাহলে তোমরা নিয়ে এসো কোন সূরা এর অনুরূপ এবং তোমরা ডাক তোমাদের সব সাহায্যকারীকে আল্লাহ্ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٢٤- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ

২৪. যদি তোমরা আনতে না পার, আর কখনো তোমরা পারবে না, তবে তোমরা ভয় কর সে আগুনকে যার

لِلْكٰفِرِيْنَ ○

জ্বালানী মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

٨٧- .... وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط ....

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং পরে পর্যাক্রমে পাঠিয়েছি রাসূলদের; আমি দিয়েছি ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং সাহায্য করেছি তাকে রুহুল-কুদুস-জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তাকে দিয়ে........।

٩٨- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৯৮. যে কেউ শত্রু হয় আল্লাহ্‌র, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের এবং তাঁর রাসূলদের এবং জিব্‌রাঈল ও মীকাঈলের সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো শত্রু কাফিরদের।

١١٩- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا لا وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ○

১১৯. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না জাহান্নামীদের সম্পর্কে।

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১২৯. হে আমাদের রব! আপনি পাঠান তাদের কাছে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে; যিনি তিলাওয়াত করবেন, তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, শিক্ষা দিবেন তাদের কিতাব ও হিক্‌মত এবং পরিশুদ্ধ করবেন তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী হিক্‌মতওয়ালা।

١٤٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط ......

১৪৩. আর এ এভাবেই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে, যাতে তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য এবং রাসূলও সাক্ষী হন তোমাদের জন্য........।

١٥١- كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

১৫১. যেমন আমি পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তোমাদের, শিক্ষা দেন তোমাদের কিতাব ও হিক্‌মত আর তোমরা যা

وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○

জানতে না, তাও তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন।

٢١٣- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ ....

২১৩. মানুষ ছিল এক উম্মাত। তারপর আল্লাহ্ প্রেরণ করেন নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং নাযিল করেন তাদের সাথে কিতাব সত্যসহ; লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সে বিষয়, যাতে তারা মতভেদ করতো····

٢٥٢- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২৫২. এ সব আল্লাহ্র আয়াত, আমি তা পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাকে যথাযথভাবে; আপনি তো রাসূলদের একজন।

٢٥٣- تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ ....

২৫৩. এ রাসূলগণের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো সথে কথা বলেছেন আল্লাহ্, আবার কাউকে উন্নীত করেছেন মর্যাদায়। আমি দিয়েছি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে স্পষ্ট নির্দশন এবং সাহায্য করেছি তাকে জিব্রাঈল ফিরিশ্তাকে দিয়ে ....

٢٨٥- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৫. ঈমান এনেছেন রাসূল, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার রবের তরফ থেকে তাতে এবং মু'মিনগণও। সকলেই ঈমান এনেছেন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তাঁরা বলেন ঃ আমরা কোন তারতম্য করি না তাঁর রাসূলগণের মধ্যে। আর আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আর আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩২, ৮১, ৮৬, ১৩২, ১৪৪, ১৬১, ১৬৪, ১৮৪

٣٢- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا

৩২. বলুন ঃ অনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং রাসূলের। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,

فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

তবে আল্লাহ্ তো ভালবাসেন না কাফিরদের।

٨١- وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْآ اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৮১. আর যখন অঙ্গীকার নিলেন আল্লাহ্ নবীদের যে, যা কিছু আমি তোমাদের দিয়েছি কিতাব ও হিক্‌মত থেকে, তারপর আসবে তোমাদের থেকে একজন রাসূল, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে; তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা কি স্বীকার করলে ? এবং এ ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে ? তারা উত্তরে বললো ঃ আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ্ বললেন ঃ তা হলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।

٨٦- كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْآ اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৮৬. কিরূপে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করবেন সে লোকদের, যারা কুফরী করে ঈমান আনার পরে, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পরে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে ? আল্লাহ্ যালিম লোকদের হিদায়েত দেন না।

١٣٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

১৩২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।

١٤٤- وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৪. আর মুহাম্মদ তো নন রাসূল ছাড়া কিছুই; অবশ্য গত হয়েছে তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যাবে ? আর কেউ পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলে সে কখনো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্‌র বরং আল্লাহ্ পুরস্কৃত করবেন কৃতজ্ঞদের।

১৬১. আর কোন নবীর জন্য শোভন নয় যে, তিনি খিয়ানত করেন। যদি কেউ খিয়ানত করে তবে সে নিয়ে আসবে, যা সে খিয়ানত করেছে তা কিয়ামতের দিন। তারপর প্রত্যেককে দেওয়া হবে পুরোপুরি, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

١٦١- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৬৪. অবশ্যই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন নবীদের প্রতি যে, তিনি পাঠিয়েছেন তাদের কাছে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তাঁদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাঁদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিক্মত। বস্তুত তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

١٦٤- لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

১৮৪. আর তারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল রাসূলদের আপনার আগে, যারা এসেছিল স্পষ্ট নির্দশন, আসমানী সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

١٨٤- فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩, ১৪, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭৯, ৮০, ১১৫, ১৩৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭০, ১৭১

১৩. .... আর কেউ আনুগত্য করলে আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, তারা সেখানে স্থায়ী হবে; আর এ হলো মহাসাফল্য।

١٣- .... وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১৪. আর কেউ অবাধ্য হলে আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের এবং লংঘন করলে তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন দোযখে; সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

١٤- وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। আর যদি তোমরা মতভেদ কর কোন বিষয়ে তবে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি। ইহাই উত্তম এবং এর পরিণামও সুন্দর।

٥٩-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৬৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশে। আর যদি তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন। তাহলে তারা অবশ্যই পেত আল্লাহকে পরম তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

٦٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

৬৫. অবশ্যই কসম আপনার রবের! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অপনার উপর বিচারের ভার ন্যস্ত করে নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে। তারপর তারা আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ না রাখে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।

٦٥- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৬৯. আর কেউ আনুগত্য করলে আল্লাহ্ এবং রাসূলের, তারা হবে তাদের সংগী, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন-নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারদের থেকে। আর তারা কত উত্তম সংগী।

٦٩- وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

৭৯. হে মানুষ! যা কিছু কল্যাণ তোমার হয়, তা আল্লাহ্‌রই তরফ থেকে হয় এবং যা কিছু অকল্যাণ তোমার উপর আপতিত হয়, তা তোমারই কারণে। আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে মানুষের জন্য

٧٩- مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۭ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۭ

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

রাসূলরূপে এবং আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসাবে।

٨٠-مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○

৮০. যে কেউ আনুগত্য করে রাসূলের, সে তো আনুগত্য করলো আল্লাহ্‌র। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের উপর নিগাহবান-তত্ত্বধায়ক হিসাবে।

١١٥-وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

১১৫. আর যে বিরুদ্ধাচরণ করবে রাসূলের তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং অনুসরণ করবে মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ; আমি ফিরিয়ে দেব তাকে, যে দিকে সে ফিরে যায় এবং দগ্ধ করবো তাকে জাহান্নামে; আর কত মন্দ সে আবাস!

١٣٦-يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○

১৩৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তিনি যে কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে এবং তিনি যে কিতাব এর পূর্বে নাযিল করেছেন তাতেও আর যে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশ্‌তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং আখিরাত সে তো গুমরাহ-পথহারা হয় চরমভাবে।

١٦٣-اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

১৬৩. আমি তো ওহী প্রেরণ করেছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহের কাছে এবং তাঁর পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধর ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের কাছে এবং দিয়েছিলাম দাউদকে যাবূর।

١٦٤-وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ

১৬৪. আর অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, আমি তো তাদের কথা বর্ণনা করেছি এর পূর্বে

قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ○

আপনার কাছে এবং অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম, যাদের কথা আপনাকে বলিনি। আর কথা বলেছিলেন আল্লাহ্ মূসার সাথে বিশেষভাবে।

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

১৬৫. পাঠিয়েছি অনেক রাসূল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে রাসূল আসার পরে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মত-ওয়ালা।

١٧٠- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ
بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

১৭০. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছেন রাসূল সত্য নিয়ে তোমাদের রবের তরফ থেকে; অতএব তোমরা ঈমান আনো; ইহা কল্যাণকর তোমাদের জন্য। আর যদি তোমরা কুফ্‌রী কর, তবে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা তো আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

١٧١- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ
انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ
سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ
لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

১৭১. হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা বাড়াবাড়ি করো না তোমাদের দীনের ব্যাপারে এবং বলো না, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সত্য ছাড়া আর কিছু, মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহ্ তো আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি পৌঁছিয়েছেন মারইয়ামের কাছে এবং এক রূহ্ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আর বলো না, 'তিন'। নিবৃত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ তো এক ইলাহ্, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর কার্য সম্পাদনকারী হিসাবে। আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

Contents

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৫, ১৬, ১৯, ৩৩, ৪১, ৪২, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৯২, ৯৯

১৫. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, তিনি প্রকাশ করেন তোমাদের কাছে অনেক কিছু, যা তোমরা গোপন করতে কিতাবের এবং তিনি উপক্ষো করেন অনেক কিছু। তোমাদের কাছে তো এসেছে আল্লাহ্‌র নূর এবং স্পষ্ট কিতাব।

١٥-يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ
مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ
وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○

১৬. আল্লাহ্ এ দিয়ে হিদায়েত দান করেন, শান্তির পথে তাকে, যে সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁর এবং বের করে আনেন তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে স্বীয় নির্দেশে, আর পরিচালিত করেন তাদের সরল-সঠিক পথে।

١٦-يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ
سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ
وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৯. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, রাসূল আগমনের বিরতির পরে; তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের কাছে, পাছে তোমরা বল যে, আমাদের কাছে আসেনি কোন সুসংবাদদাতা, আর না কোন সতর্ককারী। এখন তো এসেছে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٩-يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ
وَّلَا نَذِيْرٍ ز
فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৩. যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় দুনিয়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে অথবা কেটে ফেলা হবে তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে অথবা নির্বাসিত করা হবে তাদের দেশ থেকে। এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা দুনিয়ায় এবং

٣٣- اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا
اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ
اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ
اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ
ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

٤١- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ
قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ
آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ
هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ
فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ
تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

৪১. হে রাসূল! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা দ্রুত ধাবিত হয় কুফ্‌রীর দিকে; যারা মুখে বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শোনায় তৎপর, যারা কান পেতে থাকে এমন একদল লোকের প্রতি, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বিকৃত করে বাক্যকে, তা যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত থাকার পরেও। তারা বলে ঃ তোমাদের এরূপ বিধান দিলে তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা না দেওয়া হয়, তবে বর্জন করবে। আর আল্লাহ্ যার জন্য গুমরাহী চান; তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনার কিছুই করার নেই। এরা এমন যাদের হৃদয় আল্লাহ পবিত্র করতে চান না, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

٤٢- سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত তৎপর এবং হারাম ভক্ষণে অতীব আসক্ত। তবে তারা যদি আপনার কাছে আসে, তাহলে আপনি তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করে দেবেন অথবা তাদের উপেক্ষা করবেন। আর যদি আপনি তাদের উপেক্ষা করেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি করেন, তবে তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ন্যায়পরায়ণদের।

٥٥- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ, যারা সালাত কায়েম

Contents

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা বিনয়ী।

٥٦- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৫৬. আর যে কেউ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে আল্লাহ্‌কে, তাঁর রাসূলকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাঁদের, বস্তুত আল্লাহ্‌র দল তো বিজয়ী।

٦٧- يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৭. হে রাসূল! আপনি প্রচার করুন, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে তা। আর যদি না করেন, তবে তো আপনি প্রচার করলেন না তাঁর বাণী। আর আল্লাহ্‌ রক্ষা করবেন আপনাকে মানুষদের থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হিদায়েত দেন না কাফির লোকদের।

٩٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৯২. আর তোমারা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং সতর্ক থাক। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রোখ যে, আমার রাসূলের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট প্রচার করা।

٩٩- مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

৯৯. রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্‌ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮, ৯, ১০, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৪৮, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯১, ১১২

٨- وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৮. আর তারা বলে ঃ কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা ? যদি আমি নাযিল করতাম কোন ফিরিশ্‌তা, তবে তো চূড়ান্ত ফয়সালাই হয়ে যেত, তারপর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতো না।

Contents

৯. আর যদি আমি করতাম তাঁকে ফিরিশ্‌তা তাহলে অবশ্য তাঁকে পাঠাতাম পুরুষ মানুষের আকৃতিতে, আর তাদের আমি বিভ্রান্তে ফেলতাম, যেরূপ তারা রয়েছে বিভ্রমে।

٩- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

১০. আর অবশ্যই উপহাস করা হয়েছে অনেক রাসূলকে আপনার আগে, ফলে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, তা তাদের (বিদ্রূপকারীদের) পরিবেষ্টন করেছে।

١٠- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৪. আর অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল রাসূলদের আপনার পূর্বেও, কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন, তাদের যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও, যে পর্যন্ত না এসেছে তাদের কাছে আমার সাহায্য। আর কেউ বদলাবার নেই আল্লাহ্‌র কথা। আপনার কাছে তো এসেছে রাসূলদের কিছু সংবাদ।

٣٤- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ○

৩৫. আর যদি দুর্বিসহ হয় আপনার কাছে তাদের উপেক্ষা, তাহলে পারলে অন্বেষণ করুন সুড়ংগ যমীনে অথবা সিঁড়ি আসমানে, তারপর নিয়ে আসেন তাদের কাছে কোন মু'জিযা। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তাদের একত্র করতেন হিদায়েতের উপর। সুতরাং আপনি জাহিলদের শামিল হবেন না।

٣٥- وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৪২. আর অবশ্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম বহু জাতির কাছে আপনার পূর্বে, তারপর তাদের পাকড়াও করেছিলাম অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, যাতে তারা বিনীত হয়।

٤٢- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ○

৪৮. আমি তো প্রেরণ করি রাসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-

٤٨- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ

وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

রূপে; সুতরাং কেউ ঈমান আনলে ও সংশোধিত হলে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

٨٤- وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

৮৪. আর আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে হিদায়েত দিয়েছিলাম; পূর্বে নূহ্‌কেও হিদায়েত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধর থেকে দাঊদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই আমি বিনিময় দেই নেক্‌কারদের;

٨٥- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইল্‌ইয়াসকেও; তারা সকলেই ছিলেন, সৎমানুষ।

٨٦- وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

৮৬. আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস ও লুতকে, এবং আমি তাদের প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম সারা জাহানের উপর-

٨٧- وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৮৭. এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভাইদের থেকেও; আমি তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং হিদায়েত দিয়াছিলাম সিরাতুল মুস্তাকীমের।

٨٨- ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৮৮. এ আল্লাহ্‌র হিদায়েত; তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে চান এর দ্বারা হিদায়েত দেন; আর যদি তারা শির্‌ক করতো, তবে অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো তাদের সমস্ত কৃতকর্ম।

٩١- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى

৯১. আর তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, যখন তারা বলে ঃ আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেননি। আপনি বলুন ঃ কে নাযিল করেছেন মূসার আনীত কিতাব, যা মানুষের জন্য নূরও হিদায়েত, তা

Contents

نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখে কিছু প্রকাশ কর এবং অনেক গোপন রাখ। আর তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা, যা জানতে না তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌ই। এরপর তাদেরকে মগ্ন থাকতে দিন তাদের নিরর্থক আলোচনার খেলায়।

١١٢- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১১২. আর এভাবেই আমি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে, তাদের একে অন্যকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তবে তারা তা করতো না। সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করুন।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬, ৩৫, ৫৯, ৭৩, ৮৫, ৯৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৮৮, ২০৩

٦- فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৬. এরপর আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো তাদের, যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো রাসূলগণকেও।

٣٥- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩৫. হে বনূ আদম! যদি তোমাদের কাছে আসে রাসূলগণ তোমাদের মধ্য থেকে, যারা বিবৃত করে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ; তখন যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বণ করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

٥٩- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ

৫৯. আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্‌কে তার কাওমের কাছে এবং সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, নেই তোমদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ব্যতীত। আমি আশংকা

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

করি তোমাদের জন্য কঠিন দিনের শাস্তির।

٧٣- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا م
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ
لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْٓ أَرْضِ اللّٰهِ
وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

৭৩. আর আমি পাঠিয়েছিলাম সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহ্‌কে। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে, আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব একে চরে খেতে দাও আল্লাহ্‌র যমীনে, আর একে কোন ক্লেশ দিও না; দিলে তোমাদের পাকড়াও করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

٨٥- وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط
قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮৫. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ান-বাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব তোমরা পরিপূর্ণভাবে দিবে মাপে ও ওযনে এবং কম দিবে না লোকদের তাদের প্রাপ্য। বস্তুত আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না দুনিয়ায় সেথায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে। এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٩٣- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ج فَكَيْفَ اٰسٰى
عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○

৯৪. আর আমি পাঠাইনি কোন জনপদে কোন নবী, কিন্তু পাকাড়াও করেছি তার অধিবাসীদের অর্থ-কষ্ট ও দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে, যাতে তারা বিনীত হয়।

١٤٤- قَالَ يٰمُوْسٰٓى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ
عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ز

১৪৪. আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা! আমি তো তোমাকে মনোনীত করেছি লোকদের উপর আমার রিসালাত ও আমার বাক্যালাপ দিয়ে। অতএব

فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

তুমি গ্রহণ কর তা, যা আমি তোমাকে দিয়েছি এবং হও শোকরগুযারদের শামিল।

١٤٥- وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১৪৫. আর আমি লিখে দিয়েছিলাম তার জন্য ফলকে সব বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা। অতএব তুমি শক্তভাবে ধারণ কর এগুলো এবং নির্দেশ দাও তোমার কাওমকে এর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে। অচিরেই আমি তোমাদের দেখাব ফাসিকদের আবাসস্থল।

١٥٧- اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৫৭. যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যিনি উম্মী নবী, যার উল্লেখ লিপিবদ্ধ পায় তারা, তাদের কাছে যে তাওরাত ও ইন্‌জীল আছে তাতে, যিনি তাদের নির্দেশ দেন ভাল কাজের এবং তাদের নিষেধ করেন মন্দ কাজ থেকে, যিনি হালাল করেন তাদের জন্য পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন তাদের উপর অপবিত্র বস্তু; আর বিদূরিত করেন তাদের থেকে তাদের গুরুভার এবং শৃঙ্খল–যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা ঈমান আনে তাঁর প্রতি, সম্মান করে তাঁকে, সাহায্য করে তাঁকে এবং অনুসরণ করে সে নূর, যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।

١٥٨- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫৮. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য রাসূল আল্লাহ্‌র, যিনি আসমান ও যমীনের মালিক। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, যিনি উম্মী নবী; যিনি ঈমান আনেন আল্লাহ্‌তে এবং তাঁর বাণীতে এবং তোমরা অনুসরণ কর তাঁর, যাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হও।

১৮৮. আপনি বলুন ঃ আমি কোন ক্ষমতা রাখি না আমার নিজের লাভ-লোকসানের, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তবে অবশ্যই অনেক কল্যাণ সঞ্চয় করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবল সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে।

١٨٨- قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا
مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِىَ
السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ
وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

২০৩. আর যখন আপনি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত না করেন, তখন তারা বলে ঃ আপনি নিজেই কেন একটি নিদর্শন বেছে নেন না? আপনি বলুন ঃ আমি তো অনুসরণ করি কেবল তাঁরই, যা ওহী করা হয় আমার প্রতি আমার রবের তরফ থেকে। এ কুরআন তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

٢٠٣- وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ
قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ
قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ۚ
هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২০, ২১, ২৪, ২৭, ৪৬, ৬৪, ৬৫

২০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না তাঁর থেকে, যখন তার কথা শোন;

٢٠- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ
تَسْمَعُوْنَ ○

২১. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে ঃ আমরা শোনলাম, আসলে তারা শোনে না।

٢١- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

২৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে, যখন তিনি আহবান করবেন তোমাদের এমন কিছুর দিকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মানুষের ও তার অন্তরের মাঝে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٢٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ
اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

٢٧- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বিশ্বাস ভংগ করবে না আল্লাহ্ ও রাসূলের সংগে এবং খিয়ানত করবে না তোমাদের আমানতের ব্যাপারে– জেনেশুনে।

٤٦- وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৪৬. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূলের ও পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ করবে না; করলে, সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

٦٤- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৪. হে নবী! আল্লাহ্-ই যথেষ্ট আপনার জন্য এবং যারা আপনাকে অনুসরণ করে মু'মিনদের থেকে তাদের জন্য।

٦٥- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

৬৫. হে নবী! আপনি উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য; যদি তোমাদের মাঝে কুড়ি জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা বিজয়ী হবে দু'শ জনের উপর। আর তোমাদের মাঝে একশ' জন থাকলে, তারা বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপর। কেননা, তারা এমন লোক, যারা বোঝে না।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ২৪, ৩৩, ৬৩, ৭০, ১৩৩, ১২৮, ১২৯

٢٤- قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ

২৪. আপনি বলুন ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান–যা তোমরা ভালবাস, অধিক প্রিয় হয় তোমাদের কাছে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না ফাসিক লোকদের।

٣٣- هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যদীনসহ, তা জয়যুক্ত করার জন্য সমস্ত দীনের উপর, যদিও মুশরিকরা অপসন্দ করে।

٦٣- اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْىُ الْعَظِيْمُ ○

৬৩. তারা কি জানে না যে, যে কেউ বিরোধিতা করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে চিরকাল থাকবে? এটা হলো চরম লাঞ্ছনা।

٧٠- اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৭০. আসেনি কি তাদের কাছে তাদের পূর্ববর্তী নূহ্, আদ ও সামূদের কাওম, ইব্রাহীমের কাওম এবং মাদইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিদের সংবাদ? এসেছিল তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদের উপর যুলুম করেন; কিন্তু তারাই নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।

١١٣- مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১১৩. নবী এবং মু'মিনদের পক্ষে সংগত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় তাদের নিকট-আত্মীয়, এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা তো দোযখের অধিবাসী।

١٢٨- لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১২৮. এসেছেন তো তোমাদের কাছে একজন রাসূল* তোমাদেরই মধ্য থেকে, দুর্বিসহ তাঁর জন্য তা, যা তোমাদের কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদের মংগলকামী, মু'মিনদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়ালু।

١٢٩- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۫

১২৯. তবে তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে আপনি বলুন : আমার জন্য

* হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

আল্লাহ্-ই যথেষ্ট, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি, আর তিনি তো রব মহা-আরশের।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২, ১৩, ৪৭, ৯৪, ৯৫, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

٢- اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝

২. এটা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমি ওহী প্রেরণ করেছি তাদেরই এক জনের কাছে এ মর্মে যে, আপনি সতর্ক করুন মানুষদের এবং সুসংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে যে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা তাদের রবের কাছে! কাফিররা বলে ঃ নিশ্চয় এ ব্যক্তি তো এক স্পষ্ট যাদুকর!

١٣- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

১৩. আর আমি তো ধ্বংস করেছি বহু জন-গোষ্ঠিকে তোমাদের আগে, যখন তারা যুলুম করেছিল। আর এসেছিল তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না, এভাবেই আমি শাস্তি দেই অপরাধী লোকদের।

٤٧- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

৪৭. আর প্রত্যেক জন-গোষ্ঠির জন্য ছিল একজন রাসূল এবং যখন এসেছে তাদের রাসূল, তখন ফয়সালা করা হয়েছে তাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।

٩٤- فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

৯৪. যদি আপনি সন্দেহে থাকেন, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে; তবে জিজ্ঞেস করুন তাদের, যারা পাঠ করে আপনার পূর্বের কিতাব। এসেছে তো আপনার কাছে সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। অতএব আপনি হবেন না কখনও সন্দেহকারীদের শামিল।

৯৫. আর আপনি হবেন না কখনো তাদের শামিল, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, তা হলে আপনি হয়ে পড়বেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٩٥- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ○

১০৪. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! যদি তোমরা সন্দেহে থাক আমার দীনের ব্যাপারে, তাহলে জেনে রাখ, আমি ইবাদত করি না তাদের, যাদের তোমরা ইবাদত কর–আল্লাহ্ ছাড়া, বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হই।

١٠٤- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০৫. এবং আরো আদিষ্ট হয়েছি যে, আপনি প্রতিষ্ঠিত হন দীনে একনিষ্ঠভাবে, আর কখনো মুশরিকদের শামিল হবেন না।

١٠٥- وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৬. এবং আপনি ডাকবেন না আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে, যা না কোন উপকার করতে পারে আপনার, আর না কোন অপকার করতে পারে আপনার। যদি আপনি এরূপ করেন, তবে আপনি অবশ্যই হয়ে পড়বেন তখন যালিমদের শামিল।

١٠٦- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনার মংগল চান, তবে কেউ নেই রদ করার তাঁর সে অনুগ্রহ। তিনি দান করেন তাঁর অনুগ্রহ যাকে চান, স্বীয় বান্দাদের থেকে। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১০৮. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! অবশ্যই এসেছে তোমাদের কাছে সত্য, তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যে কেউ সৎপথে চলবে, সে তো নিজেরই মংগলের জন্য সৎপথে

١٠٨- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ○

চলবে। আর যে কেউ গুমরাহ্ হবে, সে তো গুমরাহ্ হবে নিজেরই অকল্যাণের জন্য; আর আমি নই তোমাদের কর্ম-সম্পাদনকারী।

١٠٩- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

১০৯. আর আপনি অনুসরণ করুন যে ওহী আপনার প্রতি করা হয় তার এবং সবর করুন, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২, ১৩, ২৫, ২৬, ৩৬, ৯৬, ৯৭, ১২০

١٢- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

১২. তবে কি আপনি বর্জন করবেন, আপনার প্রতি যে ওহী করা হয় তার কিছু, আর সংকুচিত হয় আপনার মন এতে-এজন্য যে, তারা বলে ঃ কেন পাঠানো হয়নি তাঁর কাছে ধন-ভাণ্ডার, অথবা কেন আসিনি তাঁর সাথে কোন ফিরিশ্তা ? আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয় কর্ম নিয়ন্ত্রক।

١٣- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

১৩. অথবা তারা কি বলে ঃ সে (মুহাম্মদ) এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে! আপনি বলুন ঃ তাহলে তোমরা নিয়ে এসো দশটি সূরা এর অনুরূপ-তোমাদের রচিত এবং ডাকো যদি পার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٢٥- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ○

২৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বলেছিল ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,

٢٦- أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ○

২৬. যেন তোমরা ইবাদত না করো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর; আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের।

৩৬. ওহী পাঠানো হয়েছিল নূহের প্রতি এ মর্মে যে, তোমার কাওমের কেউ কখনো ঈমান আনবে না, তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে। অতএব তুমি দুঃখিত হবে না, তারা যা করে তার জন্য।

٣٦- وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

৯৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট দলীলসহ,

٩٦- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

৯৭. ফির'আউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্তু তারা অনুসরণ করেছিল ফির-'আউনের কার্যকলাপের এবং ফির-'আউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না।

٩٧- إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ○

১২০. আর আমি রাসূলদের এসব বৃত্তান্ত আপনার কাছে বিবৃত করছি, যা দিয়ে আমি আপনার হৃদয়কে মজবুত করি এবং এর মাধ্যমে আপনার কাছে এসেছে সত্য, আর মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সতর্কবাণী।

١٢٠- وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৩, ১০২, ১০৮, ১০৯, ১১০

৩. আমি বিবৃত করছি আপনার কাছে একটি উত্তম বৃত্তান্ত, আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে এ কুরআন প্রেরণ করে; যদিও আপনি ছিলেন এর আগে গাফিলদের শামিল।

٣- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۖ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ○

১০২. এ হলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনাকে অবহিত করছি ওহীর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ষড়যন্ত্রের জন্য ঐক্যমতে পৌঁছেছিল।

١٠٢- ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ○

১০৮. বলুন ঃ এটাই আমার পথ, আমি ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ্ মহান, পবিত্র আর আমি নই মুশরিকদের শামিল।

١٠٨- قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

১০৯. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল আপনার আগে পুরুষদের ছাড়া, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠিয়েছি জনপদ-বাসীদের মধ্য থেকে। তারা কি ভ্রমণ করেনি পৃথিবীতে, আর দেখিনি, কি পরিণতি হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের? অবশ্যই আখিরাতের আবাস শ্রেয় মুত্তাকীদের জন্য। তবুও কি তোমরা বোঝ না?

١٠٩- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۗ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১১০. অবশেষে যখন নিরাশ হলো রাসূলগণ এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে; তখন তাদের কাছে এলো আমার সাহায্য। এভাবেই আমি রক্ষা করি যাকে চাই। আর রদ করা যায় না আমার শাস্তি অপরাধী লোকদের থেকে।

١١٠- حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ঃ৩০, ৩৭, ৩৮

৩০. এ ভাবেই আমি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি এক জনগোষ্ঠীর কাছে, গত হয়েছে যার আগে অনেক জনগোষ্ঠী, তাদের কাছে তিলাওয়াত করার জন্য, যা আমি ওহী করেছি আপনার কাছে তা, আর তারা তো কুফ্‌রী করে দয়াময় আল্লাহ্‌র সংগে। আপনি বলুনঃ তিনিই আমার রব, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

٣٠- كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ○

৩৭. এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন বিধানরূপে আরবী ভাষায়। আর যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আমার পর, তবে থাকবে না আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আপনার জন্য কোন অভিভাবক, আর না কোন রক্ষক।

٣٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○

٣٨- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ۭ
وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ○

৩৮. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল আপনার পূর্বে এবং দিয়েছিলাম তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। কোন রাসূলের ইখ্‌তিয়ার নেই যে, সে উপস্থিত করবে কোন নিদর্শন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া। প্রত্যেক বিষয়ের সময় কাল লিপিবদ্ধ।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৪, ৫

٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ
اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۭ فَيُضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল তার কাওমের ভাষা ছাড়া, যাতে সে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তাদের জন্য। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা গুম্‌রাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ
وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে, এই বলে ঃ বের করে আনো তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং উপদেশ দাও তাদের আল্লাহ্‌র শাস্তির ঘটনাবলী দিয়ে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

٦- وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ○

৬. আর তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি নাযিল করা হয়েছে কুরআন! তুমি তো নিশ্চিত পাগল!

٧- لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৭. কেন তুমি নিয়ে এসো না আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তাদের, যদি তুমি সত্যবাদী হও?

٨- مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ
اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ○

৮. আমি নাযিল করি না ফিরিশ্‌তাদের চূড়ান্ত ফয়সালা ছাড়া, আর তখন তারা অবকাশ পাবে না।

٩- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

৯. আমিই তো নাযিল করেছি কুরআন এবং নিশ্চিয় আমিই এর রক্ষক।

১০. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার আগে রাসূল পূর্বেকার জনগোষ্ঠীর মাঝে।

١٠- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○

১১. আর আসেনি তাদের কাছে এমন কোন রাসূল, যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো না।

١١- وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ২, ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৬৪, ১১৩

২. তিনি নাযিল করেন ফিরিশ্‌তাদের ওহীসহ স্বীয় নির্দেশে, নিজ বান্দাদের থেকে যাকে চান তার প্রতি এই বলে : সতর্ক কর যে, নেই কোন ইলাহ্ আমি ছাড়া। অতএব আমাকেই ভয় কর।

٢- يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○

৩৬. আমি তো পাঠিয়েছি রাসূল প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর কাছে, এ জন্য যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র এবং বর্জন কর তাগূতকে। তারপর তাদের কতককে আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন এবং তাদের কতকের উপর গুমরাহী সাব্যস্ত করেন। অতএব তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে, আর দেখ, কেমন হয়েছিল পরিণতি সত্য অস্বীকারকারীদের ?

٣٦- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۭ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৪৩. আমি তো প্রেরণ করিনি আপনার আগে কোন রাসূল পুরুষ মানুষ ছাড়া, যাদের কাছে আমি ওহী করেছিলাম। অতএব তোমরা জিজ্ঞেস কর জ্ঞানীদের যদি তোমরা না জান। (আরও দেখুন-২১ : ৭, ২৫)

٤٣- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৪৪. প্রেরণ করেছিলাম রাসূল স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থ দিয়ে এবং নাযিল করেছি আপনার প্রতি আল-কুরআন, যাতে আপনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন লোকদের কাছে, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।

٤٤- بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۭ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

٦٣- تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৩. আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো প্রেরণ করেছি রাসূল বহু জন-গোষ্ঠীর কাছে আপনার আগে, কিন্তু শয়তান শোভা করেছিল তাদের জন্য, তাদের ক্রিয়া কলাপ। অতএব শয়তান-ই তাদের অভিভাবক আজ এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

٦٤- وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৬৪. আর আমি তো নাযিল করিনি আপনার প্রতি কিতাব এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, আপনি বিশদভাবে বর্ণনা করবেন তাদের কাছে, যে বিষয় তারা মতভেদ করতো তা এবং হিদায়েত ও রহমত স্বরূপ মু'মিন লোকদের জন্য।

١١٣- وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১১৩. আর এসেছিল তো তাদের কাছে এক রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল, ফলে পাকড়াও করেছিল তাদের আযাব, এমতবাস্থায় যে, তারা ছিল যালিম।

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ১৫, ৯৪, ৯৫, ১০৫, ১০৬

١٥-...... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○

১৫. ......, আর আমি কাউকে আযাব দেই না, রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত।

٩٤- وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

৯৪. আর কোন কিছুই বিরত রাখে না লোকদের ঈমান আনা থেকে, তাদের কাছে যখন হিদায়েত আসে তারপর, তাদের এ কথা ছাড়া যে, তারা বলে ঃ আল্লাহ্ কি পাঠিয়েছেন কোন মানুষকে রাসূল করে?

٩٥- قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

৯৫. বলুন ঃ যদি ফিরিশ্‌তারা যমীনে বিচরণ করতো নিশ্চিন্তে, তাহলে অবশ্যই আমি পাঠাতাম তাদের কাছে আসমান থেকে ফিরিশ্‌তা রাসূলরূপে।

١٠٥- وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ

১০৫. আর আমি তো নাযিল করেছি কুরআন সত্যসহ এবং তা সত্যসহই নাযিল

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ○

হয়েছে। আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

١٠٦- وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ○

১০৬. আর আমি নাযিল করেছি কুরআন খণ্ড-খণ্ডভাবে, যাতে আপনি তা পাঠ করতে পারেন লোকদের কাছে ধীরেধীরে এবং আমি নাযিল করেছি তা ক্রমেক্রমে।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৫৬, ১১০

٥٦- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ○

৫৬. আমি তো পাঠাই রাসূলদের কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু কাফিররা ঝগড়া করে বাতিল নিয়ে হক-কে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এবং তারা গ্রহণ করে আমার নিদর্শনাবলী এবং যা দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়-তা, উপহাসের বিষয়রূপে।

١١٠- قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

১১০. বলুন ঃ আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। অতএব যে কেউ তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন ভাল কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪১, ৫১, ৫৪, ৫৬

٤١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○

৪১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইব্রাহীমের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী।

٥١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۬ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○

৫১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষভাবে মনোনীত বান্দা এবং রাসূল-নবী।

٥٤- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○

৫৪. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইসমাঈলের কথা, সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যবাদী এবং রাসূল-নবী।

٥٦- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○

৫৬. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইদ্রীসের কথা, আর সে ছিল সত্যনিষ্ঠ-নবী।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ৭৭

٧٧- وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ○

৭৭. আর আমি ওহী করেছিলাম মূসার প্রতি এই মর্মে যে, বের হও রাতের বেলায় আমার বান্দাদের নিয়ে এবং বানিয়ে নেও তাদের জন্য সমুদ্রের মাঝে এক শুকনো পথ এবং ভয় করো না যে, তোমাকে ধরে ফেলা হবে পেছন দিক থেকে এবং শংকিতও হয়ো না।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭৩, ১০৭, ১০৮

٧٣- وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○

৭৩. আর আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, তারা পথ প্রদর্শন করতো আমার নির্দেশ অনুসারে; আমি তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম ভাল কাজ করতে, স্বালাত কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে; আর তারা তো আমারই ইবাদত করতো।

١٠٧- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১০৭. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত স্বরূপ ।

١٠٨- قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০৮. বলুন ঃ আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্; সুতরাং তোমরা কি তাঁর প্রতি আত্মসমর্পনকারী হবে ?

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫২, ৫৩, ৫৪, ৭৫

٥٢- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِىٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল, আর না কোন নবী, কিন্তু তাদের কেউ যখনই কিছু পাঠ করেছে, তখনই শয়তান তার পাঠে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তবে আল্লাহ্ বিদূরিত করেন, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

٥٣- لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ

৫৩. এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তা পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের

مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۙ○

জন্য, যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং যারা পাষাণ হৃদয়, নিশ্চয় যালিমরা রয়েছে চরম মতবিরোধে।

٥٤- وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৫৪. আর এজন্য যে, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, ইহা সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। তারপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং এর প্রতি তাদের অন্তর বিণয় হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তো সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে।

٧٥- اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

৭৫. আল্লাহ্ মনোনীত করেন ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬

٤٤- ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۗ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৪৪. তারপর আমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলদের একের পর এক। যখনই এসেছে কোন জন-গোষ্ঠীর কাছে তাদের রাসূল, তখনই তারা তাকে অস্বীকার করেছে। এরপর আমি ধ্বংস করি তাদের একের পর এক এবং করে দেই তাদের কাহিনীর বিষয়। সুতরাং ধ্বংস হোক তারা, যারা ঈমান আনে না।

٤٥- ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

৪৫. তারপর আমি পাঠালাম মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ,

٤٦- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ○

৪৬. ফির'আউনও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা তো ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৪

٥٤- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ

৫৪. বলুন ঃ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

রাসূলের। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে রাসূলের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য কেবল রাসূলই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। অতএব যদি তোমরা তার (রাসূলের) আনুগত্য কর, তবে হিদায়েত লাভ করবে। আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭, ৮, ২০, ৪১, ৪২, ৫৬, ৫৭, ৫৮

٧- وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ○

৭. কাফিররা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খানা খায় এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে, কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা, যাতে সে তাঁর সংগে সতর্ককারীরূপে থাকতো ?

٨- أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ○

৮. অথবা তাকে কেন কোন ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না, অথবা কোন বাগান, যা থেকে সে আহার্য সংগ্রহ করতে পারে ? আর যালিমরা আরো বলে, তোমরা তো কেবল অনুসরণ করছো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির।

٢٠- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ○

২০. আর আমি পাঠাইনি আপনার পূর্বে কোন রাসূল, কিন্তু তারা খেতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। আর আমি করেছি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তোমরা কি সবর করবে ? তোমাদের রব তো সর্বদ্রষ্টা।

٤١- وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ○

৪১. আর যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে গণ্য করে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্ররূপে এবং বলে ঃ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন ?

৪২. সে তো আমাদের পথভ্রষ্ট করেই দিত আমাদের দেব-দেবীদের ব্যাপারে। যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় থাকতাম। আর অচিরেই তারা জানবে যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে আযাব কে অধিক পথভ্রষ্ট।

٤٢- إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا
لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط
وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৫৬. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে।

٥٦- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ○

৫৭. আপনি বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়; কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে যেন তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করে।

٥٧- قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

৫৮. আর আপনি নির্ভর করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন; আর তিনি যথেষ্ট তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে।

٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ
لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ط
وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৪৫

৪৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালিহ্‌কে, এ নির্দেশসহ, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র; কিন্তু তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে লাগলো।

٤٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ
صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ○

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩, ৫৯

৪৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব পূর্ববর্তী বহু মানব-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর, মানুষের জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, হিদায়েত ও রহমত-স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ
مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ
الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৫৯. আর আপনার রব ধ্বংস করেন না জনপদসমূহ। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি

٥٩- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى

Contents

حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى
اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ○

প্রেরণ করেন তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল, যিনি তিলাওয়াত করে শোনান তার অধিবাসীদের আমার আয়াতসমূহ। আর আমি ধ্বংস করি না জনপদসমূহ, কিন্তু যখন এর বাসিন্দারা যুলুম করে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৪

١٤- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ
فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ
فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ
وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১৪. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে। সে অবস্থান করেছিল তাদের মাঝে নয় শ' পঞ্চাশ বছর। তারপর তাদের পাকড়াও করেছিল মহাপ্লাবন; কেননা তারা ছিল যালিম।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৭

٤٧- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ
فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا
مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৭. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার পূর্বে রাসূলদের তাদের কাওমের কাছে। তাঁরা নিয়ে এসেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন; তারপর আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের, যারা অপরাধ করেছিল। আর আমার দায়িত্ব মু'মিনদের সাহায্য করা।

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ১, ২, ৩, ২১, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮;

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ
وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

২. আর আপনি অনুসরণ করুন, আপনার রবের তরফ থেকে আপনার কাছে যে ওহী করা হয়, তার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর, সে বিষয়ে।

٣- وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর এবং আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কর্ম-সম্পাদনে।

٢١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ......

২১. তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতের আশা রাখে তার জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ....... ।

٣٦- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

৩৬. আর যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় ফয়সালা দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ বা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন ইখ্‌তিয়ার থাকবে না। তবে কেউ অমান্য করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, সে তো গুমরাহ হবে চরমভাবে।

٣٨- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ○

৩৮. নবীর জন্য কোন বাধা নেই সে ব্যাপারে, যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তার জন্য। এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি, যারা গত হয়েছে পূর্বে, তাদের বেলায়ও। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ তো সুনির্ধারিত।

٣٩- الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

৩৯. তারা প্রচার করতো আল্লাহ্‌র বাণী এবং ভয় করতো তাঁকে; আর ভয় করতো না কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া, এবং আল্লাহ-ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।

٤٠- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৪০. মুহাম্মদ পিতা নন তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٤٥- يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

৪৫. হে নবী! আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে,

٤٦- وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

৪৬. আর আহবানীকারীরূপে আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর হুকুমে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

٤٧- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মহা-অনুগ্রহ।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ

৪৮. আর আপনি অনুসরণ করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের এবং উপেক্ষা করুন

وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

তাদের নির্যাতন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর; আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্ম সম্পাদনকারীরূপে।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৮, ৩৪, ৩৫

٢٨- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৮. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

٣٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

৩৪. আর আমি তো পাঠাইনি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী, কিন্তু তার বিত্তবান অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।

٣٥- وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

৩৫. আর তারা আরো বলেছে, আমরা অধিক সমৃদ্ধশালী সম্পদে ও জনবলে। অতএব আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে না।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৪, ২৫

٢٤- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○

২৪. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন জনগোষ্ঠী নেই, যাদের মধ্যে গত হয়নি কোন সতর্ককারী।

٢٥- وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

২৫. আর তারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তো অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও; এসেছিল তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৩০

١- يٰسٓ ○

১. ইয়া-সীন,

٢- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ○

২. কসম কুরআনে হাকীমের,

٣- اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৩. নিশ্চয় আপনি তো রাসূলদের শামিল,

٤- عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪. আপনি আছেন সরল-সঠিক পথে।

٥- تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝

৫. এ কুরআন নাযিলকৃত পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٦- لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন লোকদের, যাদের পিতৃ-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা রয়েছে গাফিল।

٣٠- يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৩০. হায়, আফসোস বান্দাদের জন্য! আসিনি তাদের কাছে কোন রাসূল, যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ঃ ১৭১, ১৭২, ১৮১

١٧١- وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৭১. আর অবশ্যই আমার একথা পূর্বেই স্থির হয়েছে আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে যে,

١٧٢- اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۝

১৭২. অবশ্যই তারা হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।

١٨١- وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৮১. আর সালাম রাসূলদের প্রতি।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ঃ ৭০

٧٠- اِنْ يُّوْحٰۤى اِلَيَّ اِلَّاۤ اَنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭০. আমার কাছে তো ওহী এসেছে যে, আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

সূরা মু'মিন, ৫০ঃ ৫১, ৭৮

٥١- اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

৫১. নিশ্চয় আমি সাহায্য করবো আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব জীবনে, আর যে দিন দাঁড়াবে সাক্ষীগণ।

٧٨- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

৭৮. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল আপনার আগে, যাদের কতকের কথা বিবৃত করেছি আপনার কাছে এবং কতকের কথা বিবৃত করিনি আপনার কাছে। কোন রাসূলের সাধ্য নেই যে, সে উপস্থাপিত করবে কোন নিদর্শন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া। যখন এসে যাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ তখন ফয়সালা হয়ে যাবে যথাযথভাবে; আর তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে বাতিলপন্থীরা।

সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, ৪১ ঃ ৪৩

৪৩. আপনার সম্বন্ধে তো শুধু তা-ই বলা হয়, যা বলা হতো আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। নিশ্চয় আপনার রব তো ক্ষমাশীল এবং কঠোর শাস্তিদাতা।

٤٣- مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩, ৭, ৫১, ৫২

৩. এভাবেই ওহী করেন আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি আল্লাহ্-যিনি পরাক্রমশালী, হিক্মত-ওয়ালা।

٣- كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন উম্মুল কুরা-নগরসমূহের মাতা মক্কা ও এর চার পাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল যাবে জান্নাতে এবং আরেক দল জাহান্নামে।

٧- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ○

৫১. আর মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ্ কথা বলবেন, তার সাথে ওহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার আড়াল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত আল্লাহ্র অনুমতি-ক্রমে তিনি যা চান তা পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ্ সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

٥١- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ○

৫২. আর এভাবেই আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি কুরআন আমার নির্দেশে, আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমি করেছি এ কুরআনকে আলোকবর্তিকা, হিদায়েত দেই এর সাহায্যে যাকে চাই আমার বান্দাদের থেকে; আর আপনি তো দেখান সরল-সঠিক পথ।

٥٢- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ২৩, ২৪, ৪৩, ৪৪, ৪৫

٢٣- وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

২৩. আর এভাবেই আমি যখনই পাঠিয়েছি আপনার আগে কোন জনপদে কোন সতর্ককারী, তখনই বলেছে এর বিত্তবান ব্যক্তিরা : আমরা তো পেয়েছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তো তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।

٢٤- قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

২৪. সতর্ককারী বলতো : আমি যদি তোমাদের কাছে নিয়ে আসি উত্তম পথ নির্দেশ তার চাইতে, যার উপর তোমরা পেয়েছ তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে? তারা বলতো : আমরা তো প্রত্যাখ্যান করি, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, তা।

٤٣- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৩. সুতরাং আপনি দৃঢ়ভাবে ধারন করুন আপনার প্রতি যা ওহী করা হয় তা। আপনি তো আছেন সরল-সঠিক পথে।

٤٤- وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ○

৪৪. আর নিশ্চয়ই এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য সম্মানের বস্তু। অবশ্যই এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।

٤٥- وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৪৫. আপনি জিজ্ঞেস করুন আপনার পূর্বে যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের, আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ যার ইবাদত করা যায়?

সূরা আহ্কাফ, ৪৬ : ৭, ৮, ৯

٧- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন কাফিররা সত্য সম্বন্ধে বলে, যখন তা তাদের কাছে উপস্থিত হয়, এতো সুস্পষ্ট যাদু।

Contents

৮. অথবা তারা কি বলে, মুহাম্মদ কি এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে ? আপনি বলুন ঃ যদি আমি ইহা নিজে রচনা করে থাকি, তবে তোমরা কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে। আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত সে বিষয় যাতে তোমরা আলোচনায় লিপ্ত আছ। তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মধ্যে। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٨- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৯. বলুন ঃ আমি কোন অভিনব রাসূল নই। আর আমি জানি না, কী করা হবে আমার ও তোমাদের ব্যাপারে ? আমি তো অনুসরণ করি কেবল তারই, যা ওহী করা হয় আমার প্রতি। আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٩- قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩২, ৩৩

৩২. নিশ্চই যারা কুফরী করে আর আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং রাসূলের বিরোধিতা করে তাদের কাছে হিদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর, তারা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্‌র। আর তিনি অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবেন তাদের কর্ম।

٣٢- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ○

৩৩. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর বিনষ্ট করো না নিজেদের কর্ম।

٣٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ○

সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ৮, ৯, ১৩, ১৭, ২৭, ২৯

৮. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে,

٨- اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ○

৯. যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং

٩- لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط
وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

রাসূলকে শক্তি যোগাও আর তাঁকে সম্মান কর। আর তোমরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর আল্লাহ্‌র সকালে ও সন্ধ্যায়।

١٣- وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

১৩. আর যে ঈমান আনে না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমি তো তৈরী করে রেখেছি সে সব কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুন।

١٧-... وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج
وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৭. . . . আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। কিন্তু যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে, তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

٢٧- لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
اٰمِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا
لَا تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا
فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে। অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রবেশ করবে মসজিদে-হারামে নিরাপদে, তোমাদের কেউ মাথা মুড়াবে এবং কেউ চুল ছোট করবে; তোমরা ভয় করবে না। আর আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা জান না এবং তিনি এ ছাড়াও তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

٢٩- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز
سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط
ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛ
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল; আর তাঁর সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানু ভূতিশীল; তুমি তাদের দেখতে পাবে রুকূ‘ ও সিজ্‌দায় অবনত, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের লক্ষণ তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে সিজ্‌দার প্রভাবে, এরূপই তাদের গুণাবলী বর্ণিত রয়েছে তাওরাতে এবং ইন্‌যীলেও। তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ, যা নির্গত করে তার অংকুর, তারপর তাকে শক্ত ও পুষ্ট করে

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

এবং পরে স্বীয় কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা আনন্দিত করে চাষীকে। ফলে, তাদের কারণে কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৭, ১৪, ১৫

٧- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে তো আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি যদি মেনে চলেন তোমাদের কথা অনেক বিষয়ে, তা হলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং শোভনীয় করেছেন তা তোমাদের অন্তরে, আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে, এরাই আছেন সঠিক পথে।

١٤- .... وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৪. .... আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের তবে লাঘব করা হবে না তোমাদের কর্মফল থেকে কিছুই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

١٥- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

১৫. মু'মিন তো তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারপর সন্দেহ পোষণ করে না, আর জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে, তারাই প্রকৃত সত্যবাদী।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২.

٥٢- كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝

৫২. এভাবেই, যখন তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোন রাসূল এসছে, তখনই তারা তাকে বলেছে ঃ এতো এক যাদুকর, অথবা এক পাগল।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৭, ৮, ১৯, ২৫, ২৬, ২৭

٧- اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

৭. তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর তা থেকে, যার উত্তরাধিকারী আল্লাহ্ তোমাদের করেছেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

٨- وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঈমান আনছো না আল্লাহ্র প্রতি অথচ রাসূল আহবান করছেন তোমাদের ঈমান আনতে তোমাদের রবের প্রতি। আর আল্লাহ্ তো অংগীকার গ্রহণ করেছেন তোমাদের থেকে যদি তোমরা মু'মিন হও।

١٩- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১৯. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারাই সিদ্দীক ও শহীদ তাদের রবের কাছে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহ, তারাই দোযখের অধিকারী।

٢٥- لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

২৫. নিশ্চয়ই আমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং নাযিল করেছি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়-নীতি ; যাতে মানুষ কায়েম করতে পারে ইনসাফ। আর আমি দিয়েছি লোহাও, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রভূত কল্যাণ মানুষের জন্য। আর এ জন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন, কে সাহায্য করে তাঁকে না দেখেও এবং তাঁর রাসূলকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٢٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ

২৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্ ও ইব্রাহীমকে এবং দিয়েছিলাম তাদের

فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ○

বংশধরদের নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের কতক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল, আর অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

٢٧- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ○

২৭. তারপর আমি তাদের পেছনে অনুগামী করেছিলাম আমার অনেক রাসূলকে এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইন্‌জীল এবং দিয়েছিলাম তাদের অন্তরে, যারা তার অনুসরণ করেছিল, সাহমর্মিতা ও দয়া। কিন্তু সন্ন্যাসবাদ তা তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল, আমি তা তাদের জন্য বিধান দেইনি, কিন্তু তা করেছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, অথচ তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। সুতরাং আমি দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদের পুরস্কার, আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৫, ১২, ২০, ২১

٥- اِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

৫. নিশ্চয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তাদের লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের। আর আমি তো নাযিল করেছি স্পষ্ট আয়াত কাফিরদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

١٢- يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ ○

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন চুপেচুপে কথা বলতে চাইবে রাসূলের সংগে, তখন তার আগে সাদাকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। তবে যদি তোমরা তা না পার, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٠- اِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗۤ اُولٰۤئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ ○

২০. নিশ্চয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তারা তো চরম লাঞ্ছিতদের শামিল।

Contents

٢١- كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝

২১. আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন অবশ্যই বিজয়ী হবো আমি এবং আমার রাসূলগণ; নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশীল।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ৪, ৭

٤- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৪. ইহা এজন্য যে, তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্র, আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

٧- مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৭. যা কিছু আল্লাহ্ সহজে দিয়েছেন (বিনা যুদ্ধে) তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের থেকে, যা আল্লাহ্র রাসূলের, তাঁর নিকট আত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিস্‌কীনদের ও পথের সন্তানদের। যাতে তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান, কেবল তাদেরই মাঝে সম্পদ আবর্তিত না হয়। আর রাসূল যা তোমাদের দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তিনি যা থেকে তোমাদের বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ৯

٩- هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

৯. তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও দীনে হক দিয়ে বিজয়ী করার জন্য এ দীনকে সব দীনের উপর, যদিও অপসন্দ করে মুশরিক্‌রা।

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ২

٢- هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি আবৃত্তি করে শোনান তাদের তাঁর আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিক্‌মত, আর তারা তো ছিল এর আগে স্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৫, ৬, ১২

৫. আসেনি কি তোমাদের কাছে পূর্ববর্তী কাফিরদের খবর ? আর তারা তো আস্বাদন করেছিল তাদের কর্মের প্রতিফল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

٥- اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬. ইহা এ কারণে যে, তাদের কাছে আসতো তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তখন তারা বলতো ঃ মানুষই কি আমাদের পথের দিশা দেবে? তারপর তারা কুফরী করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু আল্লাহ্ পরওয়া করেননি। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

১২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

١٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৮

৮. অনেক জনপদবাসী ছিল, যারা অবাধ্যতা করেছিল তাদের রবের নির্দেশের এবং তাঁর রাসূলদেরও ; ফলে আমি তাদের থেকে হিসাব নিয়েছিলাম কঠোর হিসাব এবং দিয়েছিলাম তাদের কঠিন শাস্তি।

٨- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ১০

১০. আর তারা অমান্য করেছিল তাদের রবের রাসূলকে, ফলে তিনি পাকড়াও করেন তাদের কঠোর আযাবে।

١٠- فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ○

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. হে বস্ত্রাবৃত !

١- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○

২. আপনি রাত্রি জাগরণ করুন, এর কিছু অংশ ছাড়া,

٢- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৩. অর্ধেক রাত অথবা তার চাইতে কিছু কম,

٣-نِّصۡفَهٗۤ اَوِ انۡقُصۡ مِنۡهُ قَلِيۡلًا ۝

৪. অথবা তার চাইতে কিছু বেশী। আর তিলাওয়াত করুন স্পষ্টভাবে কুরআন ধীরেধীরে,

٤-اَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ الۡقُرۡاٰنَ تَرۡتِيۡلًا ۝

৫. নিশ্চয় আমি অচিরেই নাযিল করছি আপনার উপর গুরুভার বাণী।

٥-اِنَّا سَنُلۡقِىۡ عَلَيۡكَ قَوۡلًا ثَقِيۡلًا ۝

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ১৬, ১৭, ১৮

১৬. আপনি সঞ্চালিত করবেন না ওহীর সাথে আপনার জিহ্‌বা তা দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য।

١٦-لَا تُحَرِّكۡ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهٖ ۝

১৭. নিশ্চয় আমার দায়িত্ব হলো এর সংরক্ষণ এবং এর পাঠ করিয়ে দেওয়া।

١٧- اِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهٗ وَقُرۡاٰنَهٗ ۝

১৮. সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।

١٨-فَاِذَا قَرَاۡنٰهُ فَاتَّبِعۡ قُرۡاٰنَهٗ ۝

১৯. তারপর আমারই দায়িত্ব এর বিশদ ব্যাখ্যার। .

١٩- ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهٗ ۝

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,

١-اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِىۡ خَلَقَ ۝

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে।

٢-خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۝

৩. আপনি পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত।

٣-اِقۡرَاۡ وَرَبُّكَ الۡاَكۡرَمُ ۝

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্য,

٤-الَّذِىۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۝

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

٥- عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝

* রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হিরা গুহায় এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ওহী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিয়ামত ও আখিরাত

কিয়ামত — قيامت

সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ১, ২, ৩

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রব সারা জাহানের ;

২. যিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময় ;

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

٢- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪৮, ৮৫, ১২৩

৪৮. আর তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো থেকে কোন সুপারিশ কবুল করা হবে না এবং কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না ; আর তারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।

٤٨- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৮৫. .... তবে কি তোমরা ঈমান আনো কিতাবের কিছু অংশে এবং প্রত্যাখ্যান কর এর কিছু অংশ? সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র শাস্তি এ দুনিয়ার জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠোর শাস্তিতে। আর আল্লাহ অনবহিত নন তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

٨٥- ... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

১২৩. আর তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কবুল করা হবে না কারো থেকে কোন বিনিময়, আর কাজে আসবে না কারো কোন সুপরিশ এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

١٢٣- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৫, ৫৫, ১০৬, ১০৭, ১৮০, ১৮৫

২৫. কী অবস্থা হবে তাদের যখন আমি তাদের একত্র করবো এমন একদিনে যাতে কোন সন্দেহ নেই? আর দেয়া হবে প্রত্যেককে পূর্ণভাবে তার অর্জিত কর্মফল ; তার প্রতি কোন যুলুমও করা হবে না।

٢٥- فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৫৫. স্মরণ কর, আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! আমি তো তোমাকে মৃত্যু দেব, তবে এখন তোমাকে তুলে নেব আমার কাছে, আর পবিত্র করবো তোমাকে তাদের থেকে যারা কুফরী করেছে। আর যারা প্রকৃতভাবে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের প্রাধান্য দেব কাফিরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে আমি ফয়সালা করে দেব তোমাদের মাঝে সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

٥٥- إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

১০৬. কিয়ামতের দিন অনেক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং অনেক মুখ কাল হবে, যাদের মুখ কাল হবে তাদের বলা হবে, তোমরা কি কুফরী করেছিলে ঈমান আনার পরে? অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যে কুফরী করতে সে কারণে।

١٠٦- يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۗ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে ; সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

١٠٧- وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۭ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১৮০. আর যারা কৃপণতা করে, আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে তাতে,তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গলকর, বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় অবশ্যই পরিয়ে দেয়া হবে।

١٨٠- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

আসমান ও যমীনের মীরাস আল্লাহ্‌রই। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর, সে বিষয়ে।

١٨٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۭ
وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۭ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই তোমাদের পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে তোমাদের কর্মফল কিয়ামতের দিন। আর যাকে দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে, সে-ই সফলকাম। আর দুনিয়ার জিন্দেগী ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৭,১৫৯

٨٧- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ
وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, নেই কোন সন্দেহ এতে। আর কে অধিক সত্যবাদী আল্লাহর চাইতে কথায়?

١٥٩- وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ○

১৫৯. আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে কেউ থাকবে না, যে ঈমান আনবে না তার-ঈসার প্রতি, তার মৃত্যুর পূর্বে এবং সে কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবে তাদের বিরুদ্ধে।

সূরা আন্‌আম, ৬ ঃ ১২, ১৫, ১৬, ৩১, ৭৩

١٢- قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ
عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ
لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ ۭ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২. আপনি বলুন ঃ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা কার? বলে দিন ঃ তা আল্লাহর। তিনি রহম করা নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

١٥- قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ
رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৫. আপনি বলুন ঃ আমি তো ভয় করি মহা-দিবসের শাস্তির, যদি আমি নাফরমানী করি আমার রবের।

١٦- مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

১৬. যাকে রক্ষা করা হবে সেদিন এ আযাব থেকে, তার প্রতি তো তিনি রহম করবেন, আর এটাই স্পষ্ট সাফল্য।

٣١- قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۚ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

৩১. অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে ; এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে উপস্থিত হবে কিয়ামত, তখন তারা বলবে ঃ হায়, আফসোস! আমরা যে একে অবহেলা করেছিলাম তার জন্য, তারা বহণ করবে নিজেদের পিঠে পাপের বোঝা। কতনা নিকৃষ্ট যা তারা বহন করবে!

٧٣- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৭৩. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যেদিন তিনি বলবেন ঃ হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। সেদিনের কর্তৃত্ব তাঁরই, যেদিন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়। তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে, তিনি হিকমতওয়ালা এবং সব খবর রাখেন।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩২, ১৮৭

٣٢- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৩২. আপনি বলুন ঃ কে হারাম করেছে, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও হালাল রিযিক সৃষ্টি করেছেন তা? বলুন ঃ এসব রয়েছে মু'মিনদের জন্য দুনিয়ার যিন্দেগীতে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে। এভাবেই আমি বিশদভাবে বিবৃত করি আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

١٨٧- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى

১৮৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলুন ঃ এর জ্ঞান কেবল আমার রবের কাছে। কেবল তিনিই তা যথাসময় প্রকাশ করবেন। তা হবে এক ভয়ংকর ঘটনা আসমান ও যমীনে। তা

Contents

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۚ
يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ
قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

তোমাদের উপর অকস্মাৎ আসবে। তারা আপনাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে এ মনে করে যে, আপনি এ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আপনি বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৭

١٠٧- اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ
مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১০৭. তবে কি তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করে আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাব তাদের কাছে আসা থেকে, অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামতের উপস্থিতি থেকে, তারা জানবেও না?

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৪৮,৪৯,৫০

٤٨- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ
وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

৪৮.. যেদিন পরিবর্তিত হবে এ পৃথিবী অন্য পৃথিবীতের এবং আসমানও, আর তারা উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র কাছে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

٤٩- وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ
مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۝

৪৯. আর তুমি দেখবে অপরাধীদের সেদিন শৃংখলিত অবস্থায়,

٥٠- سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ
وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝

৫০. আর তোদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে আগুন।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৮৫

٨٥- وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ السَّاعَةَ
لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝

৮৫. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন এবং এদু'য়ের মাঝের কোন কিছুই অযথা। আর অবশ্যই কিয়ামত তো সংঘটিত হবেই। অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করুন পরম সৌজন্যের সাথে।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ২৭, ২৮, ২৯, ৭৭

٢٧- ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ
وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۚ

২৭. তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ অপমানিত করবেন তাদের এবং বলবেন ঃ কোথায় আমার সে সব শরীক

قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

যাদের সম্পর্কে তোমরা তর্ক-বিতর্ক করতে? যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, আজ আপমান ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য।

٢٨- الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط
بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তারা, তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায়। তারপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা তো করতাম না কোন মন্দকাজ। হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কে যা তোমরা করতে।

٢٩- فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

২৯. অতএব তোমরা প্রবেশ কর দরজা দিয়ে জাহান্নামে, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।

٧٧- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৭৭. আর আল্লাহরই রয়েছে আসমান ও যমীনদের গায়েবের জ্ঞান। আর কিয়ামতের ব্যাপার তো কেবল চোখের পলকের মত, বরং তার চাইতেও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় শক্তিমান।

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ১৩,১৪,৯৭

١٣- وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○

১৩. আর প্রত্যেক মানুষের কাজকে আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং আমি বের করবো তার জন্য কিয়ামতের দিন এক কিতাব, তা সে পাবে খোলা অবস্থায়।

١٤- اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ○

১৪. বলা হবে ঃ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

٩٧- وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ط

৯৭. আর যাকে হিদায়েত দান করেন আল্লাহ, সে-ই হিদায়েতপ্রাপ্ত ; আর যাকে তিনি গুমরাহ করেন, তুমি পাবে না তার জন্য কোন অভিভাবক তিনি ছাড়া। আমি তাদের একত্র করবো কিয়ামতের দিন

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○

মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তা নিভে আসবে তখনই আমি তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেব আগুনের শিখা।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৯৯, ১০০, ১০৫, ১০৬

٩٩- وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ○

৯৯. আর আমি ছেড়ে দেব তাদের সেদিন এ অবস্থায় যে, তাদের কতক কতকের উপর তরঙ্গের মত পতিত হবে এবং সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তারপর আমি তাদের একত্র করবো সবাইকে।

١٠٠- وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ○

১০০. আর আমি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করবো জাহান্নামকে সেদিন কাফিরদের জন্য।

١٠٥- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○

১০৫. ওরা তো তারা, যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের রবের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাক্ষাতকে ; ফলে ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের কাজ। অতএব আমি স্থাপন করব না তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওযন।

١٠٦- ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ○

১০৬. এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম, তারা যে কুফরী করেছিল এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রাসূলদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিল সেজন্য।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩, ৯৪, ৯৫

١٣- وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ○

৯৩ আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে উপস্থিত হবে না দয়াময় আল্লাহর কাছে বান্দারূপে।

٩٤- لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ○

৯৪. অবশ্যই তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তাদের এবং তাদের গণনা করেও রেখেছেন।

٩٥- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ○

৯৫. আর তারা সবাই আসবে তাঁর কাছে কিয়ামতের দিন একা-একা।

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ১৫, ১৬, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১২৪, ১২৫, ১২৬,

১৫. নিশ্চয় কিয়ামত তো সংঘটিত হবেই, আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই প্রতিফল লাভ করতে পারে নিজনিজ কর্ম অনুযায়ী।

١٥- إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ○

১৬. অতএব সে যেন তোমাকে ফিরিয়ে না রাখে কিয়ামতে বিশ্বাস করা থেকে, যে তাতে ঈমান রাখে না এবং অনুসরণ করে স্বীয় প্রবৃত্তির। এমনটি হলে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

١٦- فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ○

১০০. যে কেউ বিমুখ হবে কুরআন থেকে, সে তো বহন করবে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝা।

١٠٠- مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ○

১০১. তাতে তারা স্থায়ী হবে। আর কত নিকৃষ্ট হবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন –এ বোঝা!

١٠١- خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ○

১০২. সেদিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং আমি একত্র করবো অপরাধীদের সেদিন ভয়ে চোখ ঘোলাটে হয়ে যাওয়া অবস্থায়।

١٠٢- يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ○

১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মাঝে চুপেচুপে বলবে ঃ তোমরা তো অবস্থান করেছিলে দুনিয়াতে মাত্র দশদিন।

١٠٣- يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ○

১০৪. আমি ভাল জানি, তারা কি বলে তা; তাদের মাঝে যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছিল, সে বলবে ঃ তোমরা তো অবস্থান করেছিলে সেখানে মাত্র একদিন।

١٠٤- نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ○

১০৫. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে পর্বতমালা সম্পর্কে। আপনি বলুন ঃ আমার রব সে সব সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।

١٠٥- وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ○

١٠٦-فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

১০৬. তারপর তিনি তা পরিণত করবেন সমতল ভূমিতে,

١٠٧-لَّا تَرٰى فِيهَا عِوَجًا وَّلَآ أَمْتًا ۝

১০৭. যাতে তুমি দেখবে না কোন বক্রতা, আর না কোন উচ্চতা।

١٠٨-يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

১০৮. সেদিন তারা অনুসরণ করবে আহবানকারীর, এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া ; আর স্তব্ধ হয়ে যাবে সকল শব্দ দয়াময় আল্লাহর সামনে। অতএব তুমি শুনতে পাবে না মৃদু পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই।

١٠٩-يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

১০৯. সেদিন কোন কাজে আসবে না কারো সুপারিশ, তবে যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন সে ছাড়া।

١٢٤-وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى ۝

১২৪ আর যে বিমুখ হবে আমার স্মরণ থেকে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত, আর আমি তাকে উঠাব কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়।

١٢٥-قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمٰى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ۝

১২৫. সে বলবে ঃ হে আমার রব! কেন আপনি উঠালেন আমাকে অন্ধ করে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।

١٢٦-قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسٰى ۝

১২৬. আল্লাহ বলবেন ঃ এভাবেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে তা, আর সেভাবেই আজ তুমি বিস্মৃত হলে।

সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

٩٨-إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنتُمْ لَهَا وٰرِدُونَ ۝

৯৮. নিশ্চয় তোমরা এবং যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহকে ছাড়া তারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন ; তোমরা সবাই সেখানে প্রবেশ করবে।

٩٩-لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝

৯৯. যদি সেগুলো ইলাহ হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। কিন্তু তারা সবাই সেখানে স্থায়ী হবে ।

১০০. তাদের জন্য সেখানে থাকবে আর্তনাদ, আর তারা সেখানে কিছুই শুনতে পাবে না।

١٠٠-لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝

১০১. নিশ্চয়ই যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আমার কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।

١٠١-إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰٓ ۙ أُولَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝

১০২. তারা শুনবে না জাহান্নামের ক্ষীণতম শব্দও এবং তাদের মন যা চায়, তা তারা চিরদিন ভোগ করতে থাকবে।

١٠٢-لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ ۝

১০৩. তাদের বিষাদক্লিষ্ট করবে না মহাভীতি এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে ঃ এ তোমাদের সেদিন , যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।

١٠٣-لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ ۖ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

১০৪. সেদিন আমি গুটিয়ে ফেলব আসমান, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি শুরু করেছিলাম প্রথম সৃষ্টি, সেভাবেই আমি তা পুনরাবৃত্তি করবো। এ আমার পালনীয় ওয়াদা; আমি অবশ্যই তা পালন করবো।

١٠٤-يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ۝

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১, ২, ১৭, ৫৫, ৫৬, ৫৯

১. হে মানুষ ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

١-يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝

২. যেদিন তোমরা দেখবে, সেদিন ভুলে যাবে প্রত্যেক স্তন্যদানকারী মা তার দুধপানকারী শিশুকে এবং গর্ভপাত করে ফেলবে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর আযাব অতিশয় কঠিন।

٢-يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

১৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, আর যারা সাবিয়ী, নাসারা ও অগ্নি-উপাসক এবং যারা মুশরিক হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

١٧-إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِـِٔينَ وَالنَّصَٰرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوٓا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৫৫. আর যারা কুফরী করেছে, তারা সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে এতে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আসবে কিয়ামত হঠাৎ, অথবা আসবে তাদের কাছে সন্ধ্যা দিনের আযাব।

٥٥-وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ○

৫৬. সেদিনের অধিপত্য কেবল আল্লাহরই। সেদিন তিনি তাদের মাঝে বিচার করবেন। অতএব যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতুন নাঈম-এ।

٥٦-اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৫৯. আল্লাহ বিচার মীমাংসা করে দেবেন তোমাদের মাঝে কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

٥٩-لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১

১০১. আর যেদিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন থাকবে না তাদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন এবং তারা একে অপরের খোঁজ খবরও নেবে না।

١٠١-فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮২, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০

৮২. আর যখন উপক্রম হবে তাদের প্রতি ওয়াদা পূরণের কথা,তখন আমি বের করবো তাদের জন্য এক জন্তু যমীন থেকে, যে তাদের সাথে কথা বলবে ; কেননা মানুষ তো আমার নিদর্শনে অবিশ্বাস করতো।

٨٢-وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ○

৮৭. আর যেদিন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়, সেদিন ভীত বিহবল হয়ে পড়বে যারা আছে আসমানে ও যমীনে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ছাড়া। আর আসবে সবাই তাঁর কাছে বিনত অবস্থায়।

٨٧-وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○

৮৮. আর তুমি দেখছো পর্বতমালাকে, মনে করছো তা নিশ্চল,অথচ তা হবে সেদিন

٨٨-وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً

وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○

চলমান মেঘের মত। এ হলো আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য, তিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম। নিশ্চয় তিনি সম্যক অবহিত সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

٨٩- مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○

৮৯. যে কেউ আসবে নেক-আমল নিয়ে, সে-তা থেকে পাবে তার চাইতে উত্তম বিনিময়, আর তারা হবে সেদিন শঙ্কামুক্ত।

٩٠- وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯০. আর যে কেউ আসবে সেদিন বদ-আমল নিয়ে, তাদের অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে ; তাদের বলা হবে ; তোমাদের তো কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৫

٦١- اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○

৬১. যাকে আমি ওয়াদা দিয়েছি উত্তম পুরস্কারের, আর যা সে অবশ্যই পাবে, সে কি তার মত যাকে আমি ক্ষণিকের ভোগ বিলাস দিয়েছি দুনিয়ার জীবনে ; তারপর তাকে কিয়ামতের দিন হাযির করা হবে অপরাধীরূপে?

٦٢- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৬২. আর সেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সে সব শরীকরা, যাদের তোমরা আমার সমান মনের করতে?

٦٣- قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ؗ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ○

৬৩. যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! এদের আমরা বিপথগামী করেছিলাম। যেমন আমরা বিপথগামী হয়েছিলাম, আমরা অব্যাহতি চাচ্ছি আপনার কাছে ; এরা তো আমাদের পুজা করতো না!

٦٤- وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ

৬৪. আর তাদের বলা হবে ঃ তোমরা ডাক তোমাদের দেব-দেবীদের। তখন তারা

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ
لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ○

তাদের ডাকবে। কিন্তু তারা সাড়া দেবে না তাদের ডাকে। আর তারা দেখবে আযাব। হায়! এরা যদি সৎপথে চলতো!

٦٥- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ
مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৬৫. আর সেদিন আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেন ঃ তোমরা কী জবাব দিয়েছিলে রাসূলদের?

٦٦- فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○

৬৬. আর সেদিন সকল তথ্য তাদের থেকে উবে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না।

٦٧- فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ○

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং নেক-আমল করেছিল; আশা করা যায় সে হবে সফলকামদের শামিল।

٧٤- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ
الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৭৪. আর সেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন ঃ কোথায় তারা, যাদের তোমরা শরীক মনে করতে?

٧٥- وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا
فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৭৫. আর আমি সেদিন প্রত্যেক জাতির থেকে বের করবো একজন সাক্ষী এবং বলবো ঃ তোমরা উপস্থিত কর তোমাদের প্রমাণ। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য তো আল্লাহ্‌রই এবং উধাও হয়ে যাবে তাদের থেকে তা যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৩, ৫৩, ৫৪, ৫৫

١٣- وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ
وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۚ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩. আর তারা বহন করবে নিজেদের বোঝা এবং আরো কিছু বোঝা তার সাথে। আর অবশ্যই তাদের প্রশ্ন করা হবে কিয়ামতের দিন, যে মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করেছে সে সম্পর্কে।

٥٣- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ
وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ

৫৩. আর তারা আপনাকে জলদি আনতে বলে আযাব। আর যদি না থাকতো নির্ধারিত কাল, তাহলে অবশ্যই আসতো তাদের উপর আযাব। আর

وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

অবশ্যই আসবে তাদের উপর আযাব হঠাৎ এবং তারা তা জানবেও না।

٥٤-يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

৫৪. তারা আপনাকে জল্‌দি আনতে বলে আযাব। আর জাহান্নাম তো কাফিরদের পরিবেষ্টন করবেই।

٥٥-يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫৫. সেদিন তাদের ঢেকে ফেলবে আযাব তাদের উপর থেকে এবং তাদের নিচ থেকে। আর আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার আস্বাদন কর যা তোমরা করতে তা।

সূরা রূম, ৩০ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৫৫

١٢-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

১২. আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন হতাশ হয়ে পড়বে অপরাধীরা।

١٣-وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

১৩. আর তাদের দেব-দেবীরা তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারাও তাদের দেব-দেবীদের প্রত্যাখ্যান করবে।

١٤- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ○

১৪. আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন তারা দলেদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

١٥-فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ○

১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছিলে এবং নেক-আমল করেছিল,তারা থাকবে সুখদ-কাননে উল্লসিত।

١٦-وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ○

১৬. আর যারা কুফরী করেছিল এবং অস্বীকার করেছিল আমার নির্দর্শনাবলী ও আখিরাতের সাক্ষাতকে, তারাই আযাব ভোগ করতে থাকবে।

٥٥-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ○

৫৫. আর যেদিন কায়েম হবে কিয়ামত, সেদিন কসম করে বলবে অপরাধীরা যে, তারা অবস্থান করেনি পৃথিবীতে এক মূহূর্তের বেশী। এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হতো।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৩৩, ৩৪

٣٣-يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز

৩৩. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে এবং ভয় কর সেদিনকে, যেদিন

وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ط
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا قف
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

কোন কাজে আসবে না পিতা তার সন্তানের, আর না কোন সন্তান উপকারে আসবে তার পিতার। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব তোমাদের যেন কিছুতেই ধোঁকা না দেয় দুনিয়ার জীবন, আর কিছুতেই যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয় আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চক শয়তান।

٣٤- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ط
وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط
وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনিই জানেন যা কিছু আছে জরায়ুতে। আর কেউ জানে না সে কি উপার্জন করবে আগামীকাল এবং কেউ জানে না কোন যমীনে কার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

সূরা সাজ্দা, ৩২ ঃ ৫, ২৫, ২৮, ২৯

٥- يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ
اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

৫. আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয় আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত, এরপর তা উপস্থিত হবে তাঁর কাছে এমন একদিনে যার পরিমাপ এক হাযার বছর তোমাদের হিসাব মত।

٢٥- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

২৫. নিশ্চয় আপনার রবই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো তার।

٢٨- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৮. আর তারা জিজ্ঞাসা করে ঃ কখন হবে এ ফয়সালা, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

٢٩- قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْۤا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

২৯. আপনি বলুন ঃ ফয়সালার দিনে কোন কাজে আসবে না কাফিরদের ঈমান আনা এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ৬৩

٦٣- يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط
قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ط

৬৩. আপনাকে জিজ্ঞেস করে লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে। বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর কাছে। আর কিসে

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ○

আপনাকে জানাবে সে সম্পর্কে? হয়তো কিয়ামত জল্‌দি সংঘটিত হয়ে যেতে পারে।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩

٣- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

৩. আর যারা কুফরী করেছে , তারা বলে ঃ আসবে না আমাদের কাছে কিয়ামত। আপনি বলুন ঃ হাঁ, আসবেই ; কসম আমার রবের! অবশ্যই তা তোমাদের কছে আসবে। তিনি গায়েব সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু আসমানে, আর না যমীনে; অথবা তার চাইতে ছোট বড় কিছু ; বরং তাতো আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

٥١- وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ○

৫১. আর যখনই শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে।

٥٢- قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ○

৫২. তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের জাগালো আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে? এ ওয়াদাই তো দিয়েছিলেন দয়াময় আল্লাহ, আর সত্য বলেছিলেন রাসূলগণ ।

٥٣- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ○

৫৩. এতো এক মহানাদ মাত্র, ফলে তখনই তাদের সকলকে আমার সামনে হাযির করা হবে।

٥٤- فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৫৪. এদিন কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না, আর তোমাদের বিনিময় দেয়া হবে কেবল তার, যা তোমরা করতে।

٥٩- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ○

৫৯. আর পৃথক হয়ে যাও আজ তোমরা, হে আপরাধিরা।

٦٠- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ

৬০. আমি কি নির্দেশ দেইনি তোমাদের. হে বনী আদম! তোমরা দাসত্ব করো না

أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

শয়তানের কারণ, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ?

٦١- وَّأَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৬১. আর ইবাদত করো কেবল আমারই, এটাই সরল সঠিক পথ।

٦٢- وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝

৬২. আর শয়তান তো গুমরাহ করেছিল তোমাদের বহু লোককে, তবুও কি তোমরা বুঝনি?

٦٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

৬৩. এ সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।

٦٤- اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

৬৪. এতে তোমরা প্রবেশ কর আজ, তোমরা যে কুফ্‌রী করতে তার জন্য।

٦٥- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৬৫. আজ আমি মোহর মেরে দেব এদের মুখের উপরও, কথা বলবে আমার সাথে এদের হাত এবং সাক্ষ্য দেবে তাদের পা তারা যা করতো সে সম্পর্কে।

٦٦- وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ۝

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে, অবশ্যই বিলোপ করে দিতাম তাদের চোখগুলো, তখন তারা পথ চলতে চাইলে, কেমন করে দেখতে পেত!

٦٧- وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۝

৬৭. আর আমি ইচ্ছা করলে, অবশ্যই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম স্ব-স্ব স্থানে ; ফলে তারা চলতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ১৯, ২০, ২১

١٩- فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

১৯. আর কিয়ামত তো একটা প্রচণ্ড শব্দ মাত্র, আর তখনই তারা দেখবে।

٢٠- وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

২০. আর তারা বলবে ঃ দুর্ভোগ আমাদের ! এটাই তো কর্মফল দিবস!

٢١- هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

২১. আল্লাহ্ বলেন ঃ সে ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৩০, ৩১, ৩২, ৪৭, ৪৮, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯

٣٠- إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ○

৩০. আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

٣١- ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ○

৩১. তারপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে অবশ্যই বাক-বিতণ্ডা করবে।

٣٢- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِينَ ○

৩২. আর তার চাইতে অধিক যালিমকে, যে মিথ্যা বলে আল্লাহ সম্বন্ধে এবং অস্বীকার করে সত্যকে, তা আসার পরে? জাহান্নাম কি আবাসস্থল নয় কাফিরদের জন্য?

٤٧- وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ○

৪৭. আর যারা যুলুম করেছে, যদি তাদের যাকে দুনিয়ায় যা আছে, তার সবই এবং এর অনুরূপ আরো, তবে তারা তা দিয়ে মুক্তি পেতে চাইবে কঠিন আযাব থেকে কিয়ামতের দিন। আর তাদের কাছে প্রকাশিত হবে আল্লাহ্র তরফ থেকে এমন কিছুর, যা তারা কল্পনাও করেনি।

٤٨- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

৪৮. আর তাদের কাছে প্রকাশিত হবে তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল এবং তাদের পরিবেষ্টন করবে তা, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

٦٠- وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ○

৬০. যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে, কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারা দেখবে কালো। জাহান্নাম কি আবাসস্থল নয় অহংকারীদের জন্য ?

٦٧- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

৬৭. আর তারা আল্লাহ্র যথাযথ মূল্যায়ন করেনি এবং সমস্ত যমীন কিয়ামতের দিন থাকবে তাঁর মুঠোতে ও আসমান থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে, তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি অনেক উর্ধ্বে তা থেকে যা তারা শরীক করে।

৬৮. আর ফুঁ দেয়া হবে শিঙ্গায়, ফলে বেহুশ হয়ে পড়বে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই, তবে তারা ছাড়া যাদের আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর আবার ফুঁ দেয়া হবে শিঙ্গায়, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

٦٨- وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○

৬৯. আর যমীন উদ্ভাসিত হবে স্বীয় রবের জ্যোতিতে এবং পেশ করা হবে আমলনামা, উপস্থিত করা হবে নবীগণ ও সাক্ষীদের ; আর ন্যায়বিচার করা হবে তাদের সবার মাঝে এবং তাদের প্রতিফল দেয়া হবে তার কৃত কর্মের এবং আল্লাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে, যা তারা করে।

٦٩- وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ : ১৬, ১৭, ৫১, ৫২, ৫৯, ৬০

১৬. যেদিন মানুষ কবর থেকে বেরিয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহ্র কাছে তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না, আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই যিনি এক, পরাক্রমশালী।

١٦- يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

১৭. আজ প্রতিফল দেয়া হবে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের কোন যুলুম করা হবে না আজ। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

١٧- اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৫১. নিশ্চয় আমি সাহায্য করবো আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের, দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন দাঁড়াবে সাক্ষীরা সেদিন।

٥١- اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ○

৫২. সেদিন কোন উপকারে আসবে না যালিমদের তাদের ওযর আপত্তি ; আর তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস!

٥٢- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

৫৯. নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, নেই কোন সন্দেহ এতে ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

٥٩- اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

٦٠- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝

৬০. আর তোমাদের রব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত করা থেকে, অবশ্যই তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে লাঞ্ছিত হয়ে।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬১, ৮৫

٦١- وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৬১. আর ঈসা হলো, কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। অতএব তোমরা সন্দেহ করো না কিয়ামত সম্বন্ধে, আর আমার কথা মেনে চল। এ হলো সরল সঠিক পথ।

٨٥- وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৫. আর মহান তিনি, যার সর্বময় আধিপত্য আসমান ও যমীন এবং এদু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর। কেবল তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

٢٦- قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

২৬. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন তোমাদের, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটনা। পরে তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

٢٧- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

২৭. আর আল্লাহরই আধিপত্য আসমান ও যমীনে। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাতিল পন্থীরা।

٢٨- وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২৮. আর আপনি দেখবেন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আহবান করা হবে তার আমলনামার প্রতি। আজ তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে তার, যা তোমরা করতে।

٢٩- هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৯. এ আমার কাছে রক্ষিত আমলনামা, কথা বলবে তোমাদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে। আমি তো লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম, তোমরা যা করতে তা।

٣٠- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

৩০. তবে যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, তাদের রব তাদের দাখিল করবেন তাঁর রহমতের মাঝে। এ হলো সুস্পষ্ট সফলতা।

٣١- وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৩১. আর যারা কুফরী করে, তাদের বলা হবে ঃ তোমাদের কি পাঠ করে শুনান হয়নি আমার আয়াতসমূহ? কিন্তু তোমরা অহঙ্কার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী কাওম।

٣٢- وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ○

৩২. আর যখন বলা হয় ঃ অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত, নেই এতে কোন সন্দেহ। তখন তোমরা বলে থাক ঃ আমরা জানি না, কিয়ামত কী? আমরা তো মনে করি, এটা একটা ধারনা মাত্র, তবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।

٣٣- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৩ আর প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের সমানে, তারা যে খারাপ কাজ করতো তা এবং তাদের পরিবেষ্টন করবে তা যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

٣٤- وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

৩৪. আর বলা হবে, আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব, যেমন তোমরা ভুলে গিয়ে ছিলে আজকের দিনের সাক্ষাতকে। আর তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং নেই তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

٣٥- ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا

৩৫. ইহা এ জন্য যে, তোমরা গ্রহণ করেছিলে আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে এবং তোমাদের প্রতারিত করেছিল দুনিয়ার জীবন। সুতরাং আজ তাদের বের করা হবে না

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

জাহান্নাম থেকে, আর না তদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে।

সূরা আহ্‌কাফ, ৪৬ ঃ ২০, ৩৪, ৩৫

٢٠- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○

২০. আর যেদিন উপস্থিত করা হবে কাফিরদের জাহান্নামে, সেদিন তাদের বলা হবে ঃ তোমরা তো লাভ করেছিলে সুখ সম্ভার দুনিয়ার জীবনে এবং তা তোমরা উপভোগও করেছিলে। সুতরাং আজ তোমাদের দেওয়া হবে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব ; কেননা, তোমরা অহংকার করতে পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে এবং তোমরা পাপাচারে লিপ্ত ছিলে।

٣٤- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৩৪. আর যেদিন উপস্থিত করা হবে কাফিরদের জাহান্নামে, সেদিন তাদের বলা হবে ঃ এ কি সত্য নয়? তারা বলবে ঃ হাঁ, অবশ্যই। কসম আমাদের রবের। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আযাব ; কেননা, তোমরা কুফ্‌রী করতে।

٣٥- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ

৩৫. অতএব আপনি সবর করুন, যেমন সবর করেছিল দৃঢ়সংকল্প রাসূলগণ। আর আপনি তাড়াহুড়া করবেন না তাদের ব্যাপারে। যেদিন তারা দেখবে যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তা, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেনি দিনের এক মুহূর্তের বেশি। এ এক ঘোষণা, ধ্বংস করা হবে কেবল ফাসিক লোকদের।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১৮

١٨- فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ

১৮. তারা তো কেবল অপেক্ষা করছে কিয়ামতের যে, তা আসবে তাদের কাছে হঠাৎ। আর কিয়ামতের আলামত তো এসেই গেছে। কিয়ামত এসে

فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ○

গেলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?

সূরা কাফ্‌, ৫০ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

٢٠- وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○

২০. আর ফুঁ দেয়া হবে শিঙ্গায়, যে দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল এ সেইদিন।

٢١- وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ○

২১. আর উপস্থিত হবে সে দিন প্রত্যেককে তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী।

٢٢- لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

২২. তুমি তো ছিলে গাফিল এদিন সম্পর্কে। এখন আমি উন্মোচিত করেছি তোমার থেকে পর্দা, ফলে তোমার দৃষ্টি হয়েছে আজ প্রখর।

٢٣- وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ

২৩. আর বলবে তার সঙ্গী ফিরিশ্‌তা, এই তো আমার কাজ আমলনামা প্রস্তুত।

٢٤- اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

২৪. বলা হবে, তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে–

٢٥- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ○

২৫. যে প্রবল বাধাদানকারী কল্যাণের কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারী;

٢٦- الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

২৬. সে স্থির করতো আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ, তাকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে।

٢٧- قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ○

২৭. তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমি তাকে বিপথগামী করিনি, বরং সেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

٢٨- قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ○

২৮. আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ তোমরা তর্কবিতর্ক করো না আমার সামনে, আমি তো তোমাদের পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম।

٢٩- مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

২৯. কোন রদবদল হয় না আমার কথার এবং আমি নই যালিম আমার বান্দাদের প্রতি।

Contents

٣٠- يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ○

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে বলবো ঃ তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে ঃ আছে কি আরো কিছু?

٣١- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ○

৩১. সেদিন নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য কোন দূরত্ব ছাড়া।

٣٢- هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ○

৩২. এ হলো তা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, গুনাহ থেকে নিজেকে হিফাযতকারীর জন্য ;

٣٣- مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ○

৩৩. যে ভয় করে দয়াময় আল্লাহকে না দেখে এবং উপস্থিত হয় বিনীত চিত্তে,

٣٤- ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

৩৪. তাদের বলা হবে, তোমরা দাখিল হও জান্নাতে নিরাপত্তার সাথে ,এহলো অনন্ত জীবনের দিন।

٣٥- لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

৩৫. তাদের জন্য রয়েছে এখানে যা তারা চাইবে তা-ই আর আমার কাছে আছে আরও বেশী।

٤١- وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ○

৪১. শোন যেদিন ঘোষণা করবে কোন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে,

٤٢- يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ○

৪২. সেদিন লোকেরা সত্যসত্য শুনতে পাবে বিকট আওয়াজ, সেদিনই হবে কবর থেকে বেরিয়ে আসার দিন।

٤٣- إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ○

৪৩. আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

٤٤- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ○

৪৪. যে দিন বিদীর্ণ হবে যমীন মৃতদের জন্য, তারা ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবে, এ একত্রকরণ আমার জন্য সহজ।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫, ৬, ১২, ১৩, ১৪

٥- إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ○

৫. তোমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

٦- وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ○

৬. আর কর্মের বিচার তো অবশ্যম্ভাবী।

১২. তারা জিজ্ঞেস করে কবে, সে বিচারের দিন ?

١٢- يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

১৩. যেদিন তাদের জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।

١٣- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝

১৪. তোমরা আস্বাদন কর তোমাদের শাস্তি। এতো সেই শাস্তি, যা তোমরা জলদি চাচ্ছিলে।

١٤- ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

সূরা তূর, ৫২ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

৯. যেদিন প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে আকাশ,

٩- يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝

১০. এবং দ্রুত চলবে পর্বতমালা,

١٠- وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

১১. সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য,

١١- فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১২. যারা অসার কাজ-কর্মে খেল-তামাশা করতো।

١٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝

১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা দিয়ে নেয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে,

١٣- يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

১৪. এতো সেই আগুন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

١٤- هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

১৫. একি যাদু? না তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

١٥- اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝

১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর, এরপর তোমরা সবর কর বা সবর না-ই কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের তো কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে।

١٦- اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৫৭, ৫৮

৫৭. কিয়ামত আসন্ন,

٥٧- اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۝

৫৮. আল্লাহ ছাড়া তা কেউ ব্যক্ত করার নেই।

٥٨- لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝

সূরা কামার, ৫৪ : ১, ৪৬, ৪৭, ৪৮

١- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

১. কিয়ামত তো কাছে এসে গেছে, আর চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে।

٤٦- بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ○

৪৬. আর কিয়ামত তো তাদের নির্ধারিত শাস্তির কাল এবং কিয়ামত হবে কঠোরতর ও তিক্ততর।

٤٧- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা রয়েছে গুমরাহীতে ও বিকারগ্রস্ততায়।

٤٨- يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ○

৪৮. যেদিন তাদের উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেদিন তাদের বলা হবে : আস্বাদন কর জাহান্নামের যন্ত্রণা।

সূরা রাহমান, ৫৫ : ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

٣٧- فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○

৩৭. আর সেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান, সেদিন তা হবে রক্ত-রাঙ্গা চামড়ার মত।

٣٨- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৮. অতএব তোমরা উভয়ের তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٣٩- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ○

৩৯. সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে না মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে, আর জিনকে!

٤٠- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ○

৪১. অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দেখে, আর তাদের পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১.

١- اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

১. যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে,

٢- لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

২. তখন থাকবে না কেউ এর সংঘটন অস্বীকার করার।

٣- خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○

৩. এ কিয়ামত কাউকে নীচ করবে, কাউকে সমুন্নত করবে।

٤- اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ○

৪. যখন যমীন প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে,

٥- وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○

৫. এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে পাহাড়-পর্বত,

٦- فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ○

৬. ফলে, তা পর্যবশিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়,

٧- وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ○

৭. আর তোমরা বিভক্ত হবে তিন দলে ঃ

٨- فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ

৮. এক দল হবে ডান দিকের, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল।

٩- وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ
مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ○

৯. আর এক দল হবে বাম দিকের, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

١٠- وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ○

১০. আর একদল হবে অগ্রবর্তী, তারাই তো অগ্রবর্তী

١١- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৭

٧- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ
اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

৭. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ তো জানেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তা। এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না তিন ব্যক্তির মধ্যে, যেখানে তিনি চতুর্থ জন হিসাবে উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তি মধ্যেও হয় না যেখানে তিনি ষষ্ঠজন হিসাবে উপস্থিত থাকেন না। আর তারা এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক, তিনি তো তাদেরই সঙ্গে আছেন, যেখানেই তারা থাক না কেন। এরপর তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা করেছে কিয়ামতের দিন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় সম্যক অবগত।

মুমতাহিনা, ৬০ ঃ ৩

٣- لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ

৩. কোন উপকারে আসবে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, আর না তোমাদের

Contents

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন ; সেদিন আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৩৩, ৪২, ৪৩

٣٣- كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৩. এরূপই হয়ে থাকে আযাব ; আর আখিরাতের আযাব তো গুরুতর। যদি তারা জানতো।

٤٢- يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○

৪২. স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন উন্মোচিত করা হবে পায়ের গোছা এবং তাদের ডাকা হবে সিজ্দা করার জন্য, কিন্তু তারা সিজ্দা করতে পারবে না।

٤٣- خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ○

৪৩. তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, তাদের আচ্ছন্ন করবে হীনতা। অথচ তাদের ডাকা হয়েছিল সিজ্দা করার জন্য যখন তারা ছিল নিরাপদ।

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ১, ২, ৩, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

١- اَلْحَآقَّةُ ○

১. অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

٢- مَا الْحَآقَّةُ ○

২. কী সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

٣- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ○

৩. আর কি সে জানাবে আপনাকে, সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কী?

١٣- فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○

১৩. যখন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়, মাত্র একটা ফুঁ ;

١٤- وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○

১৪. এবং উৎক্ষিপ্ত হবে যমীন ও পর্বতমালা, আর উভয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এক ধাক্কায়,

١٥- فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

১৫. সেদিন সংঘটিত হতে মহাপ্রলয়,

١٦- وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ○

১৬. এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে আসমান, আর সেদিন তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

١٧- وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ

১৭. আর ফিরিশ্তারা থাকবে এর প্রান্তদেশে এবং সেদিন বহন করবে আপনার

رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝

রবের আরশ আটজন ফিরিশতা-তাদের উর্ধ্বে।

١٨- يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

১৮. সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদের আর তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না।

١٩- فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝

১৯. আর তখন যার আমলনামা তার ডান-হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নেও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৪২, ৪৩, ৪৪

٨- يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

৮. সেদিন আসমান হবে গলিত ধাতুর ন্যায়

٩- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

৯. এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত।

١٠- وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝

১০. আর খোঁজ-খবর নেবে না কোন বন্ধু কোন বন্ধুর,

١١- يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ۝

১১. যদিও তাদের একে অপরের দৃষ্টির মাঝে থাকবে। অপরাধী সেদিন শাস্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে তার সন্তান সন্ততিকে,

١٢- وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝

১২. এবং তার স্ত্রীকে এবং তার ভাইকে,

١٣- وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝

১৩. আর তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত,

١٤- وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ

১৪. এবং পৃথিবীর সবাইকে, যার বিনিময়ে সে মুক্তি পেতে পারে।

١٥- كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۝

১৫. না, কখনই না, এতো লেলীহান আগুন,

١٦- نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝

১৬. যা, শরীর থেকে চামড়া খসিয়ে দেবে।

٤٢- فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝

৪২. আর আপনি ছেড়ে দিন তাদের, তারা মত্ত থাকুক বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে, সেদিনে সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যেদিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

৪৩. সেদিন তারা বের হবে কবর থেকে দ্রুত বেগে, মনে হবে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে—

٤٣- يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ○

৪৪. বিনত নয়নে, আচ্ছন্ন করবে তাদের হীনতা। এতো সেদিন, যেদিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

٤٤- خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৪, ১৭, ১৮

১৪. স্মরণ কর সেদিনকে, যেদিন প্রকম্পিত হবে যমীন ও পর্বতমালা এবং পর্বতমালা পরিণত হবে উড়ন্ত বালুরাশিতে।

١٤- يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ○

১৭. অতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তবে কি করে নিজেদের রক্ষা করবে সেদিন, যেদিন বাচ্চাদের পরিণত করবে বৃদ্ধে।

١٧- فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ○

১৮. সেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে। তাঁর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

١٨- السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ○

সূরা মুদাদ্দিসির, ৭৪ ঃ ৮, ৯, ১০

৮. আর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে,

٨- فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ○

৯. সেদিন হবে মহাসংকটের দিন,

٩- فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ○

১০. কাফিরদের জন্য তা সহজ হবে না।

١٠- عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ○

সূরা কিয়ামা, ৭৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

১. অবশ্যই আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের,

١- لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

২. আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

٢- وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ○

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো একত্র করতে পারবো না তার অস্থিসমূহ?

٣- أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ○

٤- بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ○

৪. হাঁ, অবশ্যই আমি সক্ষম পুনঃবিন্যস্ত করতে তার আংগুলের অগ্রভাগও।

٥- بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ○

৫. তবুও মানুষ ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়,

٦- يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ○

৬. সে প্রশ্ন করে ঃ কখন আসবে কিয়ামতের দিন?

٧- فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ○

৭. যখন স্থির হবে চোখ,

٨- وَخَسَفَ الْقَمَرُ ○

৮. এবং যখন জ্যোতিহীন হবে চাঁদ,

٩- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○

৯. আর একত্র করা হবে চাঁদ ও সুরুজকে,

١٠- يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ○

১০. সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়?

١١- كَلَّا لَا وَزَرَ ○

১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

١٢- اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ٭الْمُسْتَقَرُّ ○

১২. সেদিন তোমার রবেরই কাছে কেবল ঠাঁই।

١٣- يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ ٭بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ○

১৩. অবহিত করা হবে মানুষকে সেদিন, সে যা আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে গেছে সে সম্বন্ধে।

١٤- بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ○

১৪. বস্তুত মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত,

١٥- وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ○

১৫. যদিও সে পেশ করে নানা অজুহাত।

٢٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○

২২. আর সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল,

٢٣- اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○

২৩. তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

٢٤- وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ ٭بَاسِرَةٌ ○

২৪. আর কোন কোন মুখমণ্ডল হবে সেদিন বিবর্ণ,

٢٥- تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ○

২৫. আশংকা করবে যে, আপতিত হবে তাদের উপর এক ভয়ংকর বিপর্যয়।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

Contents

٧- اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ○

৭. তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

٨- فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ○

৮. যখন তারকারাজী আলোহীন হয়ে পড়বে,

٩- وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ○

৯. আর যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে,

١٠- وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ○

১০. এবং যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে,

١١- وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ○

১১. আর রাসূলদের যথাসময় উপস্থিত করা হবে,

١٢- لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ○

১২. এসব কোন দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে ?

١٣- لِيَوْمِ الْفَصْلِ ○

১৩. বিচারের দিনের জন্য।

١٤- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ○

১৪. আর কিসে জানাবে তোমাকে বিচারের দিন কী ?

١٥- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

১৫. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٢٩- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

২৯. সেদিন তাদের বলা হবে ঃ তোমরা চল সে আযাবের দিকে, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

٣٠- اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ○

৩০. তোমরা চল এমন ছায়ার দিকে, যা তিন শাখা বিশিষ্ট,

٣١- لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ○

৩১. যে ছায়া ঠাণ্ডাও নয় এবং যা রক্ষা করে না আগুনের লেলিহান শিখা থেকে,

٣٢- اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ○

৩২. যা নিক্ষেপ করবে অট্টালিকাতূল্য বড় বড় স্ফুলিংগ,

٣٣- كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ○

৩৩. যা হবে পীতবর্ণ উটের ন্যায়,

٣٤- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

৩৪. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٣٥- هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

৩৫. এ এমন এক দিন, যেদিন তারা কথা বলতে পারবে না,

٣٦- وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○

৩৬. আর তাদের সেদিন অনুমতি দেয়া হবে না, যে তারা ওযর পেশ করবে।

৩৭. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٣٧- وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ○

৩৮. এ-ই হলো ফয়সালার দিন, একত্র করেছি আমি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের।

٣٨- هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ ۚ جَمَعۡنٰكُمۡ وَالۡاَوَّلِيۡنَ ○

৩৯. যদি থাকে তোমাদের কোন কৌশল, তবে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।

٣٩- فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ ○

৪০. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

٤٠- وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ○

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৩৮, ৩৯, ৪০

১. তারা কোন বিষয়ে একে অপরের কাছে প্রশ্ন করছে ?

١- عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَ ○

২. সে মহাসংবাদের বিষয়ে,

٢- عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِ ○

৩. যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে।

٣- الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ○

৪. না, এরূপ নয়, শিগ্‌গীরই তারা জনতে পারবে ;

٤- كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ○

৫. অবশ্যই, কখনো এরূপ নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

٥- ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ○

১৭. নিশ্চয় বিচারের দিন আছে নির্ধারিত,

١٧- اِنَّ يَوۡمَ الۡفَصۡلِ كَانَ مِيۡقَاتًا ○

১৮. সেদিন ফুঁ দেয়া হতে শিঙ্গা, তারপর তোমরা আসবে দলেদলে।

١٨- يَّوۡمَ يُنۡفَخُ فِى الصُّوۡرِ فَتَاۡتُوۡنَ اَفۡوَاجًا ○

১৯. আর উন্মুক্ত করা হবে আসমান, ফলে তা হবে বহু দরজা বিশিষ্ট।

١٩- وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ اَبۡوَابًا ○

২০. আর চালিত করা হবে পর্বতমালাকে, ফলে তা হয়ে যাবে মরীচিকা সদৃশ।

٢٠- وَّسُيِّرَتِ الۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا ○

৩৮. সেদিন দাঁড়াবে রূহ্ ও ফিরিশ্‌তারা সারিবদ্ধভাবে ; যাকে দয়াময় আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে বলবে যথার্থ কথা।

٣٨- يَوۡمَ يَقُوۡمُ الرُّوۡحُ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۛ لَّا يَتَكَلَّمُوۡنَ اِلَّا مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّحۡمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

٣٩- ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ○

৩৯. সেদিন সুনিশ্চিত ; অতএব যে চায় সে গ্রহণ করবে তার রবের দিকে আশ্রয়স্থল।

٤٠- إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ○

৪০. আমি তো তোমাদের সতর্ক করছি আসন্ন আযাব সম্পর্কে। সেদিন মানুষ দেখবে তার কৃতকর্ম এবং কাফির বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হতাম!

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

٦- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ○

৬. সেদিন প্রকম্পিত করবে প্রথম সিংগার ফুঁক,

٧- تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ○

৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী সিংগার ফুঁক,

٨- قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ○

৮. আর সেদিন অনেক হৃদয় হবে ভীত-সন্ত্রস্ত,

٩- أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ○

৯. তাদের দৃষ্টি হবে ভয় বিনত।

١٠- يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ○

১০. তারা বলবে ঃ আমাদের কি ফিরিয়ে নেয়া হবে পূর্বাবস্থায়–

١١- أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ○

১১. যখন আমরা পরিণত হয়েছি গলিত অস্থিতে?

١٢- قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ○

১২. তারা বলবে ঃ তাই যদি হয়, তবে যে সে প্রত্যাবর্তন হবে সর্বনাশা।

١٣- فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ○

১৩. এ ফু তো কেবল এ বিকট আওয়াজ,

١٤- فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ○

১৪. তখনই তারা ময়দানে সমবেত হবে।

٣٤- فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ○

৩৪. তারপর যখন উপস্থিত হবে মহাসংকট,

٣٥- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ○

৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, যা সে করেছে তা,

٣٦- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ ○

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে দর্শকদের জন্য।

৩৭. অতএব যে সীমালংঘন করেছিল

٣٧- فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ○

৩৮. এবং প্রাধান্য দিয়েছিল পার্থিব জীবনকে,

٣٨- وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

৩৯. অবশ্য জাহান্নামই হতে তার ঠিকানা।

٣٩- فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ○

৪০. আর যে ভয় করতো তার রবের সামনে উপস্থিত হতে এবং বিরত রাখতো নিজেকে কু-প্রবৃত্তি থেকে,

٤٠- وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○

৪১. অবশ্য জান্নাত-ই হবে তার ঠিকানা।

٤١- فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ○

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে, কখন তা সংঘটিত হবে?

٤٢- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا

৪৩. কী সম্পর্ক আপনার এর আলোচনায়।

٤٣- فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ○

৪৪. আপনার রবের কাছেই আছে এর শেষ কথা।

٤٤- اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ○

৪৫. আপনি তো কেবল সতর্ককারী তার জন্য, যে কিয়ামতের ভয় রাখে।

٤٥- اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ○

৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন অবস্থান করেনি পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক সকালের বেশী।

٤٦- كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ○

সূরা আবাসা, ৮০ : ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

৩৩. আর যখন আসবে কিয়ামত,

٣٣- فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ○

৩৪. সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে,

٣٤- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○

৩৫. এবং পালাবে তার মা ও বাবা থেকে,

٣٥- وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○

৩৬. আর তার জীবন সঙ্গিনী ও তার সন্তান হতে,

٣٦- وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○

৩৭. তাদের প্রত্যেকেরই হবে সেদিন এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।

٣٧- لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○

৩৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল,

٣٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ○

৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল;

٣٩- ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ○

৪০. আর সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ধূলি-ধূসর,

٤٠- وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ○

৪১. আচ্ছন্ন করে রাখবে তা কালিমা,

٤١- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ○

৪২. এরাই হলো কাফির, গুনাহগার।

٤٢- أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ○

সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

১. যখন সূর্যকে নিষ্প্রভ করা হবে,

١- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○

২. যখন তারকারাজী খসে পড়বে,

٢- وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ○

৩. যখন পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করা হবে,

٣- وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ○

৪. যখন পূর্ণগর্ভা উটনী উপেক্ষিত হবে,

٤- وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ○

৫. যখন বন্যপশুকে একত্র করা হবে,

٥- وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ○

৬. যখন সমুদ্রকে উদ্বেলিত করা হবে,

٦- وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ○

৭. যখন আত্মাসমূহ পুনঃসংযোজিত করা হবে,

٧- وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ○

৮. যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,

٨- وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ○

৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

٩- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ○

১০. আর যখন আমলনামা খুলে দেয়া হবে,

١٠- وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ○

১১. যখন আসমান অপসারিত করা হবে,

١١- وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ○

১২. যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

١٢- وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ○

১৩. এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,

١٣- وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ○

১৪. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী নিয়ে এসেছে!

١٤- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ○

সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,

١- إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ○

২. যখন তারকারাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

٢- وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○

٣- وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ○

৩. যখন সমুদ্রসমূহ একত্রে প্রবাহিত করা হবে

٤- وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ○

৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত করা হবে

٥- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ○

৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে এসেছে।

١٣- إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ○

১৩. নিশ্চয় নেক্‌কারগণ থাকবে জান্নাতুন্-নাঈমে।

١٤- وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ○

১৪. এবং বদ-কাররা থাকবে জাহান্নামে ;

١٥- يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ○

১৫. তারা তাতে প্রবেশ করবে বিচার দিনে।

١٦- وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ○

১৬. আর তারা তা থেকে বের হতে পারবে না।

١٧- وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ○

১৭. আর কিসে জানাবে তোমাকে, সে বিচারের দিন কী ?

١٨- ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ○

১৮. আবার বলি ঃ কি সে জানাবে তোমাকে, সে বিচারের দিন কী?

١٩- يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ○

১৯. সেদিন ক্ষমতা রাখবে না কেউ, কারো জন্য কিছু করার ; আর সমস্ত কর্তৃত্ব হবে সেদিন আল্লাহ্‌র জন্য।

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

١- إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ○

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,

٢- وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○

২. এবং সে তার রবের হুকুম পালন করবে, আর এটাই তার করণীয় ;

٣- وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ○

৩. আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে,

٤- وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ○

৪. এবং সে তার ভিতরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং সে শূন্য গর্ভ হয়ে পড়বে,

٥- وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○

৫. আর সে তার রবের হুকুম পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়, তখনই কিয়ামত হবে।

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৮, ৯, ১০

٨- اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝

৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষকে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٩- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝

৯. যেদিন পরীক্ষিত হবে গোপন বিষয়,

١٠- فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

১০. সেদিন থাকবে না তার কোন শক্তি, আর না কোন সাহায্যকারী।

সূরা গাশিয়া, ৮৮ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

١- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝

১. এসেছে কি আপনার কাছে কিয়ামতের বৃত্তান্ত?

٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝

২. সেদিন অনেক চেহারা হবে হেয়,

٣- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝

৩. কর্মক্লিষ্ট, ক্লান্ত,

٤- تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝

৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে,

٥- تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝

৫. পান করানো হবে তাদের ফুটন্ত নহর থেকে ;

٦- لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝

৬. থাকবে না তাদের জন্য কোন খাদ্য কন্টকময় লতাগুল্ম ছাড়া–

٧- لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝

৭. যা তাদের মোটাও করবে না এবং ক্ষুধা নিবৃত্তও করবে না।

٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝

৮. আর অনেক চেহারা হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল,

٩- لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝

৯. তারা হবে তাদের কাজের কারণে সন্তুষ্ট,

١٠- فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

১০. তারা থাকবে সমুন্নত জান্নাতে,

١١- لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝

১১. সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার কথা।

١٢- فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

১২. সেখানে রয়েছে প্রবাহমান স্রোতস্বিনী,

١٣- فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝

১৩. সেখানে রয়েছে সমুচ্চ পালং,

١٤- وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝

১৪. আরো আছে প্রস্তুত পান পাত্র,

১৫. এবং সারিসারি বালিশ,

١٥- وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝

১৬. আর বিছানো গালিচা।

١٦- وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২১. তোমরা যা কর, তা তো ঠিক নয়। যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে পৃথিবীকে,

٢١- كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২২. এবং যখন উপস্থিত হবেন তোমার রব, আর ফিরিশ্‌তাও দলে দলে,

٢٢- وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

২৩. এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে জাহান্নামকে, সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে ; কিন্তু তার কি কাজে আসবে এ বুঝ?

٢٣- وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝

২৪. সে বলবে ঃ হায়! আমি যদি আগে কিছু পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য।

٢٤- يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝

২৫. আর সেদিন কেউ শাস্তি দিতে পারবে না তাঁর শাস্তির মত,

٢٥- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝

২৬. আর কেউ বাঁধতে পারবে না, তার বাঁধার মত।

٢٦- وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝

সূরা যিল্‌যাল, ৯৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

১. যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,

١- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

২. এবং বের করে দেবে পৃথিবী তার বোঝা,

٢- وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝

৩. আর মানুষ বলবে ঃ কি হলো এর ?

٣- وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

৪. সেদিন পৃথিবী বর্ণনা করবে তার বৃত্তান্ত।

٤- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝

৫. কারণ, আপনার রব তাকে এ নির্দেশই দিবেন।

٥- بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

৬. সেদিন বের হবে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে, যাতে তাদের দেখানো যায় তাদের কৃতকর্ম।

٦- يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝

৭. কেউ অণু পরিমাণ নেক-কাজ করলে, সে তা দেখবে,

৭- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○

৮. এবং অণু পরিমাণ বদ্-কাজ করলে, সে তাও সে দেখবে।

৮- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

সূরা আদিয়াত, ১০০ ঃ ৯, ১০, ১১

৯. তবে কি সে জানে না সে সম্পর্কে, যখন উত্থিত করা হবে করবে যা আছে তা,

٩- اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ○

১০. এবং প্রকাশ করা হবে যা আছে অন্তরে তা?

١٠- وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ○

১১. নিশ্চয় তাদের রব সবিশেষ অবহিত সেদিন তাদের কি ঘটবে সে সম্বন্ধে।

١١- اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ○

সূরা কারি'আ, ১০১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

১. মহাপ্রলয়,

١- اَلْقَارِعَةُ ○

২. কী সে মহাপ্রলয়?

٢- مَا الْقَارِعَةُ ○

৩. আর কি সে জানাবে তোমাকে কী সে মহাপ্রলয়?

٣- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ○

৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত,

٤- يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ○

৫. এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত পশমের মত;

٥- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ○

৬. তখন ভারী হবে যার পাল্লা,

٦- فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ○

৭. সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।

٧- فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ○

৮. কিন্তু হাল্‌কা হবে যার পাল্লা,

٨- وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ○

৯. তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়া'।

٩- فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ○

১০. আর কীসে জানাবে তোমাকে সে 'হাবিয়া' কী?

١٠- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ○

১১. তা হলো অতি উত্তপ্ত আগুন।

١١- نَارٌ حَامِيَةٌ ○

আখিরাত — اخرة

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪, ৮, ৬২, ৮৬, ১১৪, ১২৬, ১৭৭, ২০০, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৭

٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪. আর যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্বে তাতে; আর আখিরাতের প্রতি যারা ইয়াকীন রাখে তারাই মুত্তাকী।

٨- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি, কিন্তু আসলে তারা মু'মিন নয়।

٦٢- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং যারা নাসারা ও সাবিঈন এদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং নেক-আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٨٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৮৬. তারা যারা ক্রয় করে দুনিয়ার যিন্দেগীকে আখিরাতের বিনিময়ে, তাদের থেকে লাঘব করা হবে না আযাব, আর তাদের সাহায্যও করা হবে না।

١١٤- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ۚ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۚ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১১৪. আর তার চাইতে অধিক যালিমকে, যে বাধা প্রদান করে আল্লাহ্‌র মসজিদ-সমূহে, তাঁর নাম স্মরণ করতে এবং চেষ্টা করে তা ধ্বংস করতে? অথচ তাদের জন্য সংগত ছিল না সেখানে প্রবেশ করা, ভীতবিহ্বল না হয়ে। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে মহাশাস্তি।

١٢٦-وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا
ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১২৬. আর যখন ইব্রাহীম বলেছিল ঃ হে আমার রব! আপনি করুন এ মক্কা নগরীকে নিরাপদ শহর এবং রিযিক দান করুন ফলমূল দিয়ে তাদের, এর অধিবাসীদের মাঝে যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি; তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও আমি জীবন উপভোগ করতে দেব কিছু কালের জন্য, তারপর আমি তাকে বাধ্য করবো জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তন স্থল।

١٧٧-لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ
وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

১৭৭. কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, কিন্তু পুণ্য আছে যে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, আখিরাত, ফিরিশ্তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং অর্থ দান করে আল্লাহর প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ঋণ মুক্তির জন্য, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করে তা পূরণ করে আর সবর করে অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী ; এরাই প্রকৃত মুত্তাকী।

٢٠٠-فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا
فِى الدُّنْيَا
وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

২০০. আর মানুষের মাঝে যারা বলে ঃ হে আমাদের রব! দিন আমাদের এ দুনিয়া। বস্তুত নেই কোন অংশ তার জন্য আখিরাতে।

٢٠١- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا
فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

২০১. আর তাদের মাঝে- যারা বলে ঃ হে আমাদের রব! দিন আমাদের এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং রক্ষা করুন আমাদের দোযখের আযাব থেকে।

২০২. তাদের জন্য রয়েছে, তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

٢٠٢- أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

২১২. সুশোভিত করা হয়েছে তাদের জন্য, যারা কুফ্‌রী করে, দুনিয়ার যিন্দেগীকে। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের, যারা ঈমান আনে। আর যারা তাক্‌ওয়া করে, তারা ওদের উর্ধ্বে থাকবে কিয়ামতের দিন। আর আল্লাহ্ রিযিক দান করেন, যাকে চান বিনা হিসাবে।

٢١٢- زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২১৭. আর যে কেউ তোমাদের মধ্যে স্বীয় দীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং মারা যাবে কাফির অবস্থায় ; তারা এমন যে, তাদের আমল নিষ্ফল হবে দুনিয়া ও আখিরাতে। আর তারাই দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

٢١٧- وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২১, ২২, ৫৬, ৭৭, ৮৫

২১. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর আয়াত, হত্যা করে নবীদের অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে তাদের, যারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণতার মানুষের মধ্য থেকে। আপনি তাদের সংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

٢١- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

২২. এরাই তারা যাদের কর্মফল ব্যর্থ হবে দুনিয়া ও আখিরাতে ; আর তাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।

٢٢- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

৫৬. **আর যারা কুফরী করেছে,** আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিব দুনিয়া ও আখিরাতে এবং থাকবে না তাদের কোন সাহায্যকারী।

٥٦- فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ○

৭৭. নিশ্চয় যারা বিক্রি করে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের কসমকে

٧٧- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তুচ্ছ মূল্যে, তাদের জন্য কোন অংশ নেই আখিরাতে। আর তাদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন না, এবং তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٨٥- وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৮৫. আর কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো কবুল করা হবে না তার থেকে এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭, ১৩৬

٧٧- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

৭৭. আপনি বলুন ঃ দুনিয়ার ভোগ সামান্য এবং আখিরাত উত্তম মুত্তাকীর জন্য। আর তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

١٣٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

১৩৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের প্রতি তাতে এবং তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন এর আগে তাতে। আর যে কেউ কুফরী করবে আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের সাথে, সে তো গুমরাহ হবে ভীষণভাবে।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫, ৩৩

٥- وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৫. আর যে কুফরী করবে ঈমান আনার পরে, তার কর্ম ব্যর্থ হবে এবং সে আখিরাতের ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবে।

٣٣- إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

৩৩. যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে যমীনে, তাদের শাস্তি হলো ঃ তাদের হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা কাটা হবে তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে, অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে দেশ থেকে। এটাই তাদের জন্য

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

লাঞ্ছনা দুনিয়ায়, আর রয়েছে তাদের জন্য আখিরাতে মহাশাস্তি।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩২

٣٢- وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط
وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৩২. আর দুনিয়ার যিন্দেগী ক্রীড়া কৌতুক ছাড়া কিছুই নয় ; তবে আখিরাতের আবাস অবশ্যই শ্রেয় তাদের জন্য যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে ; তবুও কি তোমরা বুঝ না ?

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৭, ১৬৯

١٤٧- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ
الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৭. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে তাদের কর্ম নিষ্ফল। তাদের প্রতিফল দেয়া হবে কেবল তারই, যা তারা করে।

١٦٩- وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬৯. আর আখিরাতের আবাসই শ্রেয় তাদের জন্য যারা মুত্তাকী। তবুও কি তোমরা অনুধাবন কর না ?

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১৮, ১৯, ৩৮

١٨- اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى
اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

১৮. আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তো করবে কেবল তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে, কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে। বস্তুত আশা করা যায়, এরাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্তদের শামিল।

١٩- اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের কাজের সমান মনে কর ; যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে ? না, তারা সমান নয় আল্লাহ্‌র কাছে, আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

৩৮. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে লুটিয়ে পড় ? তোমরা কি পুরিতুষ্ট হয়েছে দুনিয়ার যিন্দেগীতে, আখিরাতের পরিবর্তে ? অথচ দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগের উপকরণ তো অতি সামান্য, আখিরাতের তুলনায়।

٣٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

১০৩. যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে এতে নিশ্চিত নিদর্শন। এ হলো সেদিন, যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হবে এবং এ হলো সেদিন, যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে।

١٠٣- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○

১০৪. আর আমি তা বিলম্বিত করি কেবল তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

١٠٤- وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ○

১০৫. যখন সেদিন আসবে, তখন কেউ কথা বলতে পারবে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে কতক হবে দুর্ভাগা এবং কতক হবে সৌভাগ্যবান।

١٠٥- يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ○

১০৬. তারপর যারা হবে দুর্ভাগা, তারা থাকবে জাহান্নামে, তাদের জন্য সেখানে থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ,

١٠٦- فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ○

১০৭. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আপনার রব তা-ই করেন, যা তিনি চান।

١٠٧- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

১০৮. আর যারা সৌভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। এ হলো এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

١٠٨- وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ○

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৫৭

৫৭. অবশ্যই আখিরাতের পুরস্কার শ্রেয় তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া করতে থাকে।

٥٧- وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৪১, ৬০

৪১. আর যারা হিজরত করছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদের উত্তম আবাস দেব এ দুনিয়ায়, আর আখিরাতের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ যদি তারা তা জানতো।

٤١- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৬০. যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না, তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর এবং আল্লাহর তো রয়েছে মহত্তম গুণাবলী। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

٦٠- لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ১০, ১৯, ২০, ২১, ৪৫,

১০. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি, আমি তৈরী করে রেখেছি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

١٠- وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৯. আর যে আকাঙ্ক্ষা করে আখিরাতের এবং তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, আর সে মু'মিনও ; তারা এমন যাদের চেষ্টা পুরস্কৃত হবে।

١٩- وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

২০. আমি সাহায্য করি, আপনার রবের দান দিয়ে, যারা আখিরাত কামনা করে এবং যারা দুনিয়া চায় এদের সবাইকে। আর আপনার রবের দান সীমাবদ্ধ নয়।

٢٠- كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ○

২১. লক্ষ্য করুন, কী ভাবে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তাদের কতককে কতকের উপর। আর আখিরাত তো মর্যাদায় মহত্তর এবং গুণে শ্রেষ্ঠতর।

٢١- اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۖ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ○

৪৫. আর যখন আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন আমি রেখে দেই আপনার

٤٥- وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ○

ও তাদের মাঝে, যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না, এক প্রচ্ছন্ন পর্দা।

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ১২৭,

١٢٧- وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ○

১২৭. আর এ ভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈমান রাখে না তার রবের নিদর্শনাবলীতে। আর আখিরাতের আযাব তো কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৪, ৭৫

٧٤- وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ○

৭৪. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি, তারা তো সরল পথ থেকে দূরে রয়েছে,

٧٥- وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৭৫. যদি আমি তাদের প্রতি রহম করি এবং বিদূরিত করি তাদের থেকে দুঃখ-দৈন্য, তবুও তারা স্বীয় অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকবে।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৩, ৪, ৫

٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

৩. তারা মু'মিন যারা কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

٤- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৪. নিশ্চয় যারা ঈমান রাখে না আখিরাতে, আমি শোভন করেছি তাদের জন্য তাদের কাজ, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুড়ে বেড়ায় ;

٥- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ○

৫. এদেরই রয়েছে কঠিন শাস্তি, আর এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা আন্‌কাবূত, ২৯ ঃ ৬৪

٦٤- وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৬৪. আর দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন; যদি তা জানতো!

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

٥٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

৫৭. নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে, আল্লাহ্‌ তাদের লা'নত করেন

দুনিয়া ও আখিরাতে ; আর তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য লাঞ্ছনা-দায়ক আযাব।

لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ লা'নত করেছেন কাফিরদের এবং প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন।

٦٤- اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝

৬৫. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে ; পাবে না তারা কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী।

٦٥- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

৬৬. যেদিন উলট-পালট করে দেয়া হবে তাদের চেহারা জাহান্নামের আগুনে, সেদিন তারা বলবে ঃ হায়, আফসোস! যদি আমরা মেনে চলতাম আল্লাহ্কে এবং মেনে চলতাম রাসূলকে।

٦٦- يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝

৬৭. তারা আরো বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমরা তো অনুসরণ করেছিলাম, আমাদের নেতাদের এবং আমাদের বড় লোকদের, আর তারা আমাদের ভ্রষ্ট করেছিল সঠিক পথ থেকে।

٦٧- وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝

৬৮. হে আমাদের রব! দিন আপনি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি এবং লা'নত করুন তাদের কঠিন লা'নত।

٦٨- رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০

২০. তোমরা জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন তো খেল তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-গৌরব এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ বৃষ্টির মত, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার চমৎকৃত করে কৃষকদের, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা পরিণত হয় খড়-কুটায়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে

٢٠- اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ

وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণার ক্ষণাস্থায়ী সামগ্রী মাত্র।

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ ঃ ১৩

١٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ⑬

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা বন্ধুত্ব করবে না এমন লোকদের সাথে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ রুষ্ট ; তারা তো হতাশ হয়েছে আখিরাত সম্পর্কে এমনভাবে ; যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে।

সূরা আলা, ৮৭ ঃ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

١٤- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ○

১৪. অবশ্যই সফলতা লাভ করবে সে, যে পরিশুদ্ধ হয়–

١٥- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ○

১৫. এবং স্মরণ করে তার রবের নাম ও সালাত আদায় করে।

١٦- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

১৬. কিন্তু তোমরা প্রাধান্য দেও পার্থিব জীবনকে–

١٧- وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।

١٨- اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ○

১৮. নিশ্চয় একথা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে

١٩- صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ○

১৯. ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

কবর — قبر

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৮৪

٨٤- وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪. আর আপনি জানাযার নামায পড়বেন না, তাদের মাঝে কেউ মারা গেলে তার জন্য এবং দাঁড়াবেন না তার কবরের পাশে, তারা তো কুফ্‌রী করেছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং মারা গিয়াছে ফাসিক অবস্থায়।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭

٧- وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ○

৭. আর নিশ্চয় কিয়ামত সংঘটিত হবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই ; আর আল্লাহ্ অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন তাদের, যারা রয়েছে কবরে।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২২

٢٢- وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ○

২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনান যাকে চান। কিন্তু আপনি শুনাতে পারেন না তাদের, যারা রয়েছে কবরে।

সূরা মুমতাহিনা, ৬০ ঃ ১৩

١٣- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বন্ধুত্ব করো না সে লোকদের সাথে, যে লোকদের প্রতি রুষ্ট আল্লাহ, তারা তো হতাশ হয়েছে আখিরাত সম্বন্ধে, যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের ব্যাপারে।

সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

١٨- مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ○

১৮. কোন বস্তু থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষ ?

١٩- مِنْ نُّطْفَةٍ ۗ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ○

১৯. শুক্রবিন্দু থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তাকে পরিমিত করেন।

٢٠- ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ○

২০. তারপর তার জন্য তার পথ সহজ করে দেন,

٢١- ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ○

২১. অবশেষে তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরবাসী করেন।

٢٢- ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ ○

২২. এরপর যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি তাকে জীবিত করে উঠাবেন।

সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ৪, ৫

٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰۤئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ○

৪. আর যখন কবর খুলে দেয়া হবে,

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে এসেছে।

সূরা আদিয়াত, ১০০ ঃ ৯, ১০, ১১

٩- اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ○

৯. তবে কি সে জানে না সে সম্পর্কে, যখন উত্থিত করা হবে, কবরে যা আছে তা,

১০. এবং প্রকাশ করা হবে–যা আছে অন্তরে তা ?

١٠-وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ○

১১. নিশ্চয় তাদের রব সবিশেষ অবহিত সেদিন তাদের কি ঘটবে, সে সম্বন্ধে।

١١- اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ○

সূরা তাকাসুর, ১০২ ঃ ১, ২

১. তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে- প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা,

١- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○

২. যে পর্যন্ত না তোমরা উপনীত হও কবরে।

٢- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ○

বারযাখ – برزخ

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৯, ১০০

৯৯. যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে ঃ হে আমার রব! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন,

٩٩- حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ○

১০০. যাতে আমি নেককাজ করতে পারি, যা আমি আগে করিনি। না, কখনো নয়, এ তো তার মুখের একটি উক্তিমাত্র। আর তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ-সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদের জীবিত করে উঠানো হবে।

١٠٠- لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৬

৪৬. বারযাখে তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে আগুন সকল ও সন্ধ্যায়। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন বলা হবে ঃ প্রবেশ করাও ফির'আওন সম্প্রদায়কে কঠিন আযাবে।

٤٦- اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○

ইল্লীন – علين

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১৮. অবশ্যই নেক্‌কারদের আমলনামা রয়েছে তো ইল্লীনে,

١٨- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ○

১৯. আর কি সে তোমাকে জানাবে ইল্লীন কি ?

١٩- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝

২০. তা হলো চিহ্নিত আমলনামা,

٢٠- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

২১. তা দেখে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা।

٢١- يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

২২. নিশ্চয় নেক্‌কাররা তো থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দে।

٢٢- إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝

২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে তাকাতে থাকবে।

٢٣- عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

২৪. তুমি দেখতে পাবে তাদের চেহারায় সুখস্বাচ্ছন্দের দীপ্তি।

٢٤- تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝

২৫. তাদের পান করান হবে বিশুদ্ধ সীলমোহরকৃত পানীয়।

٢٥- يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝

২৬. তার সীলমোহর হবে মিশ্‌কের। এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করুক প্রতি-যোগীরা।

٢٦- خِتٰمُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

২৭. আর এ পানীয়ের মিশ্রন হবে তাস্‌নীমের,

٢٧- وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝

২৮. তা হলো একটি ঝরণা, যা থেকে পান করে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা।

٢٨- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

সিজ্জীন — سجين

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

৭. অবশ্যই, গুনাহ্‌গারদের আমালনামা তো থাকবে সিজ্জীনে,

٧- كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝

৮. আর কি সে জানাবে তোমাকে সিজ্জীন কি ?

٨- وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝

৯. তা হলো চিহ্নিত আমলনামা।

٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের জন্য,

١٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১১. যারা অস্বীকার করে বিচারের দিনকে,

١١- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

১২. আর তা তো অস্বীকার করে প্রত্যেক সীমালংঘনকারী গুনাহগার ;

১৩. যখন পাঠ করে শুনানো হয় তাকে আমার আয়াতসমূহ, তখন সে বলে ঃ এতো পূর্ববর্তীদের উপকথা।

১৪. কখনো নয়, বরং মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে তাদের কৃতকর্ম।

১৫. না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের রবের থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।

১৬. তারপর তারা তো প্রবেশ করবে জাহান্নামে ;

১৭. অবশেষে বলা হবে ঃ এতো তা-ই, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

١٢- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ

١٣- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

١٤- كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

١٥- كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ○

١٦- ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ○

١٧- ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা ও বায়তুল মামূর

সূরা তূর, ৫২ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

১. কসম তূরের,

২. কসম লিখিত কিতাবের

৩. যা রয়েছে উন্মুক্ত পত্রে।

৪. কসম বায়তুল মামূরের*

৫. কসম সমুন্নত আসমানের,

৬. আর কসম উদ্বেলিত সাগরের,

৭. নিশ্চয় আপনার রবের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে।

١- وَالطُّوْرِ ○

٢- وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ○

٣- فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ○

٤- وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ○

٥- وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ○

٦- وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ○

٧- اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ○

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১৩. আর রাসূল তো দেখেন জিব্‌রাঈলকে আরেকবার,

১৪. সিদ্‌রাতুল মুনতাহার কাছে ;

১৫. সেখানে অবস্থিত জান্নাতুল-মাওয়া।

١٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ○

١٤- عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○

١٥- عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ○

* বায়তুল মা'মূরের শব্দগত অর্থ হলো যে গৃহে সর্বদাই জনসমাগম হয়। অবশ্য কোন কোন মুফাস্‌সির-এর মতে এর দ্বারা ফিরিশতাগণের ইবাদত করার স্থানকে বুঝায়।

১৬. যখন আচ্ছাদিত করল সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহাকে–যা আচ্ছাদিত করার,

١٦-اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝

১৭. তখন তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি এবং তা লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।

١٧- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝

লাওহে মাহ্‌ফুয

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ২১, ২২

২১. বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,

٢١- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝

২২. যা রয়েছে লাওহে মাহ্‌ফূযে।

٢٢- فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

কিরামান কাতেবীন

সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১০, ১১, ১২

১০. নিশ্চয় তোমাদের উপর নিয়োজিত আছে হিফাযতকারীগণ

١٠- وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝

১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ ;

١١- كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝

১২. তারা জানে–যা তোমরা কর।

١٢- يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

বা'স বা'দাল মাউত

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৬

৩৬. কেবল তারাই ডাকে সাড়া দেয়, যারা আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করে ; আর মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন আল্লাহ্; তারপর তাঁরই দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٣٦- اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৬ ঃ ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

৮৪. আর যেদিন আমি উপস্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রাদয় থেকে এক-একজন সাক্ষী, সেদিন অনুমতি দেয়া হবে না কোন কৈফিয়ত দেয়ার তাদের–যারা কুফরী করেছিল এবং তাদের কোন ওযর ও গ্রহণ করা হবে না।

٨٤- وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৮৫. আর যখন দেখবে যালিমরা আযাব তখন তা তাদের থেকে হাল্‌কা করা হবে না এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

٨٥- وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৮৬. আর যখন মুশরিকরা দেখবে, যাদের তারা শরীক স্থির করেছিল তাদের, তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! এরাই সে সব শরীক, যাদের আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম। তারপর সে সব শরীকরা তাদের বলবে ঃ অবশ্যই তোমরা তো মিথ্যাবাদী।

٨٦- وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ
قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ
كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ
فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পন করবে এবং উবে যাবে তাদের থেকে, যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো–তা!

٨٧- وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৮৮. যারা কুফরী করতো এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধার সৃষ্টি করতো, আমি বৃদ্ধি করবো তাদের জন্য আযাবের পর আযাব ; কেননা, তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতো।

٨٨- اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○

৮৯. সেদিন আমি উপস্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে এক-একজন সাক্ষী এবং আপনাকে নিয়ে আসবো সাক্ষীস্বরূপ তাদের সবার জন্য। আর আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব প্রত্যেক বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

٨٩- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا
عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً
وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫, ৬, ৭

৫. হে মানুষ! তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠার ব্যাপারে, তবে লক্ষ্য কর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, এরপর 'আলাক' থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড থেকে ; তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য সৃষ্টি

٥- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ
مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۖ

وَ نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

রহস্য, আর আমি স্থির রাখি মায়ের গর্ভে, যা আমি ইচ্ছা করি, এক নির্দিষ্টকালের জন্য। তারপর আমি বের করে আনি তোমাদের শিশুরূপে, যাতে তোমরা পরে উপনীত হও পরিণত বয়সে। তোমাদের মাঝে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌঁছানো হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত, সে সম্বন্ধে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর তুমি দেখবে যমীনকে শুকন, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত হয় শস্য-শ্যামলা হয়ে এবং স্ফীত হয় ও উৎপন্ন করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. এসব এজন্য যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং তিনিই জীবন দান করেন মৃতকে। আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧- وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ○

৭. আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন তাদের, যারা আছে কবরে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১৫, ১৬

١٥- ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ○

১৫. এরপর অবশ্যই তোমরা মারা যাবে,

١٦- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

১৬. আর কিয়ামতের দিন তোমাদের জীবিত করে উঠানো হবে।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

٨٧- وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ○

৮৭. আর আপনি লাঞ্ছিত করবেন না আমাকে সেদিন, যেদিন মৃতদের জীবিত করে উঠানো হবে,

٨٨- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ○

৮৮. যেদিন কোন উপকারে আসবে না ধন-সম্পদ আর না সন্তান-সন্ততি।

৮৯. তবে সে ছাড়া, যে আসবে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।

٨٩- اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

৯০. আর নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য,

٩٠- وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৯১. এবং উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম বিপথগামীদের জন্য।

٩١- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ○

৯২. আর তাদের বলা হবে ঃ কোথায় তারা, যাদের তোমরা পূজা করতে—

٩٢- وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○

৯৩. আল্লাহকে ছেড়ে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি প্রতিশোধ নিতে পারে?

٩٣- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ○

৯৪. তারপর অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে তাদের ও বিপথ-গামীদের

٩٤- فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغٰوٗنَ ○

৯৫. আর ইব্‌লীস-বাহিনীর সবাইকেও।

٩٥- وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৬, ৫৭

৫৬. আর যাদের দেয়া হয়েছিল জ্ঞান ও ঈমান, তারা বলবে ঃ তোমরা তো অবস্থান করেছিলে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠানোর দিন পর্যন্ত, আর এটাই হলো ঃ 'ইয়াওমুল বা'স' ; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।

٥٦- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ز فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৫৭. সেদিন কোন কাজে আসবে না যালিমদের ওযর আপত্তি এবং তাদের সুযোগ ও দেয়া হবে না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের।

٥٧- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ২৮

২৮. তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা এক প্রাণীর অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।

٢٨- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১৬, ১৭, ১৮

১৬. কাফিররা বলে ঃ আমরা যখন মরে যাব এবং হাড়ও মাটিতে পরিণত হবো, তখনো কি আমাদের জীবিত করে উঠানো হবে?

١٦- ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

১৭. আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?

١٧- اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

১৮. আপনি বলুন ঃ হাঁ, তখন তোমরা হবে লাঞ্ছিত।

١٨- قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ○

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৬

৬. স্মরণ কর সেদিনের কথা! যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তিনি তাদের জানিয়ে দিবেন, তারা যা করতো তা। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে! আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

٦- يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭

৭. যারা কুফরী করেছে, তারা ধারণা করে যে, তাদের কখনো মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠানো হবে না। আপনি বলুন ঃ অবশ্যই, কসম আমার রবের! অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠানো হবে। তারপর তোমাদের অবহিত করা হবে সে সম্বন্ধে, যা তোমরা করতে। আর এরূপ করা তো আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ।

٧- زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۗ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩, ৪৪

৪৩. সেদিন তারা বের হবে কবর থেকে দ্রুত বেগে, মনে হবে যেন তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে

٤٣- يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ○

৪৪. অবনত নেত্রে ; তাদের আচ্ছন্ন করবে হীনতা। এ হলো সেদিন, যেদিন সম্পর্কে তাদের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল।

٤٤- خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ

Contents

হাশ্‌র

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯, ২৫

٩- رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

৯. হে আমাদের রব! অবশ্যই আপনি একত্র করবেন। লোকদের একদিন যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খিলাফ্ করেন না।

٢٥- فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ قف وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৫. আর কি অবস্থা হবে সেদিন, যেদিন আমি তাদের একত্র করবো, যাতে নেই কোন সন্দেহ; আর প্রত্যেককে পুরোপুরি দেয়া হবে তার অর্জিত কর্মফল এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২২, ৩৮, ১২৮

٢٢- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

২২. স্মরণ কর, সেদিনের কথা, যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করবো, তারপর মুশ্‌রিকদের বলবো, কোথায় তোমাদের সে সব দেবতারা, যাদের তোমরা আমার শরীক মনে করতে?

٣٨- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

৩৮. পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর না এমন কো পাখী আছে, যে নিজের ডানার সাহায্যে উড়ে; কিন্তু তারা তো তোমাদেরই মত এক উম্মাত। আমি বাদ দেইনি কোন কিছু কিতাবে, অবশেষে তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে।

١٢٨- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ج يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ج وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ط

১২৮. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন তিনি একত্র করবেন তাদের সবাইকে। তিনি বলবেন ঃ হে জিন্ সম্প্রদায় ! তোমরা তো অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছ এবং মানব সমাজের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের কতক কতকের দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং আমরা উপনীত হয়েছি সে সময়ে,

قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ জাহান্নাম-ই তোমাদের আবাস, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, যদি না আল্লাহ অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আপনার রব হিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪

٢٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৪. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে, যখন রাসূল তোমাদের ডাকবেন এমন কিছুর দিকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তো রয়েছেন মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮, ৪৫

٢٨- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ○

২৮. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে ; তারপর মুশরিকদের বলবো ঃ তোমরা অবস্থান কর স্ব-স্ব স্থানে এবং তোমাদের দেব-দেবীরাও। আর আমি পৃথক করে দেব তাদেরকে পরস্পর থেকে এবং তাদের দেব-দেবীরা বলবে ঃ তোমরা তো কখনো আমাদের ইবাদত করতে না।

٤٥- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۗ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

৪৫. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদের একত্র করবেন, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি দিনের এক মুহূর্ত ছাড়া, তারা একে অপরকে চিনবে। অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর সাক্ষাৎকে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ও ছিল না।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৪৭, ৪৮, ৪৯

٤٧- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ

৪৭. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি সঞ্চালিত করবো পর্বতমালা ;

Contents

وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

আর আপনি দেখবেন পৃথিবীকে উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে; আর আমি ছাড়াবো না তাদের কাউকে।

٤٨- وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۡ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝

৪৮. আর উপস্থিত করা হবে তাদের সাবইকে আপনার রবের কাছে সারিবদ্ধভাবে এবং তাদের বলা হবে ঃ তোমরা তো এসেছ আমার কাছে সেভাবে, যেভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার। কিন্তু তোমরা মনে করতে যে, আমি কখনো নির্ধারণ করবো না তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়।

٤٩- وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

৪৯. আর সামনে রাখা হবে আমলানামা, আর আপনি দেখবেন অপরাধীদের আতংকগ্রস্ত, তাতে যা আছে সে কারণে। আর তারা বলবে ঃ হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের। এ কেমন আমল-নামা! যা বাদ দেয় না ছোট বড় কিছুই, বরং সব কিছুই হিসাব রেখেছে! আর তারা তাদের সামনে উপস্থিত পাবে, যা তারা করেছে তা। আপনার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৮, ৬৯, ৮৫, ৮৬

٦٨- فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

৬৮. কসম আপনার রবের। অবশ্যই আমি একত্র করবো তাদের এবং শয়তানদের, তারপর আমি তাদের উপস্থিত করবো জাহান্নামের চারদিকে নতজানু অবস্থায়।

٦٩- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۝

৬৯. তারপর আমি অবশ্যই টেনে বের করবো প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে যে সর্বাধিক অবাধ্য তার দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি তাকে।

٨٥- يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝

৮৫. সেদিন আমি একত্র করবো মুত্তাকীদের দয়াময় আল্লাহর কাছে সম্মানিত মেহমানরূপে,

৮৬. এবং হাকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্থ অবস্থায়।

٨٦- وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৯

৭৯. আর তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন তোমাদের এ পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٧٩- وَ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৪

১৭. আর যেদিন আল্লাহ একত্র করবেন তাদের এবং যাদের তারা ইবাদত করতো আল্লাহকে ছেড়ে তাদের, সেদিন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরা কি গুমরাহ করেছিলে আমার এ সব বান্দাদের, অথবা তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?

١٧- وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ○

১৮. তারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র মহান! আমাদের কোন সাধ্য ছিল না যে, আমরা আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো ; বরং আপনিই তো ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন এদের এবং এদের পিতৃ-পুরুষদের, পরিণামে তারা ভুলে গিয়েছিল আপনার স্মরণ এবং পরিণত হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত কাওমে।

١٨- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَ كَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ○

২২. যেদিন তারা দেখবে ফিরিশতাদের, সেদিন থাকবে না কোন সুসংবাদ অপরাধীদের জন্য এবং তারা বলবে ঃ বাঁচও বাঁচও।

٢٢- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○

২৩. আর আমি লক্ষ্য করব, তারা যা করেছিল তার প্রতি, তারপর পরিণত করে দেব সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।

٢٣- وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ○

২৪. সেদিন জান্নাতীদের থাকবে উৎকৃষ্ট বাসস্থান এবং মনোরম বিশ্রামস্থল।

٢٤- اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ○

٢٥-وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ○

২৫. আর সেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান মেঘপুঞ্জসহ এবং নামিয়ে দেওয়া হবে সেদিন ফিরিশ্‌তাদের।

٢٦-اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۨالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ○

২৬. সেদিন কর্তৃত্ব হবে প্রকৃতপক্ষে দয়াময় আল্লাহর এবং সেদিনটি হবে কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।

٢٧-وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ○

২৭. আর সেদিন যালিম ব্যক্তি তার হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে ঃ হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সঠিক পথ গ্রহণ করতাম!

٢٨-يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ○

২৮. হায়, দূর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

٢٩-لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا

২৯. সে তো আমাকে গুমরাহ করেছে কুরআন থেকে তা আমার কাছে আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

٣٤-اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ لا اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৩৪. যাদের একত্র করা হবে, তাদের মুখেভর দিয়ে জাহান্নামের দিকে চলা অবস্থায়, তারা স্থানের দিক দিয়ে অতি নিকৃষ্ট এবং সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৮৩, ৮৪, ৮৫

٨٣- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

৮৩. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি একত্র করবো প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একটি দলকে, যারা অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী ; আর তাদের একত্র করা হবে সারিবদ্ধভাবে।

٨٤-حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮৪. যখন তারা উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা কি অস্বীকার করেছিলে আমার নিদর্শনাবলী, অথচ তোমরা তা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? অথবা তোমরা আর কি করছিলে?

٨٥-وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا

৮৫. আর এসে পড়বে তাদের কাছে ঘোষিত ওয়াদা, তারা যে যুলুম করতো সে

ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

কারণে; ফলে তারা কথাও বলতে পারবে না।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪০, ৪১, ৪২

٤٠- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ○

৪০. আর স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ একত্র করবেন তাদের সবাইকে, তারপর জিজ্ঞেস করবেন ফিরিশ্‌তাদের ঃ এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করতো?

٤١- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ○

৪১. সেদিন ফিরিশতারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র মহান ; আপনিই আমাদের অভিভাবক তারা নয়; বরং তারা তো পূজা করতো জিন্‌দের ; তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

٤٢- فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

৪২. আজ কোন ক্ষমতা নেই তোমাদের একে অপরের উপকার করার, আর না অপকার করার, আর আমি বলব তাদের, যারা যুলুম করেছিল; তোমরা আস্বাদন কর সে জাহান্নামের শাস্তি, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

٢٢- اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ○

২২. ফিরিশতাদের বলা হবে ঃ তোমরা একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদের এবং তাদের যাদের তারা ইবাদত করতো।

٢٣- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ○

২৩. আল্লাহকে ছেড়ে। সুতরাং তাদের পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।

٢٤- وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ○

২৪. আর থামাও তাদের; কেননা তাদের প্রশ্ন করা হবে ;

٢٥- مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ○

২৫. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছো না?

٢٦- بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ○

২৬. বস্তুত তারা সেদিন আত্মসমর্পন করবে

٢٧- وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

২৭. এবং তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

২৮- قَالُوْٓا اِنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ○

২৮. তারা বলবে ঃ তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের কাছে আসতে।

২৯- قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

২৯. নেতারা বলবে ঃ বরং তোমরা তো মু'মিন-ই ছিলে না,

৩০- وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ○

৩০. আর তোমারা তো ছিলে সীমালংঘন-কারী সম্প্রদায়।

৩১- فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ
اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ○

৩১. বস্তুত সত্য প্রমাণিত হয়েছে আমাদের ব্যাপারে আমাদের রবের কথা, অবশ্যই আমরা হবো শাস্তিভোগকারী।

৩২- فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ○

৩২. তারা বলবে, আমরা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, আর আমরাও তো ছিলাম বিভ্রান্ত।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৭

৭- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى
وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ
فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ
وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ○

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি আল-কুরআন, আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা ও এর চারপাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন হাশরের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে।

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪০, ৪১, ৪২

৪০- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৪০. নিশ্চয় বিচারের দিন তো তাদের সবার জন্য নির্ধারিত।

৪১- يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا
وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪১. সেদিন কোন কাজে আসবে না এক বন্ধু অপর বন্ধুর এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না,

৪২- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۗ
اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৪২. তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন, সে ছাড়া। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫

১২- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

১২. সেদিন আপনি দেখবেন মু'মিন নর ও মু'মিন নারীদের তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সামনে ও তাদের ডান

পাশে। বলা হবে : আজ সুসংবাদ তোমাদের জন্য জান্নাতের, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা বলবে মু'মিনদের : তোমরা একটু থাম আমাদের জন্য, যাতে আমরা আহরণ করতে পারি তোমাদের নূর থেকে। বলা হবে, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পেছনে এবং অন্বেষণ কর নূর। তারপর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝে একটা প্রাচীর যাতে থাকবে একটা দরজা। যার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে থাকবে আযাব।

١٣- يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ
مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاۗءَكُمْ
فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۭ
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ
بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ
وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

১৪. মুনাফিকরা ডেকে বলবে মু'মিনদের : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? মু'মিনরা বলবে : হ্যাঁ, ছিলে; কিন্তু তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছিলে; আর তোমরা তো অতি অমঙ্গল চেয়েছিলে আমাদের, সন্দেহপোষণ করেছিলে, তোমাদের ধোঁকা দিয়েছিল অলীক আকাঙ্ক্ষা–আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত। আর তোমাদের প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্বন্ধে মহা-প্রতারক শয়তান।

١٤- يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۭ
قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ
حَتّٰى جَاۗءَ اَمْرُ اللّٰهِ
وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

১৫. সুতরাং আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন বিনিময় এবং যারা কুফরী করেছিল, তাদের থেকেও নয়। তোমাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, এটাই তোমাদের জন্য উপযুক্ত স্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٥- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ
مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۭ
هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ৯

৯. ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর,

٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا

تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

তখন তা তোমরা করবে না গুনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে, বরং তোমরা পরামর্শ করবে নেক কাজ ও তাক্‌ওয়া সম্পর্কে। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে,যার কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৯, ১০

٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৯. স্মরণ কর, সেদিনের কথা, যেদিন আল্লাহ তোমাদিগকে একত্রিত করবেন সমবেত করার দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। আর যে ঈমান রাখে আল্লাহতে এবং নেক আমল করে, যিনি বিদূরিত করবেন তার ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং দাখিল করবেন তাকে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমুহ, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

١٠- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১০. কিন্তু যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ৭, ৮

٧- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৭. ওহে যারা কুফরী করেছ। আজ তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। তোমাদের তো প্রতিফল দেয়া হবে তারই, যা তোমরা করতে।

٨- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাওবা কর আল্লাহ্র কাছে খালিস তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব বিদূরিত করবেন তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করবেন না নবীকে এবং তাদের যারা

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ঈমান এনেছে তাঁর সাথে। তাদের নূর ধাবিত হবে তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের, আপনি তো সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ৪, ৫, ৬

٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠানো হবে-

٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

৫. মহাদিবসে?

٦- يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৬. যেদিন দাঁড়াবে সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে!

মীযান

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮, ৯

٨- وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৮. সেদিন আমলের ওযন সত্য। অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই তো হবে সফলকাম,

٩- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝

৯. আর যার পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭

٤٧- وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۗ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

৪৭. আর আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড কিয়ামতের দিন। সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। আর কাজ যদি তিল পরিমাণ ওযনেরও হয়, তবুও তা আমি উপস্থিত করবো এবং আমি যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী-রূপে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০২, ১০৩

١٠٢- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০২. আর যার পাল্লাহ ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম,

১০৩. আর যার পাল্লাহ হাল্‌কা হবে, তারাই ক্ষতি করেছে নিজেদের ; তারা থাকবে জাহান্নামে চির দিন।

١٠٣- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ○

আমলনামা

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫২, ৫৩

৫২. আর তারা যা কিছু করে, তা সবই আছে আমলনামায়-

٥٢- وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ○

৫৩. ছোট বড় সবকিছুই লেখা আছে।

٥٣- وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ○

সূরা হাক্‌কা, ৬৯ ঃ ১৯, ২০

১৯. আর যাকে দেয়া হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে, সে বলবে ঃ নেও পড়ে দেখ আমার আমলনাম—

١٩- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ○

২০. আমি তো জানতাম যে, অবশ্যই আমাকে সম্মুখীন হতে হবে আমার হিসাবের।

٢٠- إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ○

সূরা ইন্‌শিকাক, ৮৪ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

৭. তবে যাকে দেয় হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে।

٧- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ○

৮. অবশ্যই তার হিসাব নেয়া হবে অতি সহজে।

٨- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ○

৯. আর সে ফিরে যাবে তার আপন জনদের কাছে আনন্দ চিত্তে।

٩- وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ○

১০. কিন্তু যাকে দেয়া হবে তার আমলনামা তার পিঠে পেছন দিয়ে।

١٠- وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ○

১১. সে তো আহবান করবে ধ্বংস।

١١- فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ○

১২. এবং প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

١٢- وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ○

১৩. সে তো ছিল তার আপনজনদের মধ্যে আনন্দে বিভোর।

١٣- إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ○

১৪. সে তো মনে করতো যে, সে কখনও ফিরে যাবে না;

١٤- اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ○

১৫. অবশ্যই সে ফিরে যাবে ; নিশ্চয়ই তার রব তার ব্যাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

١٥- بَلٰىۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ○

হিসাব

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৮৪

২৮৪. আস্‌মান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব কিছু আল্লাহরই। আর যদি তোমরা প্রকাশ কর যা আছে তোমাদের মনে, অথবা তা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের থেকে এর হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর তিনি ক্ষমা করবেন যাকে চাইবেন এবং আযাব দেবেন যাকে ইচ্ছা করবেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٨٤- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫২, ৬৯

৫২. আপনি তাড়িয়ে দিবেন না তাদের, যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায়-তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। নেই আপনার উপর কোন দায়িত্ব তাদের কাজের জবাবদিহির এবং তাদের উপরও নেই কোন দায়িত্ব আপনার কাজের জবাবদিহিতার। এরপরও যদি আপনি তাদের তাড়িয়ে দেন, তবে হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

٥٢- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৬৯. যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করে, তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব মুত্তাকীদের নয় ; কিন্তু উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য করে, যাতে তারা সতর্ক হয়।

٦٩- وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৪০, ৪১

১৮. যারা সাড়া দেয় তাদের রবের ডাকে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম ; কিন্তু

١٨- لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ط

وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, যদি তাদের থাকতো যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা সবই এবং এর সাথে এর সমপরিমাণ আরো ; অবশ্যই তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। তাদেরই জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব, আর তদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম ; আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

٢٠- اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ○

২০. যারা পূর্ণ করে আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার এবং ভঙ্গ করে না প্রতিজ্ঞা,

٢١- وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ○

২১. এবং যারা অক্ষুন্ন রাখে সে সম্পর্ক, যা অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা এবং ভয় করে তাঁদের রবকে, আর ভয় করে কঠিন হিসাবকে।

٢٢- وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং সালাত কায়েম করে, আর ব্যয় করে আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

٢٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ○

২৩. স্থায়ী জান্নাত ঃ তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং তাদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেককাজ করেছে তারাও এবং ফিরিশতারা প্রবেশ করবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,

٢٤- سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

২৪. তারা বলবে ঃ সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য। আর কত উত্তম এ পরিণাম!

٤٠- وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৪০. আর যদি আমি আপনাকে দেখাই, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি এর কিছু অথবা আপনার মৃত্যু ঘটাই এর আগে ; তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

Contents

٤١- اَوَ لَمۡ یَرَوۡا اَنَّا نَاۡتِی الۡاَرۡضَ نَنۡقُصُهَا مِنۡ اَطۡرَافِهَا ؕ وَ اللّٰهُ یَحۡکُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکۡمِهٖ ؕ وَ هُوَ سَرِیۡعُ الۡحِسَابِ ○

৪১. তারা কি দেখে না যে, আমি তো সংকুচিত করে আনছি তাদের দেশ চারদিক থেকে? আর আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। আর তিনি জল্‌দি হিসাবে গ্রহণকারী।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৪১, ৫১

٤١- رَبَّنَا اغۡفِرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَوۡمَ یَقُوۡمُ الۡحِسَابُ ○

৪১. হে আমাদের রব! ক্ষমা করুন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং মু'মিনদের সেদিন, যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে।

٥١- لِیَجۡزِیَ اللّٰهُ کُلَّ نَفۡسٍ مَّا کَسَبَتۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِیۡعُ الۡحِسَابِ ○

৫১. এ কারণে যে, আল্লাহ্ প্রত্যেককে দিবেন তার কৃতকর্মের প্রতিফল। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেককে দেবেন তার কৃতকর্মের প্রতিফল। নিশ্চয় আল্লাহ্ জল্‌দি হিসাব গ্রহণকারী।

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ১৩, ১৪

١٣- وَ کُلَّ اِنۡسَانٍ اَلۡزَمۡنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیۡ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخۡرِجُ لَهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ کِتٰبًا یَّلۡقٰىهُ مَنۡشُوۡرًا ○

১৩. আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং বের করবো আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।

١٤- اِقۡرَاۡ کِتٰبَکَ ؕ کَفٰی بِنَفۡسِکَ الۡیَوۡمَ عَلَیۡکَ حَسِیۡبًا ○

১৪. তাকে বলা হবে ঃ তুমি পড় তোমার কিতাব। তুমি নিজেই আজ তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১

١- اِقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَ هُمۡ فِیۡ غَفۡلَۃٍ مُّعۡرِضُوۡنَ ○

১. নিকটবর্তী হয়েছে মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৭

١١٧- وَ مَنۡ یَّدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرۡهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنۡدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الۡکٰفِرُوۡنَ ○

১১৭. আর যে কেউ ডাকে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ, যে বিষয়ে তার কাছে নেই কোন প্রমাণ ; তার হিসাব-নিকাশ তো রয়েছে তার রবের কাছে। নিশ্চয় সফলকাম হবে না কাফিররা।

সূরা শু'আরা, ২৬ : ১১৩

١١٣- إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ○

১১৩. তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার রবের, যদি তোমরা বুঝতে!

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ : ৩৯

٣٩- الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيبًا ○

৩৯. নবীগণ প্রচার করতেন আল্লাহ্‌র বাণী এবং তাঁরা ভয় করতেন তাঁকে, আর তাঁরা ভয় করতেন না তাঁকে ছাড়া আর কাউকে। আর আল্লাহ-ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।

সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪০

٤٠- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৪০. কেউ মন্দকাজ করলে তাকে দেয়া হবে কেবল তার কাজের অনুরূপ প্রতিফল ; আর কেউ ভাল কাজ করলে, পুরুষ অথবা নারীদের থেকে এবং সে মু'মিন ও ; তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদের রিযিক দেয়া হবে হিসাব ছাড়া।

সূরা তালাক, ৬৫ : ৮

٨- وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۙ وَعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○

৮. আর কত জনপদবাসী বিরোধিতা করেছিল তাদের রবের ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের। ফলে, আমি কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম তাদের থেকে এবং দিয়েছিলাম তাদের কঠোর শাস্তি।

সূরা নাবা, ৭৮ : ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

٢٧- إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ○

২৭. তারা তো ভয় করতো না হিসাবের,

٢٨- وَكَذَّبُوا بِآيٰتِنَا كِذَّابًا ○

২৮. এবং অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী দৃঢ়ভাবে।

٢٩- وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ○

২৯. আর সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি কিতাবে।

٣٠- فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ○

৩০. অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আমি তো বৃদ্ধি করবো না তোমদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই।

সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ৭, ৮, ৯

٧- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِينِهٖ ○

৭. আর যাকে দেয় হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে, অবশ্যই তার হিসাব নেওয়া হবে অতি সহজভাবে,

٨- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ○

৮. অবশ্যই তার হিসাব নেওয়া হবে অতি সহজভাবে,

٩- وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ○

৯. আর সে ফিরে যাবে তার স্বজনদের কাছে আনন্দচিত্তে।

সূরা গাশিয়া, ৮৮ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

٢٣- اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ○

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফ্‌রী করলে,

٢٤- فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ○

২৪. আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন-ভয়ঙ্কর শাস্তি।

٢٥- اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ○

২৫. নিশ্চয় আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন;

٢٦- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ○

২৬. তারপর আমারই দায়িত্ব তাদের হিসাব-নিকাশের।

জান্নাত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫, ৩৫, ৮২, ১১১, ২১৪, ২২১

٢٥- وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫. আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদের, যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। যখনই তাদের সেখানে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে ; এতো তা-ই, যা আমাদের এর আগে খেতে দেওয়া হতো। আসলে তাদের দেওয়া হবে তার অনুরূপ। আর তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র সঙ্গিনী এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

٣٥- وَقُلْنَا يَآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩৫. আর আমি বললাম ঃ হে আদম! বসবাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং তোমরা উভয়ে আহার কর সেখানে স্বচ্ছন্দে, যেভাবে চাও ; কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না ; যদি যাও তবে হয়ে পড়বে যালিমদের শামিল।

٨٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

١١١- وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ
كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

১১১. আর তারা বলে ঃ কেউ কখনো প্রবেশ করবে না জান্নাতে ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া। এটা তাদের অলীক বাসনা। আপনি বলুন ঃ তোমরা পেশ কর প্রমাণ, যদি সত্যবাদী হও।

٢١٤- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ
مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۗءُ وَالضَّرَّاۗءُ وَزُلْزِلُوْا
حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۗ
اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা প্রবেশ করবে জান্নাতে, অথচ এখনো আসেনি তোমাদের কাছে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা? তাদের স্পর্শ করেছিল অর্থ সংকট ও দুঃখ ক্লেশ, আর তারা হয়েছিল ভীত সংকিত। এমন কি রাসূলে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলেছিল ঃ কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

٢٢١- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ
وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ
وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ

২২১. আর তোমরা বিয়ে করবে না মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত। অবশ্যই মু'মিন ক্রীতদাসী উত্তম মুশরিক নারীর চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। আর তোমরা বিয়ে দেবে না মুশরিক পুরুষের সাথে, তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত। অবশ্যই মু'মিন ক্রীতদাস উত্তম, মুশরিক পুরুষের চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা ডাকে দোযখের দিকে এবং আল্লাহ্ ডাকেন জান্নাত ও মাগ্‌ফিরাতের দিকে স্বীয় অনুগ্রহে। তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন

Contents

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

তাঁর বিধান মানুষের জন্য, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫, ১৩৩, ১৩৬, ১৯৫, ১৯৮

١٥- قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

১৫. আপনি বলুন ঃ আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব এমন কিছুর, যা এ সবের চাইতে উৎকৃষ্ট? যারা তাক্ওয়া করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে-জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে রয়েছে সন্তুষ্টিও। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

١٣٣- وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

১৩৩. আর তোমরা ধাবমান হও তোমাদের রবের মাগ্ফিরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায় ; যা তৈরী করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

١٣٦- اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

১৩৬. এরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশের নহরসমূহ ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর কত উত্তম নেক্কারদের পুরস্কার।

١٩٥-..... فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

১৯৫. ... আর যারা হিজরত করেছে, বিতাড়িত হয়েছে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে, নির্যাতিত হয়েছে, আমার পথে যুদ্ধ করেছে এবং শহীদ হয়েছে, অবশ্যই আমি দূরীভূত করবো তাদের গুনাহসমূহ এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। এ হলো পুরস্কার আল্লাহ্র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

١٩٨- لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

১৯৮. যারা ভয় করে তাদের রবকে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার

Contents

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মেহমানদারী। আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা নেক্‌কারদের জন্য শ্রেয়।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩, ৫৭, ১২২, ১২৪

١٣- تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩. আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এটা হলো মহা-সাফল্য।

٥٧- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۡ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

৫৭. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আমি তাদের দাখিল করবো শান্তিদায়ক স্নিগ্ধ ছায়ায়।

١٢٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, অবশ্যই আমি তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা। আর কে অধিক সত্যবাদী আল্লাহ্‌র চাইতে কথায়?

١٢٤- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

১২৪. আর যে কেউ নেক আমল করবে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে এবং সে মু'মিনও, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে ; আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না বিন্দুমাত্র।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১২, ৭২, ৮৫, ১১৯

١٢ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ

১২. আল্লাহ্ তো অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন বনূ ইসরাঈল থেকে এবং আর আমি

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

নিযুক্ত করেছিলাম তাদের থেকে বারজন নেতা। আল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যাক তোমরা কায়েম কর সালাত, আদায় কর যাকাত, ঈমান আনো আমার রাসূলগণের প্রতি ও তাদের সাহায্য কর এবং তোমরা প্রদান কর আল্লাহকে করযে-হাসানা ; তবে অবশ্যই আমি মোচন করবো তোমাদের গুনাহ, আর নিশ্চয় দাখিল করবো তোমাদেরকে জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। আর যে কুফরী করবে এরপরও তোমাদের থেকে, সে গুমরাহ হবে সরল পথ থেকে।

٧٢- ..... اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

৭২. .... নিশ্চয় কেউ শরীক করলে আল্লাহর সাথে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য হারাম করবেন জান্নাত এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

٨٥- فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৮৫. আর তারা যা বলে, সে জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেবেন জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা পুরস্কার নেক্কারদের জন্য।

١١٩- قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১১৯. আল্লাহ্ বলবেন ঃ এই সেই দিন, যেদিন উপকৃত হবে সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য ; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমুহ। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি এবং তারা ও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এতো মহাসাফল্য।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

١٩- وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

১৯. আর আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর

Contents

فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

এবং আহার কর, যেখান থেকে তোমরা ইচ্ছা কর ; কিন্তু নিকটবর্তী হয়ে না এ বৃক্ষের, হলে তোমরা হবে যালিমদের শামিল।

٤٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ○

৪০. নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ এবং অহঙ্কার করে সে সম্বন্ধে, তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না আকাশের দরজা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না উট প্রবেশ করে সূঁচের ছিদ্রপথে। এ ভাবেই আমি শাস্তি দেই অপরাধিদের।

٤١- لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১. তাদের জন্য বিছানা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও, এভাবেই আমি প্রতিফল দেব যালিমদের।

٤٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ز اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৪২. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত বোঝা বইতে দেই না, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

٤٣- وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ج وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا قف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ج لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْآ اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৪৩. আমি বিদূরিত করবো তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা, প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ। আর তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এজন্য আমাদের হিদায়াত দান করেছেন ; যদি না তিনি আমাদের হিদায়াত দান করতেন, কিছুতেই আমরা হিদায়াত পেতাম না। অবশ্যই এসেছিলেন আমাদের রবের রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে। আর তাদের সম্বোধন করে বলা হবে ঃ তোমাদের উত্তরাধিকারী করা হলো এ জান্নাতের, তোমরা যা করতে-তার জন্য।

٤٤- وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا

৪৪. আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদের সম্বোধন করে বলবে ঃ আমরা তো

فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

পেয়েছি, যে ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন আমাদের রব, তা সত্য ; তবে তোমরাও কি পেয়েছ, যে ওয়াদা তোমাদের দিয়েছিলেন তোমাদের রব, তা সত্য? তারা বলবে হাঁ। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর।

٤٥- الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ○

৪৫. যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো আল্লাহ্‌র পথে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতো। তারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

সূরা আনফাল, ৯ ঃ ২০, ২১, ২২, ৭২, ৮৯, ১০০, ১১১

٢٠- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র কাছে। আর তারাই সফলকাম।

٢١- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ○

২১. তাদের সুসংবাদ দেন তাদের রব, স্বীয় রহমত ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী সুখশান্তি।

٢٢- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۖ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২২. তারা সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহাপুরস্কার।

٧٢- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۖ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۖ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৭২. আর আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছে মু'মিন নর ও মু'মিন নারীদের জান্নাতের প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং উত্তম বাসস্থানে, স্থায়ী জান্নাতে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই হলো মহাসাফল্য।

٨٩- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

৮৯. প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ্ তাদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার

পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; এটাই মহাসাফল্য।

تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১০০. আর যারা প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এবং যারা তাদের অনুসরণ করে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তৈরী করে রেখেছেন তদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ , সেখানে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে, এটাই মহাসাফল্য।

١٠٠- وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ; এর বিনিময়ে যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, হত্যা করে ও নিহত হয়। এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর কে শ্রেষ্ঠতর ওয়াদা পালনে আল্লাহর চাইতে? আর তোমরা আনন্দিত হও, যে সাওদা তোমরা করেছ, সে সাওদার জন্য আর এটাই মহাসাফল্য।

١١١- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯, ১০, ২৬

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের গন্তব্যে পৌঁছাবেন তাদের রব তাদের ঈমানের জন্য। প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ জান্নাতে নাঈমে।

٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

১০. সেখানে তাদের আওয়াজ হবে, পবিত্র মহান তুমি, হে আল্লাহ! আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, সালাম এবং তাদের শেষ আওয়াজ হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সারা জাহানের রব।

١٠- دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৬. যারা নেককাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং আরো

٢٦- لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

অধিক। আচ্ছন্ন করবে না তাদের চেহারাকে কালিমা, আর না হীনতা, এরাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ২৩

٢٣- إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلٰى رَبِّهِمْ ۙ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক আমল করেছে এবং বিনত হয়েছে তাদের রবের প্রতি, তারাই জান্নাতের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২২, ২৩, ২৪, ৩৫

٢٢- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, সালাত কায়েম করে, যা আমি যাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

٢٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ○

২৩. জান্নাতে-আদ্‌ন, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের থেকে যারা নেক্‌কাজ করেছে–তারাও। আর ফিরিশতারা তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

٢٤- سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

২৪. তারা বলবে ঃ সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য ; কত উত্তম এ পরিণাম।

٣٥- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِينَ النَّارُ ○

৩৫. যে জান্নাতের ওয়াদা মুত্তাকীদের দেওয়া হয়েছে তা এরূপ ঃ প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, যার ফলমূল ও ছায়া চিরস্থায়ী। এ হলো প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্য। আর কাফিরদের প্রতিফল হলো জাহান্নাম।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ২৩

٢٣- وَأُدْخِلَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا

২৩. আর যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতে,

الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○

প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে তাদের রবের হুকুম। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

٤٥- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণায়।

٤٦- اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ○

৪৬. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা প্রবেশ কর তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।

٤٧- وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

৪৭. আমি বিদূরিত করবো তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ, তারা ভাই-ভাইরূপে, মুখোমুখি হয়ে উচ্চাসনে অবস্থান করবে।

٤٨- لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ○

৪৮. সেখানে তারা স্পর্শ করবে না কোন অবসাদ, আর না তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৩০, ৩১, ৩২

٣٠- وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩০. আর বলা হবে তাদের, যারা তাক্‌ওয়া করতো ঃ কী নাযিল করেছেন তোমাদের রব? তারা বলবে ঃ মহাকল্যাণ। যারা নেক-আমল করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস তো আরো উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!

٣١- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ○

৩১. তা হলো ঃ জান্নাতু-আদ্‌ন, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে তা, যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে। এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কার দেন মুত্তাকীদের।

٣٢- الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

৩২. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তারা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশ্‌তারা বলবে ঃ সালাম তোমাদের প্রতি। তোমরা

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

প্রবেশ কর জান্নাতে, যা তোমরা করতে তার জন্য। •

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৩০, ৩১, ১০৭, ১০৮

٣٠-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ○

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, আমি তো নষ্ট করি না শ্রমফল তার, যে উত্তম কাজ করে।

٣١-اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ○

৩১. তাদেরই জন্য রয়েছে জান্নাতু 'আদ্ন, প্রবাহিত হয় তাদের পাদদেশের নহরসমুহ,সেথায় তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাকনে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও মোটা রেশমের সবুজ পোশাক, সেথায় তারা হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার, আর কত উত্তম আবাস।

١٠٧-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ○

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস মেহমানদারীর জন্য।

١٠٨-خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ○

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

٦٠-اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ○

৬০. তবে যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তারাই দাখিল হবে জান্নাতে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

٦١-جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ○

৬১. দাখিল হবে স্থায়ী জান্নাতে, যারা ওয়াদা দিয়েছেন দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অদৃশ্যভাবে। তাঁর ওয়াদা তো অবশ্যই পূর্ণ হবে।

٦٢-لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً

৬২. তারা সেখানে শোনবে না কোন আসার কথা সালাম ছাড়া, আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে রিয্ক সকাল-সন্ধ্যায়।

৬৩. এতো সেই জান্নাত, যারা উত্তরাধিকারী করবো আমি, আমার বান্দাদের থেকে যারা মুত্তাকী তাদের।

٦٣- تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○

সূরা তোহা, ২০ ঃ ৭৫, ৭৬

৭৫. আর যে কেউ উপস্থিত হবে তার রবের কাছে মু'মিন অবস্থায় নেক-আমল করে,তাদেরই জন্য রয়েছে উঁচুমর্যাদা-

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হলো পুরস্কার তাদের যারা, পরিশুদ্ধ হয়।

٧٥- وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○

٧٦- جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৪, ২৩

১৪. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। অবশ্য আল্লাহ্ তা-ই করেন, যা তিনি চান।

١٤- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○

২৩. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। তাদের সেখানে অলংকৃত করা হবে সোনার কাকণে ও মুক্তায় এবং তাদের পোশাক হবে সেখানে রেশমের।

٢٣- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৫, ১৬, ৭৫, ৭৬

১৫. আপনি বলুন ঃ এটা কি শ্রেয়, না জান্নাতুল-খুলদ, যার ওয়াদা মুত্তাকীদের দেয়া হয়েছে? এটাই তো তাদের পুরস্কার এবং প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৬. তাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা তারা চাইবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ ওয়াদা পূরণ করা আপনার রবের দায়িত্ব।

١٥- قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ○

١٦- لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ط كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ○

৭৫. তাদের পুরস্কার দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, তাদের সবরের দরুন। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

٧٥- أُولَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلَٰمًا ۝

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তা কত উত্তম বিশ্রামস্থল ও আবাসস্থল!

٧٦- خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৮, ৫৯

৫৮. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, আমি অবশ্যই তাদের বসবাস করাব জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষে; প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার নেক্‌কারদের।

٥٨- وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ۝

৫৯. যারা সবর করে এবং স্বীয় রবের উপর তাওয়াক্‌কুল করে।

٥٩- الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৮, ৯

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুখময় জান্নাত;

٨- إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيمِ ۝

৯. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা। তিনি পরাক্রম-শালী, হিক্‌মত ওয়ালা।

٩- خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ১৯

১৯. আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের স্থায়ী বাসস্থান, তাদের আপ্যায়ণের জন্য, যা তারা করতো তার ফল স্বরূপ।

١٩- أَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى ۚ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৭

৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই তোমাদের আমার নিকটবর্তী করবে না ; তবে তাদেরই জন্য রয়েছে দ্বি-গুণ পুরস্কার তারা যা করতো তার জন্য। আর তারা থাকবে জান্নাতের প্রকোষ্ঠে নিরাপদে।

٣٧- وَمَا أَمْوَٰلُكُمْ وَلَا أَوْلَٰدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفٰى إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُونَ ۝

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

৩২. তারপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম তাদের, যাদের আমি মনোনীত করেছিলাম আমার বান্দাদের থেকে। আর তাদের মাঝে কতক ছিল নিজেদের প্রতি যালিম, কতক ছিল মধ্যপন্থী এবং কতক ছিল নেক-কাজে অগ্রবর্তী আল্লাহর ইচ্ছায়। এটাই মহাঅনুগ্রহ।

٣٢- ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

৩৩. জান্নাতু-আদন ; সেখানে তারা প্রবেশ করবে। তাদের অলংকৃত করা হবে সেখানে সোনার কাকনে ও মণিমুক্তা দিয়ে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

٣٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

৩৪. আর তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি দূর করেছেন আমাদের থেকে দুশ্চিন্তা। নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল পরম গুণগ্রাহী।

٣٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

৩৫. যিনি আমাদের আবাসন দিয়েছেন স্থায়ী বাসস্থানে, নিজ অনুগ্রহে। সেখানে আমাদের স্পর্শ করে না কোন ক্লেশ, আর না স্পর্শ করে সেখানে আমাদের কোন ক্লান্তি।

٣٥- الَّذِيْٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫৫. নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ থাকবে সেদিন আনন্দে মগ্ন ;

٥٥- إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ○

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ হেলান দিয়ে বসবে সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে।

٥٦- هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ○

৫৭. তাদের জন্য থাকবে সেখানে ফল-ফলাদি এবং আরো থাকবে তাদের জন্য, যা কিছু তারা চাইবে তা,

٥٧- لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ○

৫৮. 'সালাম'-এ সম্ভাষণ হবে রাব্বুল আলামীন, পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে।

٥٨- سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭

٤٠- اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

৪০. তবে আল্লাহর খাস বান্দারা ,

٤١- اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ○

৪১. তাদেরই জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয্ক,

٤٢- فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ○

৪২. ফল-ফলাদি এবং তারা হবে সম্মানিত।

٤٣- فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৪৩. জান্নাত-নাঈমে।

٤٤- عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

৪৪. তারা সুসজ্জিত আসনে মুখোমুখী হয়ে সমাসীন থাকবে।

٤٥- يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ○

৪৫. ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ পাত্র।

٤٦- بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

৪৬. তা হবে অতি উজ্জ্বল, সুস্বাদু পান-কারীদের জন্য,

٤٧- لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ○

৪৭. তাতে থাকবে না ক্ষতিকর কিছু, আর না তারা তাতে মাতাল হবে,

٤٨- وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ○

৪৮. আর তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না, আয়ত-লোচনা নারীগণ।

٤٩- كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ○

৪৯. যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।

٥٠- فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ

৫০. তারপর তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

٥١- قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ

৫১. তদের কেউ বলবে ঃ আমার ছিল এক সাথী,

٥٢- يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ○

৫২. সে বলতে ঃ তুমি কি কিয়ামতে বিশ্বাসী?

٥٣- ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ○

৫৩. যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা পরিণত হব মাটি ও হাড্ডিতে, তখনও কি প্রতিফল দেয়া হবে?

٥٤- قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ○

৫৪. আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?

٥٥- فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○

৫৫. তারপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে সে দেখতে পাবে জাহান্নামের মাঝখানে।

৫৬. সে বলবে ঃ কসম আল্লাহ্‌র! তুমি তো প্রায় আমাকে ধ্বংসই করেছিলে।

٥٦- قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ○

৫৭. আর যদি না থাকতো আমার রবের অনুগ্রহ আমার প্রতি, তাহলে আমিও তো হতাম জাহান্নামীদের শামিল।

٥٧- وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ
مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ○

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

৪৯. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস

٤٩- هٰذَا ذِكْرٌ ؕ
وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ○

৫০. জান্নাতু-আদন, উন্মুক্ত যার দরজা তাদের জন্য।

٥٠- جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ○

৫১. তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে, পাবে তারা সেখানে বহুবিধ ফল-ফলাদি এবং পানীয়।

٥١- مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ
فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ○

৫২. আর তাদের পাশে থাকবে আনত-নয়না সম-বয়স্কাগণ।

٥٢- وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ○

৫৩. এ সেই ওয়াদা, যা তোমাদের দেয়া হয়েছে হিসাব দিবসের জন্য।

٥٣- هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২০, ৭৩, ৭৪, ৭৫

২০. কিন্তু যারা ভয় করে তাদের রবকে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুউচ্চ প্রকোষ্ঠসমূহ, যার উপর নির্মিত আছে আরো অনেক প্রকোষ্ঠ। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর সমূহ। এ হলো আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ খিলাফ করেন না তাঁর ওয়াদা।

٢٠- لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ
غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ
لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ○

৭৩. আর নিয়ে যাওয়া হবে মুত্তাকীদের জান্নাতের দিকে দলেদলে। যখন তারা উপস্থিত হবে জান্নাতের কাছে এবং উন্মুক্ত থাকবে এর দরজসমূহ, তখন তাদের বলবে জান্নাতের প্রহরীরা ঃ সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা সুখী হও এবং প্রবেশ কর জান্নাতে-চিরদিনের জন্য থাকতে।

٧٣- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ
زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا
وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○

৭৪. আর তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সত্য প্রমাণিত করেছেন আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা এবং আমাদের উত্তরাধিকারী করেছেন এ যমীনের ; আমরা বসবাস করবো জান্নাতে, যেখানে চাইব সেখানে। কত উত্তম নেক্কারদের পুরস্কার।

٧٤- وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ○

৭৫. আর আপনি দেখতে পাবেন ফিরিশতাদের 'আরশের চারপাশ ঘিরে সপ্রশংস তাস্‌বীহ পাঠ করতে তাদের রবের। আর বিচার করা হবে তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে। এবং বলা হবে ; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রাব্বুল আলামীন।

٧٥- وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪০

৪০. যে মন্দ কাজ করে, তাকে প্রতিফল দেয়া হবে কেবল তার কাজের অনুরূপ। আ যে নেককাজ করে, হোক সে পুরুষ অথবা নারী এবং সে ঈমানদান, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, রিযিক দেয়া হবে তাদের সেখানে বে-শুমার।

٤٠- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৩০, ৩১, ৩২

৩০. নিশ্চয় যারা বলে ঃ আমাদের রব তো আল্লাহর, তারপর তারা এতে দৃঢ়পদ থাকে, নাযিল হয় তাদের কাছে ফিরিশ্‌তারা এবং বলে ঃ তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং আনন্দিত হও সে জান্নাতের জন্য; যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছে।

٣٠- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

৩১. আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও ; আর তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা; আরো রয়েছে তোমাদের জন্য সেখানে, যা তোমরা চাইবে তা।

٣١- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ○

৩২. এ হলো মেহমানদারী, পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٣٢- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২২

২২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম উদ্যানে। তাদের জন্য রয়েছে তারা যা চাবে তার সবই তাদের রবের কাছে। এ হলো মহাঅনুগ্রহ।

٢٢- ... وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩

৬৯. যারা ঈমান এনেছিল আমার নিদর্শনাবলীতে এবং তারা আত্মসমর্পণ করেছিল।

٦٩- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○

৭০. তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে এবং তোমাদের স্ত্রীগণও তোমরা সেখানে সুখে থাক।

٧٠- اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○

৭১. তাদের প্রদক্ষিণ করা হবে সোনার থালা ও পানপাত্র নিয়ে, আর সেখানে রয়েছে তা যা মন চাইবে এবং যাতে চোখ জুড়াবে। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

٧١- يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৭২. এ হলো সে জান্নত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের যা তোমরা করতে তার জন্য।

٧٢- وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৭৩. তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে প্রচুর ফল-ফলাদি, যা থেকে তোমরা আহার করবে।

٧٣- لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে

٥١- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ○

৫২. জান্নাতে ও ঝর্ণার মাঝে,

٥٢- فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

৫৩. তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক, বসবে মুখোমুখী হয়ে,

٥٣- يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

٥٤- كَذٰلِكَ قف وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○

৫৪. এরূপই হবে, আর আমি তাদের বিয়ে দেব বড় বড় চোখ-বিশিষ্ট হূরদের সাথে।

٥٥- يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ

৫৫. সেথায় তারা পাবে সবধরনের ফল-ফলাদি প্রশান্তচিত্তে।

٥٦- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

৫৬. তারা সেখানে আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যু। আর তিনি রক্ষা করবেন তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে।

٥٧- فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৫৭. এ হলো অনুগ্রহ তোমার রবের তরফ থেকে। এতো মহাসাফল্য।

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ১৫

١٥- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ○

১৫. যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ সেখানে রয়েছে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, শরাবের নহর যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু এবং মধুর নহর যা স্বচ্ছ পরিশোধিত। আর তাদের জন্য থাকবে সেখানে নানা ধরনের ফল-ফলাদি এবং তাদের রবের তরফ থেকে চিরস্থায়ী ক্ষমা! এরা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা এবং যাদের পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে তাদের নাড়িভুঁড়ি?

সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ৫, ১৭

٥- لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

৫. ইহা এ জন্য যে, তিনি দাখিল করবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং তিনি বিদূরিত করবেন তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমুহ। আর এটাই আল্লাহর কাছে তাদের জন্য মহা-সাফল্য।

১৭. কোন অপরাধ নেই অন্ধের জন্য, কোন অপরাধ নেই খোঁড়ার জন্য এবং কোন অপরাধ নেই রুগীর জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ না করায়। আর যে কেউ অনুসরণ করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; কিন্তু যে কেউ পিঠ ফিরিয়ে নিবে, তিনি তাকে দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٧- لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

১৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণায়,

١٥- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

১৬. তারা ভোগ করবে তা, যা তাদের রব তাদের দিবেন তারা তো ছিল-এর আগো-নেক্কার,

١٦- اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ○

১৭. তারা রাতের খুব কম অংশই নিদ্রায় কাটাতো,

١٧- كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○

১৮. এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো,

١٨- وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

১৯. আর তাদের সম্পদে ছিল অধিকার-অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের।

١٩- وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১৭. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে এবং আরাম আয়েশে।

١٧- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ○

১৮. তারা উপভোগ করবে তা যা তাদের দেবেন তাদের রব এবং তাদের রক্ষা করবেন তাদের রব জাহান্নামের আযাব থেকে।

١٨- فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○

১৯. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা খাও পর পান কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা যা করতে তার জন্য।

١٩- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْۗــًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

٢٠- مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○

২০. তারা হেলান দিয়ে বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে, আর আমি বিয়ে দেব তাদের আয়ত-লোচনা হূরদের সাথে।

٢١- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

২১. আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা ঈমানে তাদের অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে মিলিত করবো তাদের সন্তানদের এবং আমি কিছুই কম করবো না তাদের কর্মফল। প্রত্যেক ব্যক্তি, সে যা করে, তার জন্য দায়ী।

٢٢- وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

২২. আর আমি তাদের দেব ফল-ফলাদি এবং গোশ্‌ত, যা তারা পসন্দ করে।

٢٣- يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ○

২৩. সেখানে তারা আদান প্রদান করবে পান-পাত্র, যাতে থাকবে না কোন অসার কথাবার্তা, আর না কোন পাপকর্ম।

٢٤- وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ○

২৪. ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তাদের চারদিকে তাদের সেবায় নিয়োজিত কিশোরেরা, যারা হবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়।

٢٥- وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

২৫. তারা পরস্পরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে,

٢٦- قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ○

২৬. এবং বলবে ঃ আমরা তো ছিলাম এর আগে, আমাদের পরিবার পরিজনের মাঝে শংকিত অবস্থায়।

٢٧- فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ○

২৭. আর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের প্রতি এবং বাঁচিয়েছেন আমাদের আগুনের আযাব থেকে।

٢٨- اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ○

২৮. আমরা তো এর আগেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম, তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫৪, ৫৫

٥٤- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ○

৫৪. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে,

٥٥- فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ○

৫৫. উত্তম স্থানে, সব ক্ষমতার মালিক শক্তিধর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮

৪৬. আর যে ভয় রাখে তার রবের সামনে দাঁড়াতে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।

٤٦- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۝

৪৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?

٤٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৪৮. জান্নাত দু'টি হবে ঘন-পল্লব সম্বলিত বহু শাখা বিশিষ্ট,

٤٨- ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۝

৪৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়মাত অস্বীকার করবে?

٤٩- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫০. উভয় জান্নাতে রয়েছে দু'টি প্রবাহমান প্রস্রবন,

٥٠- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۝

৫১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٥١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫২. উভয় জান্নাতে রয়েছে সব ধরনের ফল-ফলাদি দু'দু প্রকারের।

٥٢- فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۝

৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٥٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫৪. তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে ফরাশের উপর, যার আস্তর পুরু রেশমের, নিকটবর্তী হবে জান্নাত দু'টির ফল।

٥٤- مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝

৫৫. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٥٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৫৬. সে সবের মাঝে থাকবে আনতনয়না হূরগণ, স্পর্শ করেনি যাদের এর পূর্বে কোন মানুষ, আর না জিন্।

٥٦- فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٥٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

٥٨- كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ○

৫৮. তারা যেন ইয়াকূত এবং প্রবাল;

٥٩- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৫৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٦٠- هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ○

৬০. উত্তম কাজের পুরস্কার তো উত্তম ছাড়া আর কিছু নয়!

٦١- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৬১. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٦٢- وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ○

৬২. আর এ দু'টি জান্নাত ছাড়া রয়েছে আরো দু'টি জান্নাত।

٦٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৬৩. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٦٤- مُدْهَامَّتَانِ ○

৬৪. সে দু'টি ঘন-সবুজ,

٦٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৬৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٦٦- فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ○

৬৬. সে দু'টির মাঝে রয়েছে দু'টি উদ্বেলিত প্রস্রবণ।

٦٧- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৬৭. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٦٨- فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ○

৬৮. সে দু'টিতে রয়েছে ফল-ফলাদি এবং খেজুর ও আনার।

٦٩- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৬৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٧٠- فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ○

৭০. এ সব জান্নাতের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ।

٧١- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৭১. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٧٢- حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ○

৭২. তারা হলো হূর তাঁবুতে সুরক্ষিতা।

٧٣- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৭৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٧٤- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ○

৭৪. স্পর্শ করেনি তাদের এর আগে কোন মানুষ, আর না কোন জিন্

٧٥- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৭৫. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٧٦- مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ○

৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় এবং সুন্দর গালিচায়।

٧٧- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৭৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٧٨- تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ○

৭৮. অতিশয় মুবারক আপনার রবের নাম, যিনি মহামহিম ও পরম সম্মানিত।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১

١٠- وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ○

১০. আর যারা অগ্রবর্তী, তারাই অগ্রবর্তী

١١- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।

١٢- فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

১২. নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে,

١٣- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,

١٤- وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

١٥- عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ○

১৫. তারা স্বর্ণ-খচিত আসনের উপর

١٦- مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ○

১৬. হেলান দিয়ে বসবে মুখোমুখী হয়ে।

١٧- يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ○

১৭. তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা,

١٨- بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ○

১৮. পান-পাত্র, জগ এবং স্বচ্ছ শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে;

١٩- لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ○

১৯. যা পান করলে তারা মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হবে না এবং জ্ঞানও হারাবে না।

٢٠- وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ○

২০. আর তারা ঘুরাফেরা করবে তাদের কাছে তাদের পসন্দ মত ফল-ফলাদি নিয়ে।

٢١- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

২১. এবং তাদের পসন্দ মত পাখীর গোশ্‌ত নিয়ে,

٢٢- وَحُوْرٌ عِيْنٌ ○

২২. আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে আয়ত-লোচনা হূর,

٢٣- كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ○

২৩. সুরক্ষিত মুক্তা-সদৃশ,

٢٤- جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৪. তারা যা করতো তার পুরস্কার স্বরূপ।

٢٥- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ○

২৫. তারা শুনবে না সেখানে কোন অসার কথা, আর না কোন গুনাহের কথা।

٢٦- اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ○

২৬. 'সালাম', 'সালাম' এ কথা ছাড়া।

٢٧- وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ○

২৭. আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

٢٨- فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ○

২৮. তারা থাকবে এমন জান্নাতে, যেখানে রয়েছে কাঁটাহীন কুলগাছ,

٢٩- وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ○

২৯. কাঁদি ভরা কলা গাছ,

٣٠- وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ○

৩০. সুবিস্তৃত ছায়া,

٣١- وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ○

৩১. সদা প্রবহমান পানি,

٣٢- وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ○

৩২. এবং নানা ধরনের ফল-ফলাদি,

٣٣- لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ○

৩৩. যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও হবে না।

٣٤- وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ○

৩৪. আর সেখানে থাকবে সমুচ্চ বিছানাসমূহ,

٣٥- اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ○

৩৫. এবং সেখানে থাকবে হূরগণ, যাদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে,

٣٦- فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ○

৩৬. তাদের আমি করেছি চির-কুমারী,

٣٧- عُرُبًا اَتْرَابًا ○

৩৭. সোহাগিনী, সমবয়স্কা,

٣٨- لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

৩৮. ডান দিকের লোকদের জন্য।

٣٩- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○

৩৯. তারা অনেকেই হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,

٤٠- وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○

৪০. আর অনেকেই হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকেও।

٨٨- فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৮৮. তবে সে যদি হয় নৈকট্য প্রাপ্তদের থেকে,

৮৯. তাহলে, তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

٨٩- فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِيمٍ ○

৯০. আর সে যদি হয় ডান দিকের দলের একজন,

٩٠- وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

৯১. তা হলে তাকে বলা হবে ঃ সালাম তোমাকে, হে ডানদিকের দল।

٩١- فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২১

২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের বিস্তৃতির মত। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। এতো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

٢١- سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ২২

২২. আপনি পাবেন না এমন কোন লোক, যারা ঈমান রাখে আল্লাহতে ও আখিরাতে যে তারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের যদিও তারা হয় তাদের পিতা, তাদের পুত্র ভাই ও তাদের জ্ঞাতি গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে। আর তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ সন্তুষ্ট তাদের প্রতি এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। এরাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই তো সফলকাম।

٢٢- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২০

২০. সমান নয় জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা। জান্নাতের অধিবাসীরা তো সফলকাম।

٢٠- لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ১০, ১১, ১২

১০. ওহে তোমরা জারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদের বলে দবে এমন তিজারতের কথা, যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে?

١٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

১১. তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

١١- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১২. আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ এবং উত্তম আবাস জান্নাতু-আদনে এটাই মহাসাফল্য।

١٢- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১১

১১. ..... আর যে কেউ ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং নেক-আমল করে, তিনি দাখিল করবেন তাকে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যই আল্লাহ তাকে দেবেন উত্তম রিয্ক।

١١- ...... وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ৩৪

৩৪. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে, তাদের রবের কাছে, জান্নাতুন নাঈম।

٣٤- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪

২১. (আর যে ডান-হাতে আমলনামা পাবে) সে থাকবে শান্তিময় জীবনে,

٢١- فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ○

২২. সুউচ্চ জান্নাতে,

٢٢- فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○

২৩. যার ফলরাশি থাকবে অবনমিত, নাগালের মধ্যে।

٢٣- قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ○

Contents

٢٤- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○

২৪. তাদের বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, যা তোমরা বিগত দিনে করেছিলেন, তার বিনিময়ে।

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

١٩- إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ○

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে;

٢٠- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ○

২০. যখন, তাকে স্পর্শ করে কোন বিপদ, তখনই সে হয়ে পড়ে হা-হুতাশকারী।

٢١- وَّإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ○

২১. আর যখন তাকে স্পর্শ করে কোন কল্যাণ, তখনই সে হয় অতিশয় কৃপণ,

٢٢- إِلَّا الْمُصَلِّينَ ○

২২. তবে সালাত আদায়কারী ছাড়া,

٢٣- الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ○

২৩. যারা তাদের সালাতে সদা-পাবন্দ

٢٤- وَالَّذِينَ فِىٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ○

২৪. আর যাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক—

٢٥- لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ○

২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য।

٢٦- وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ○

২৬. আর যারা সত্য বলে জানে বিচারের দিনকে,

٢٧- وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ○

২৭. এবং যারা তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত,

٢٨- إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ○

২৮. নিশ্চয় তাদের রবের আযাব নির্ভয়ের বস্তু নয়,

٢٩- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُونَ ○

২৯. আর যারা তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযতকারী,

٣٠- إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ○

৩০. তবে তাদের স্ত্রীদের অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া ; কেননা এতে তারা নিন্দনীয় নয়।

٣١- فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ○

৩১. তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যকে চাইলে, অবশ্যই তারা হবে সীমালংঘনকারী।

٣٢- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ○

৩২. আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।

৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল,

٣٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ○

৩৪. আর যারা নিজেদের সালাতের পাবন্দী করে,

٣٤- وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

৩৫. তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত।

٣٥- اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ○

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

৫. নিশ্চয় নেক্‌কাররা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যাতে থাকবে কর্পূরের মিশ্রণ।

٥- اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○

৬. আল্লাহর বান্দারা পান করবে এমন একটি প্রস্রবণ থেকে, যা তারা যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

٦- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

৭. তারা পূর্ণ করে মানত এবং ভয় করে সেদিনকে, যেদিন এ বিপত্তি হবে সর্বব্যাপক।

٧- يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○

৮. আর তারা আহার করায় মিস্‌কীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খানার প্রতি তাদের আসক্তি সত্ত্বেও,

٨- وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○

৯. তারা বলে ঃ আমরা তো আহার করাই তোমাদের কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে; আমরা চাই না তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান, আর না কোন কৃতজ্ঞতা।

٩- اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

১০. আমরা তো ভয় করি আমাদের রবের তরফ থেকে এমন এক দিনের, যা হবে অতিশয় ভীতিপ্রদ, ভয়ংকর।

١٠- اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

১১. পরিণামে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট থেকে এবং দিবেন তাদের উৎফুল্লতা আনন্দ;

١١- فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ○

১২. আরো দিবেন তাদের, তারা যে সবর করতো সেজন্য জান্নাত ও রেশমী পোশাক।

١٢- وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ○

١٣- مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيرًا ۝

১৩. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে, সেখানে তারা অনুভব করবে না অতিশয় গরম, আর না অতিশয় ঠাণ্ডা।

١٤- وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝

১৪. সেখানে সন্নিহিত থাকবে তাদের উপর গাছের ছায়া এবং তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে এর ফল-ফলাদি।

١٥- وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ۝

১৫. তাদের পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে,

١٦- قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝

১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্রে, যা যথাযথভাবে পূর্ণ করবে পরিবেশনকারীদের।

١٧- وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ۝

১৭. সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে আদা-মিশ্রিত পানীয়।

١٨- عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۝

১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সালসাবীল।

١٩- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۝

১৯. তাদের দেখবে, তখন তুমি তাদের মনে করবে, তারা যেন ছড়ানো মুক্তা,

٢٠- وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا ۝

২০. আর যখন তুমি সেথায় দেখবে, কেবল ভোগ বিলাসের উপকরণ ও বিশাল সাম্রাজ্য।

٢١- عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝

২১. তাদের পরিধানে থাকবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশমের ও মোটা রেশমের পোশাক, আর তারা অলংকৃত হবে রূপার কাকনে এবং তাদের পান করাবেন তাদের রব পবিত্র পানি।

٢٢- إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ۝

২২. নিশ্চয় এ হলো তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের পরিশ্রম স্বীকৃত।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ঃ ৪১,৪২,৪৩,৪৪

٤١- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَّعُيُونٍ ۝

৪১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাবহুল জান্নাতে,

٤٢- وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝

৪২. এবং ফলফলাদির মাঝে, যা তারা চাবে।

৪৩. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা যাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে, যা তোমরা করতে তার পুরস্কার স্বরূপ।

٤٣- كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৪৪. আমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই নেক্কারদের।

٤٤- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩১,৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬

৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,

٣١- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝

৩২. বাগ বাগিচা ও আংগুর,

٣٢- حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ۝

৩৩. এবং সমবয়স্কা নব-যুবতীগণ

٣٣- وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝

৩৪. আর কানায় কানায় ভর্তি পানপাত্র।

٣٤- وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ۝

৩৫. শুনবে না তারা সে জান্নাতে কোন অসার কথা, আর না কোন মিথ্যা বাক্য।

٣٥- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ۝

৩৬. এ সব হলো পুরস্কার আপনার রবের তরফ থেকে যথোচিত দান।

٣٦- جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১১

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ ; এ হলো মহাসাফল্য।

١١- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ ঃ ৭, ৮

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৮. তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে, তা হলো স্থায়ী জান্নাত ; প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি, এসব তার জন্য, যে ভয় করে আর রবকে।

٨- جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۭ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۝

হূর

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে,

٥١- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝

৫২. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণার মাঝে,

৫২- فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

৫৩. তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমের পোশাক এবং বসবে মুখোমুখী হবে।

৫৩- يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

৫৪. এরূপই হবে, আর আমি তাদের জোড় বেধে দেব আয়তলোচনা হূরদের সাথে।

৫৪- كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

সূরা তূর, ৫২ ঃ ২০

২০. মুত্তাকীরা হেলান দিয়ে বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো আসনে, আর তাদের আমি জোড় বেঁধে দেব আয়ত-লোচনা হূরদের সাথে।

২০- مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○

সূরা রাহমান, ৫৫ ঃ ৭০, ৭২

৭০. সে জান্নাতসমূহে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ।

৭০- فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ○

৭২. তারা হূর তাঁবুতে সুরক্ষিতা।

৭২- حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ○

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ২২, ২৩, ২৪

২২. জান্নাতিদের জন্য রয়েছে আয়তলোচনা হূর,

২২- وَحُوْرٌ عِيْنٌ ○

২৩. তারা সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়,

২৩- كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ○

২৪. জান্নাতিদের এসব দেওয়া হবে তাদের কৃত কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

২৪- جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

গিলমান ও বেলদান

সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৪

২৪. আর জান্নাতীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরেরা, যারা হবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়।

২৪- وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ○

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ১৭,

১৭. জান্নাতিদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরেরা, তারা ঘোরাফিরা করবে পানপাত্র, কুঁজা এবং স্বচ্ছ সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।

১৭- يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ○

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ১৯

১৯. আর তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোরেরা, যখন তুমি তাদের দেখবে তখন মনে করবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

١٩-وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ○

যান-জাবিল ও সাল-সাবীল

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ১৭

১৭. আর নেককারদের পান করতে দেওয়া হবে জান্নাতে যানজাবিল মিশ্রিত পানীয়,

১৮. তা জান্নাতের এমন এক ঝরণা যার নাম সাল্‌সাবীল।

١٧-وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ○

١٨-عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ○

যামহারীর

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ১৩

১৩. জান্নাতীরা জান্নাতে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। তারা সেখানে অনুভব করবে না অতিশয় গরম, আর না অতিশয় ঠাণ্ডা।

١٣- مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ○

তাসনীম

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

২৫. তাদের পান করতে দেওয়া হবে মোহরকরা বিশুদ্ধ পানীয়,

২৬. যার মোহর হবে মিশ্‌কের। এ ব্যপারে যেন প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগীরা।

২৭. আর এর মিশ্রণ হবে তাস্‌নীমের,

২৮. তা একটি ঝর্ণা, পান করে তা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা।

٢٥- يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ○

٢٦- خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ○

٢٨-عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ○

٢٧-وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ○

শারাবান তাহূরা

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২১

২১. জান্নাতীদের পোশাক হবে সবুজ রেশমের ও মোটা রেশমের, আর

٢١-عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ

إِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْٓا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ
وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ○

তাদের অলংকৃত করা হবে রূপার কাকনে এবং তাদের রব তাদের পান করাবেন পবিত্র পানীয়।

মাকামে মাহমূদ

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ৭৯

٧٩- وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ
نَافِلَةً لَّكَ ق
عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

৭৯. আর আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন ; এ হলো অতিরিক্ত কর্তব্য আপনার জন্য। আশা করা যায়, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আপনার রব 'মাকামে মাহমূদে'।

শাফা'আত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪৮, ১২৩, ২৫৪, ২৫৫

٤٨- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ
نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৮. আর তোমরা ভয় কর সে দিনকে,যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারো থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, আর তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না।

١٢٣- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ
عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ
يُنْصَرُوْنَ ○

১২৩. আর তোমরা ভয় কর সে দিনকে, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ কারো উপকারে আসবে না এবং তাদের সাহায্য ও করা হবে না।

٢٥٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط
وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৫৪. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে, সেদিন আসার আগে, যেদিন থাকবে না কোন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব, আর না কোন সুপারিশ এবং কাফিররাই তো যালিম।

٢٥٥- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ

২৫৫. আল্লাহ তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ তিনি চিরঞ্জীব, সদাবিদ্যমান, সবকিছুর

لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا
بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

ধারক। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। কে সে, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে, তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন, যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে। তারা আয়ত্ব করতে পারে না তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। তাঁর 'কুর্‌সী' পরিব্যাপ্ত আসমান ও যমীন ব্যাপী ; তাঁকে ক্লান্ত করে না এদের রক্ষণাবেক্ষণ। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৫

٨٥- مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ
نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ○

৮৫. কেউ সুপারিশ করলে কোন ভাল কাজের, এতে তার অংশ থাকবে; আর কেউ সুপারিশ করলে কোন মন্দ কাজের, তাতেও তার অংশ থাকবে এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫১, ৭০

٥١- وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ
اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ
لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ
وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

৫১. আর আপনি সতর্ক করুন এ কুরআন দিয়ে তাদের, যারা ভয় করে যে, তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে; নেই তাদের তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী, আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।

٧٠- وَذَرِ الَّذِيْنَ
اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا
وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهٖۤ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا
كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ
لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا

৭০. আর আপনি বর্জন করুন তাদের, যারা গ্রহণ করে তাদের দীনকে খেল-তামাশারূপে এবং যাদের প্রতারিত করে পার্থিব জীবন ; আর আপনি উপদেশ দিন এ কুরআন দিয়ে তাদের, যাতে কেউ ধ্বংস না হয় নিজ কৃতকর্মের দরুন। নেই তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী, আর যদি সে বিনিময় সব কিছু দেয়, তবুও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে

كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

না। এরাই তারা যারা ধ্বংস হবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ; তাদের জন্য রয়েছে অতুষ্ণ পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফরী করতো সে জন্য।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩

٣- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব তো আল্লাহ,যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে, তিনি পরিচালনা করেন সব বিষয়। কোন সুপারিশকারী নেই তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৭

٨٧- لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ○

৮৭. কেউ শাফা'আতের ক্ষমতা রাখবে না সে ছাড়া, যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছে।

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ১০৯

١٠٩- يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا ○

১০৯. সেদিন কোন কাজে আসবে না কারো সুপারিশ সে ছাড়া, যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮

٢٨- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○

২৮. আল্লাহ জানেন, যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে, তা সবই। তারা তো সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, আর তারা আল্লাহর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত।

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ৪

٤- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

৪. আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝের সব

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

কিছু ছয় দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। নেই তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

সূরা সাবা, ৩৪ : ২৩

٢٣- وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ط حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقَّ ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○

২৩. আর কোন কাজে আসবে না কারো শাফা'আত আল্লাহর কাছে সে ছাড়া যাকে তিনি অনুমতি দেবেন। পরে যখন ভয় বিদূরিত হবে তাদের অন্তর থেকে, তখন তারা পরস্পর বলবে, কী বললেন তোমাদের রব? তারা বলবে, সত্য বলেছেন। আর তিনিই সমুচ্চ, মহান।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৩, ৪৪

٤٣- اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ط قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪৩. তবে কি তারা গ্রহণ করেছে আল্লাহর ছাড়া অন্য সুপারিশকারীদের? বলুন, এমন কি যদিও তাদের কোন ক্ষমতা না থাকে এবং তারা না বুঝে তবুও?

٤٤- قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪৪. বলুন, আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে সমস্ত সুপারিশ। তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনের। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ : ৮৬

٨٦- وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৮৬. তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে, তাদের সুপারিশের কোন ক্ষমতা নেই ; তবে তাদের ছাড়া যারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় জেনেশুনে।

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ : ২৬

٢٦- وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ○

২৬. আর কত ফিরিশ্‌তা রয়েছে আসমানে তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, তবে কাজে আসবে আল্লাহর অনুমতির পরে, যার জন্য তিনি চান এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

৪৩. অপরাধীরা বলবে ঃ আমরা ছিলাম না মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত,

৪৩- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ○

৪৪. আর আমরা খাওয়াতাম না মিস্‌কীনদের,

৪৪- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ○

৪৫. এবং আমরা নিমগ্ন থাকতাম অসার আলাপকারীদের সাথে,

৪৫- وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ○

৪৬. আর অস্বীকার করতাম কর্মফল দিবসকে,

৪৬- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

৪৭. আমাদের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

৪৭- حَتّٰٓى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ○

৪৮. ফলে, তাদের কোন কাজে আসবে না সুপারিশকারীদের সুপারিশ।

৪৮- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ

কাউসার

সূরা কাউসার, ১০৮ ঃ ১, ২, ৩

১. আমি তো দান করেছি আপনাকে কাউসার,

١- اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○

২. অতএব আপনি সালাত আদায় করুন আপনার রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী করুন।

٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○

৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীই নির্বংশ।

٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

আল- আ'রাফ

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৬. জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রয়েছে পর্দা, আর আ'রাফে থাকবে এমন কিছু লোক, যারা চিনবে একে অপরকে তাদের লক্ষণ দেখে এবং তারা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, সালাম তোমাদের প্রতি। তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি, তবে তারা আশায় থাকবে।

৪৬- وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ○

৪৭. তারপর যখন তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে জাহান্নামবাসীদের দিকে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি করবেন না আমাদের যালিমদের সাথী।

٤٧- وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَٰبِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ۝

৪৮. আ'রাফবাসীরা সম্বোধন করে বলবে সে লোকদের, যাদের তারা লক্ষণ দেখে চিনবে ঃ তোমাদের কোন কাজে আসল না তোমাদের দল, আর না তোমাদের অহংকার।

٤٨- وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمْ قَالُوا مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

৪৯. এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা কসম করে বলতে ঃ আল্লাহ এদের প্রতি রহম করবেন না। তাদের বলা হবে ঃ তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, নেই কোন ভয় তোমাদের, আর তোমরা দুঃখিতও হবে না।

٤٩- أَهَٰٓؤُلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

জাহান্নাম

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৩, ২৪, ৩৯, ৮১, ১১৯, ১২৬, ২০৬, ২৫৭, ২৭৫

২৩. আর যদি থাকে তোমাদের কোন সন্দেহ, আমি যা নাযিল করেছি আমার বান্দাদের প্রতি তাতে; তা হলে তোমরা নিয়ে এসো এর অনুরূপ কোন সূরা এবং আহ্বান কর তোমাদের সব সাহায্যকারীদের আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٢٣- وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

২৪. আর যদি তোমরা আনতে না পার এবং কখনো তা পারবে না, তা হলে ভয় কর জাহান্নামের সে আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর ; যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

٢٤- فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ۝

৩৯. আর যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার নির্দশনাবলী, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

٣٩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝

৮১. অবশ্যই যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের ঘিরে রেখেছে তাদের পাপ-কাজ, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

٨١-بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১১৯. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না জাহান্নামীদের সম্বন্ধে।

١١٩-اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۝

১২৬. ..... আল্লাহ বলেন ঃ আর যে কেউ কুফরী করবে, আমি তাকে উপভোগ করতে দেব কিছু কালের জন্য তারপর তাকে বাধ্য করবো জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

١٢٦-...... قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয় ঃ তুমি ভয় কর আল্লাহকে, তখন তার আত্মাভিমান তাকে গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট ; অবশ্যই তা নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল।

٢٠٦-وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

২৫৭. আল্লাহ অভিভাবক যারা ঈমান আনে তাদের ; তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক তাগূত, এরা তাদের নিয়ে যায় আলো থেকে আঁধারে। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, এরা তারা চিরদিন থাকবে।

٢٥٧-اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭৫. .... আর যারা সুদ থেকে বিরত হওয়ার পর পুনরায় তা আরম্ভ করে, তারা হলো দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

٢٧٥-...وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০, ১২, ১১৬, ১৩১, ১৫১, ১৬২

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর কাছে

١٠-اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ

وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ○

কোন কাজে আসবে না ; আর তারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

١٢- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১২. আপনি তাদের বলুন, যারা কুফরী করে ঃ অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং একত্র করে তোমাদের জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল।

١١٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কখনো কোন কাজে আসবে না আল্লাহর কাছে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

١٣١- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

১৩১. আর তোমরা ভয় কর জাহান্নামের আগুনকে যা তৈরী করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

١٥١- سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ○

১৫১. অবশ্যই আমি ভীতির সঞ্চার করবো কাফিরদের হৃদয়ে, কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, যার স্বপক্ষে তিনি কোন দলীল পাঠাননি। আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল যালিমদের।

١٦٢- أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১৬২. যে অনুসরণ করে আল্লাহ্ যাতে রাযী তা ; সে কি তার মত, যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং যার ঠিকানা জাহান্নাম? আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪, ৫৬, ৯৩, ১১৫, ১৪০, ১৪৫, ১৬৮, ১৬৯

١٤- وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ○

১৪. আর যে কেউ নাফরমানী করবে আল্লাহ ও তার রাসূলের এবং লংঘন করবে তাঁর নির্ধারিত সীমা, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে। সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৫৬. নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াতসমূহ, অচিরেই আমি তাদের জ্বালাব জাহান্নামের আগুনে। যখনই জ্বলে যাবে তাদের চামড়া, তখনই তা আমি বদলে দেব নতুন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٥٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৯৩. যে কেউ হত্যা করে কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন ; আর প্রস্তুত করে রাখবেন তার জন্য মহাশাস্তি।

٩٣- وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝

১১৫. আর যে কেউ বিরুদ্ধাচারণ করবে রাসূলের, তার কাছে হিদায়াত প্রকাশ হওয়ার পরেও এবং অনুসরণ করবে মু'মিনদের পথ ব্যতিরেকে অন্য পথ, তাকে আমি ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকে এবং তাকে আমি জ্বালাব জাহান্নামে। আর তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল।

١١٥- وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

১৪০. নিশ্চয় আল্লাহ একত্র করবেনই মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামে।

١٤٠- ...... اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে। আর তুমি কখনো পাবে না তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

١٤٥- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং যুলুম করেছে, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের দেখাবেন না কোন পথ—

١٦٨- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

١٦٩- اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৬৬,৮৬

৬৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, যদি তাদের থাকে যা কিছু আছে যমীনে সবই এবং সমপরিমাণ তার সাথে ; যাতে তারা তা দিয়ে কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে ; তবুও তা কবুল করা হবে না, তাদের থেকে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٦٦- وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমুহ ; তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

٨٦- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮,৩৬,৩৮,৩৯,৫০,১৭৯

১৮. আল্লাহ্ ইব্লীসকে বললেন ঃ বেরিয়ে যাও জান্নাত থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি পূর্ণ করবো জাহান্নাম তোমাদের সকলকে দিয়ে।

١٨- قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৩৬. আর যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহঙ্কার করেছে সে সম্বন্ধে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

٣٦- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৮. আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামে, তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানব দল গত হয়েছে তাদের সাথে। যখনই কোন দল প্রবেশ করবে সেখানে, তখনই তারা লা'নত করবে অপর দলকে, এমন কি যখন সবাই সেখানে সমবেত হবে, তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রব ঃ এরাই আমাদের গুমরাহ করেছিল। অতএব এদের দিন দ্বিগুণ আযাব জাহান্নামের। আল্লাহ বলবেন ঃ প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না।

٣٨- قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে ঃ নেই আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব তোমরা আস্বাদন কর আযাব, তোমরা যা করতে তার জন্য।

٣٩- وَ قَالَتْ اُوْلٰهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۟

৫০. জাহান্নামীরা সম্বোধন করে বলবে জান্নাতীদের ঃ দাও আমাদের কিছু পানি-অথবা কিছু রিযিক যা আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, তারা বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ হারাম করেছেন এ দু'টিই কাফিরদের জন্য।

٥٠- وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۟

১৭৯. আর আমি তো সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য অনেক জিন্ ও মানুষ ; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা হৃদয়ঙ্গম করে না ; তাদের চোখ আছে ; কিন্তু তারা দেখেনা এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না, তারা তো পশুর ন্যায় বরং তার চাইতেও অধম। তারা তো গাফিল।

١٧٩- وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖؗ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ؗ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ؗ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۟

সূরা আনফাল. ৮ ঃ ৩৬, ৩৭

৩৬. যারা কুফরী করে, তারা তো ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ লোকদের আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ; তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, পরে তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, অবশেষে তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে, তাদের একত্র করা হবে জাহান্নামে।

٣٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۟

৩৭. এ জন্য যে, আল্লাহ পৃথক করবেন কুজনকে-সুজন থেকে এবং কুজনদের একেক অপরের উপর রাখবেন ; তারপর সবাইকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٣٧- لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۟

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১৭, ৪৯, ৬৩, ৬৮, ৭৩, ৮১, ১১৩

١٧- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا
مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ښ
وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

১৭. এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা রক্ষণাবেক্ষণ করবে আল্লাহর মসজিদ, যখন তারা নিজেরা নিজেদের কুফরী স্বীকার করে। তাদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

٤٩- .... وَاِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

৪৯. নিশ্চয় জাহান্নাম তো পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদের।

٦٣- اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ○

৬৩. তারা কি জানে না যে, যে কেউ বিরোধিতা করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে? এতো চরম লাঞ্ছনা।

٦٨- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ
وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۭ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ
اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৬৮. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

٧٣- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ
وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৭৩. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হন তাদের ব্যাপারে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

٨١- . . . قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۭ
لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

৮১. আপনি বলুন ঃ জাহান্নামের আগুন উত্তাপে প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝতো।

١١٣- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ
يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১১৩. নবী ও মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় নিকট আত্মীয়; যখন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা তা জাহান্নামী।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭, ৮, ২৭

٧- إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ○

৭. নিশ্চয় যারা আশা রাখে না আমার সাক্ষাতের এবং সন্তুষ্ট থাকে দুনিয়ার যিন্দেগী নিয়ে এবং তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে; আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল।

٨- أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

৮. তাদেরই ঠিকানা জাহান্নাম, তারা যা করতো সেজন্য।

٢٧- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

২৭. আর যারা মন্দকাজ করবে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং আচ্ছন্ন করবে চেহারাকে হীনতা। কেউ নেই তাদের রক্ষা করার আল্লাহ থেকে। তাদের চেহারা যেন আচ্ছাদিত রাতের অন্ধকার আস্তরণে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১৮, ১১৯

١١٨- وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ○

১১৮. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক উম্মাত করতে পারতেন, কিন্তু তারা তো মতভেদ করতেই থাকবে,

١١٩- إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

১১৯. তবে তারা নয় যাদের আপনার রব রহম করেছেন, আর এজন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আপনার রবের একথা পূর্ণ হবেই ঃ অবশ্যই আমি পূর্ণ করবো জাহান্নাম জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৫, ১৮

٥- وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ الْأَغْلٰلُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ

৫. আর আপনি যদি বিস্ময়বোধ করেন, তবে তো বিস্ময়ের বিষয় হলো তাদের একথা ঃ "আমরা যখন মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, তাপরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো"? তারাই কুফরী করে তাদের রবের সাথে এবং তাদেরই গলঃদেশে থাকবে লোহার বেড়ী। আর

٢٩-وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ○

২৯. আর কাফিররা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি দেখান আমাদের তাদের যারা গুমরাহ করেছে আমাদের জিন্ ও ইন্সানের মধ্য থেকে, আমরা পদদলিত করবো তাদের উভয়কে, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৪,৭৫,৭৬,৭৭

٧٤-إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ○

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের আযাবে চিরকাল।

٧٥-لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ○

৭৫. লাঘব করা করা হবে না তাদের থেকে আযাব, আর তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।

٧٦-وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ○

৭৬. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।

٧٧-وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ○

৭৭. তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে জাহান্নামের ফিরিশতা মালিক ! আমাদের যেন শেষ করে দেন তোমার রব। সে বলবে ঃ তোমরা তো এভাবেই থাকবে।

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

٤٣-إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ○

৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ–

٤٤-طَعَامُ الْأَثِيمِ ○

৪৪. তাতো গুনাহগারের খাদ্য–

٤٥-كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ○

৪৫. তা গলিত তামার মত ; তা ফুটতে থাকবে তাদের পেটে,

٤٦-كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ○

৪৬. ফুটন্ত পানির মত।

٤٧-خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ○

৪৭. ফিরিশ্তাদের বলা হবে ঃ ওকে পাকড়াও কর এবং টেনে নিয়ে যাও ওকে জাহান্নামের মাঝখানে,

٤٨-ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ○

৪৮. তারপর ঢেলে দাও ওরব মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি,

٤٩-ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ○

৪৯. তাকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর আযাবের, তুমি তো ছিলে শক্তিধর, সম্মানিত।

النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

١٨- لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ
وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ
مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ
لَافْتَدَوْا بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ
الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১৮. যারা সাড়া দেয় তাদের রবের ডাকে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের যদি থাকতো যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা সবই এবং তার সাথে আর সমপরিমাণ আরও ; তবে তারা তা অবশ্যই নিজেদের মুক্তির জন্য দিতে চাইতো। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস!

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ১৬, ১৭, ২৮, ২৯

١٦- مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى
مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۙ○

১৬. কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদের প্রত্যেককে পান করানো হবে গালিত পূঁজ,

١٧- يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ
وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ
بِمَيِّتٍ ۗ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ○

১৭. যা সে ঢোক ঢোক করে অতিকষ্টে গিলবে এবং তা গিলা তার জন্য সহজ হবে না। আসবে তার কাছে মউত সব দিক থেকে, কিন্তু সে মরবে না। অধিকন্তু সে আরো কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

٢٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا
وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ○

২৮. আপনি কি তাদের লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহর নিয়ামতের বদলে কুফরী করেছে এবং নামিয়ে এনেছে তাদের কাওমকে ধ্বংসের ক্ষেত্রে-

٢٩- جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ
وَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

২৯. জাহান্নামের ; সেখানে তারা দগ্ধীভূত হবে। আর কত নিকৃষ্ট এ আবাস স্থল।

সূরা হিজ্র, ১৫ ঃ ৪৩, ৪৪

٤٣- وَاِنَّ جَهَنَّمَ
لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম হলো প্রতিশ্রুত ঠিকানা ইবলীসের সকল অনুসারীদের জন্য,

٤٤- لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ۗ
لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ○

৪৪. এর রয়েছে সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক ভাগ।

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ৮, ১৮, ৬৩

৮. আশা করা যায় যে, তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর। আমিও পুনরাবৃত্তি করবো। আর আমি তো করেছি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কারাগার।

٨- عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ○

১৮. কেউ দুনিয়ার সুখশান্তি কামনা করলে, আমি তা তাকে এখানে জলদি দিয়ে থাকি যা ইচ্ছা করি এবং যাকে ইচ্ছা করি ; তারপর নির্ধারিত করি তার জন্য জাহান্নাম, সেখানে সে দগ্ধীভূত হবে নিন্দিত ও বঞ্চিত অবস্থায়।

١٨- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

৬৩. আল্লাহ্ ইব্লীসকে বললেন, তুমি যাও আর যে কেউ তাদের থেকে তোমার অনুসরণ করবে, অবশ্যই জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি।

٦٣- قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ○

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ২৯

২৯. আর বলুন ঃ সত্য তো তোমাদের রবের তরফ থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক। আর যার ইচ্ছা যে কুফরী করুক। আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি যালিমদের জন্য জাহান্নাম, পরিবেষ্টন করে থাকবে তাদের এর বেষ্টনী। তারা যদি কাতরভাবে পানি চায় তাদের দেয়া হবে এমন পানি, যা গলিত ধাতুর ন্যায়, তা জ্বালিয়ে দেবে মুখমণ্ডল ; কত নিকৃষ্ট এ পানীয়, আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল।

٢٩- وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۚ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৭৪

৭৪. নিশ্চয় যে উপস্থিত হবে তার রবের কাছে অপরাধী হিসাবে, তার জন্য

٧٤- اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا

وَلَا يَحْيٰى ○

রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ৫১

١٩- ......فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ○

১৯. আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য তৈরী করে রাখ হয়েছে আগুনের পোষাক। ঢেলে দেওয়া হবে তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি।

٢٠- يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ○

২০. যাতে বিগলিত হবে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়াও,

٢١- وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○

২১. আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার মুগুর।

٢٢- كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

২২. যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাবে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে। আর বলা হবে ঃ আস্বাদন কর জ্বলনের আযাব।

٥١- وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

৫১. আর যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করতে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫

١٠٣- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○

১০৩. আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই ক্ষতি করেছে নিজেদের, তারা থাকবে জাহান্নামে চিরদিন।

١٠٤- تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ○

১০৪. জ্বালিয়ে দেবে তাদের চেহারা আগুন, আর তারা সেখানে হবে বিকৃত চেহারার।

١٠٥- اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

১০৫. আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হতো না? অথচ তোমরা তা অস্বীকার করতে!

١٠٦- قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا

১০৬. তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল,

قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ○

আর আমরা ছিলাম এক গুমরাহ কাওম।

١٠٧- رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ○

১০৭. হে আমাদের রব! বের করুন আমাদের জাহান্নাম থেকে। তারপর আমরা যদি আবার এরূপ করি, তবে তো আমরা হবো যালিম।

١٠٨- قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○

১০৮. আল্লাহ বলবেন ঃ হীন অবস্থায় তোমরা এখানেই থাক এবং কোন কথা বলো না আমার সাথে।

١٠٩- اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِیْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১০৯. আমার বান্দাদের থেকে একদল ছিল, যারা বলতো ঃ হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব মাফ করুন আমাদের এবং রহম করুন আমাদের প্রতি। আর আপনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রহমকারী।

١١٠- فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰۤى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِیْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ○

১১০. কিন্তু তোমরা তাদের গ্রহণ করেছিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে ; এমন কি তা তোমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণকে। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি তামাসা করতে।

١١١- اِنِّیْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

১১১. আমি তো আজ তাদের সবরের দরুন। এমন পুরস্কার দিলাম যে, তারাই হলো প্রকৃত সফলকাম।

١١٢- قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○

১১২. আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা অবস্থান করে ছিলে পৃথিবীতে কত বছর?

١١٣- قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ○

১১৩. তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ ; আপনি জিজ্ঞেস করুন গণনাকারী ফিরিশতাদের।

١١٤- قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১১৪. আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা তো অল্প-কালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে!

١١٥- اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি অনর্থক এবং

عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৭

٥٧- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৫৭. তুমি কখনো মনে করো না কাফিরদের যে, তারা ব্যর্থ করে দেবে আল্লাহর ইচ্ছাকে এ পৃথিবীতে। আর তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম!

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১১, ১২, ১৩, ১৪

١١- .... وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ○

১১. ... আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম তার জন্য যে অস্বীকার করে কিয়ামতকে,

١٢- اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ○

১২. যখন দেখবে জাহান্নাম তাদের দূর থেকে, তখন তারা শুনতে পারে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার,

١٣- وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ○

১৩. আর যখন তাদের নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে শৃংখলিত অবস্থায়, তখন তারা কামনা করবে সেখানে ধ্বংস।

١٤- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ○

১৪. তাদের বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না বরং ধ্বংস কামনা কর বহুবারের জন্য।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৮

٦٨- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○

৬৮. আর তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহর বিরুদ্ধে। অথবা অস্বীকার করে সত্যকে তার কাছে তা আসার পর? জাহান্নাম-ই কি কাফিরদের ঠিকানা নয়?

সূরা সাজ্দা, ৩২ ঃ ১৩, ১৪, ২০, ২১

١٣- وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

১৩. আর আমি চাইলে অবশ্যই আমি দিতাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিদায়াত, কিন্তু আমার তরফ থেকে একথা অবধারিত যে, অবশ্যই আমি পূর্ণ

اَجْمَعِيْنَ ○

করবো জাহান্নাম, জিন্ ও মানুষ উভয়কে দিয়ে।

١٤- فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আযাব ; কেননা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে আজকের দিনের সাক্ষাতকে; আমিও তোমাদের ভুলে গিয়েছি। আর তোমরা আস্বাদন কর স্থায়ীশাস্তি তোমরা যা করতে সেজন্য।

٢٠- وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ كُلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

২০. আর যারা গুনাহের কাজ করে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা চাইবে, বেরিয়ে আসতে সেখান থেকে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে এবং তাদের বলা হবে ঃ তোমরা আস্বাদন কর জাহান্নামের আযাব, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

٢١- وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

২১. আর অবশ্যই আমি তাদের আস্বাদন করাব হাল্কা শাস্তি কঠিন শাস্তির আগে, যাতে তারা ফিরে আসে।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬, ৩৭

٣٦- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

৩৬. আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না, যে তারা মরবে এবং লাঘবও করা হবে না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব। এভাবেই আমি শাস্তি দেই প্রত্যেক কাফিরদেরকে।

٣٧- وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ

৩৭. আর তারা সেখানে চিৎকার করে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদের বের করে নিন এখান থেকে, আমরা করবো ভাল কাজ, আগে যা করতাম তা করবো না। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদের এতো দীর্ঘ জীবন দেইনি যে, কেউ তখন সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে

مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۖ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○

পারতো? আর তোমাদের কাছে তো এসেছিল সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আযাব, আর নেই যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

٦٢- اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ○

৬২. জান্নাতের এ সব আপ্যায়নের জন্য শ্রেয়, না যাক্কূম বৃক্ষ।

٦٣- اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○

৬৩. আমি তো তা সৃষ্টি করে রেখেছি পরীক্ষা স্বরূপ যালিমদের জন্য,

٦٤- اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ○

৬৪. এতো এমন বৃক্ষ, যা জন্মায় জাহান্নামের তলদেশে।

٦٥- طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ○

৬৫. এর মোচা শয়তানের মাথার মত।

٦٦- فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○

৬৬. আর তারা খাবে তা থেকে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে।

٦٧- ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ○

৬৭. এ ছাড়াও তাদের জন্য থাকবে মিশ্রিত ফুটন্ত পানি।

٦٨- ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ○

৬৮. আর তাদের গন্তব্য স্থান তো জাহান্নাম।

٦٩- اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ○

৬৯. তারা তো পেয়েছিল তাদের পিতৃ-পুরুষদের।

٧٠- فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ○

৭০. এবং তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

٥٥- هٰذَا ۗ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ○

৫৫. আর সীমালংঘন কারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস–

٥٦- جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

৫৬. জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল,

٥٧- هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ○

৫৭. এটা এরূপই! অতএব তারা আস্বাদন করুক তা ফুটন্ত পানি ও পূঁজ।

٥٨- وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ○

৫৮. আরো আছে এ ধরনের অনেক শাস্তি।

٥٩- هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ○

৫৯. এ এক বাহিনী, হুড়াহুড়ি করে ঢুকছে তোমাদের সাথে, নেই কোন অভিভাদন তাদের জন্য। তারা তো জ্বলবে জাহান্নামের আগুনে।

٦٠- قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۚ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

৬০. তাদের অনুসারীরা বলবে ঃ বরং তোমরাও, নেই কোন অভিভাদন তোমাদের জন্যও। তোমরাই তো আগে তা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ। কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল।

٦١- قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ○

৬১. তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! যে আমাদের এর সম্মুখীন করেছে, আপনি দ্বিগুণ করুন তার আযাব জাহান্নামে।

٦٢- وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ○

৬২. আর তারাও বলবে ঃ কী হলো আমাদের যে, আমরা দেখছি না সে সব লোকদের, যাদের আমরা গণ্য করতাম নিকৃষ্ট বলে।

٦٣- اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ○

৬৩. তবে কি আমরা তাদের গ্রহণ করেছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্ররূপে অথবা তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেছে।

٦٤- اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ○

৬৪. এটা নিশ্চয় সত্য জাহান্নামীদের বাদ-প্রতিবাদ!

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১, ৭২

٧١- وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৭১. আর হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কাফিরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে। তারপর যখন তারা উপস্থিত হবে জাহান্নামের কাছে, তখন খুলে দেয়া হবে এর দরজা-গুলো এবং বলবে তাদের জাহান্নামের প্রহরীরা আসেনি কি তোমাদের কাছে রাসূলগণ তোমাদেরই মধ্য থেকে, যাঁরা পাঠ করে শোনাত তোমাদের কাছে, তোমাদের রবের আয়াতসমূহ এবং সতর্ক করতো তোমাদের এ দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে? তারা বলবে ঃ হাঁ, এসেছিল। কিন্তু সত্য প্রমাণিত হলো আযাবের কথা কাফিরদের প্রতি।

৭২. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে, চিরদিন থাকার জন্য সেখানে। কত নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের।

٧٢- قِيلَ ادْخُلُوٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

৪৭. আর যখন তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে জাহান্নামে, তখন বলবে দুর্বলরা অহঙ্কারীদের, আমরা তো ছিলাম তোমাদের অনুসারী। এখন কি তোমরা নিবারণ করবে আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবের কিছু?

٤٧- وَ اِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ○

৪৮. অহংকারীরা বলবে ঃ আমরা তো সবাই আছি জাহান্নামে। নিশ্চয় আল্লাহ তো ফয়সালা করে দিয়েছিলেন বান্দাদের মাঝে।

٤٨- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ○

৪৯. আর জাহান্নামীরা বলবে এর প্রহরীদের তোমরা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, যেন তিনি হাল্‌কা করেন আমাদের থেকে কোন একদিনের আযাব।

٤٩- وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

৫০. তারা বলবে ঃ আসিনি কি তোমাদের কাছে, তোমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে? জাহান্নামীরা বলবে ঃ হাঁ, অবশ্যই এসেছিল। তখন প্রহরীরা বলবে ঃ তবে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা তো নিষ্ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

٥٠- قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۗ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ○

৬৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না তাদের প্রতি, যারা বিতর্ক করে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে? কি ভাবে তাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

٦٩- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ○

৭০. যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং তা যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

٧٠- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

٧١- اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ یُسْحَبُوْنَ ۝

৭১. যখন থাকবে বেড়ি তাদের গলায় এবং শিকলও তখন তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে–

٧٢- فِی الْحَمِیْمِ ۬ۙ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ۝

৭২. ফুটন্ত পানিতে। এরপর তাদের জাহান্নামে দগ্ধ করা হবে,

٧٣- ثُمَّ قِیْلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ

৭৩. পরে তাদের বলা হবে ঃ কোথায় তারা যাদের তোমরা শরীক করতে–

٧٤- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَیْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِیْنَ ۝

৭৪. আল্লাহকে ছেড়ে? তারা বলবে ঃ তারা তো উবে গেছে আমাদের থেকে; বরং আমরা তো এমন কিছুকে ডাকিনি এর আগে। এভাবেই আল্লাহ ভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখেন কাফিরদের।

٧٥- ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۝

৭৫. এটা এজন্য যে, তোমরা উল্লাস করতে পৃথিবীতের অযথা এবং দম্ভ করে বেড়াতে।

٧٦- اُدْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَكَبِّرِیْنَ ۝

৭৬. তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস অহংকারীদের!

সূরা হা-মীম-আস-সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯

١٩- وَ یَوْمَ یُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَی النَّارِ فَهُمْ یُوْزَعُوْنَ ۝

১৯. আর সেদিন একত্র করা হবে আল্লাহর দুশমনদের জাহান্নামের দিকে, সেদিন তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে;

٢٠- حَتّٰۤی اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمْ وَ جُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝

২০. অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন সাক্ষ্য দেবে তাদের বিরুদ্ধে তাদের কান,চোখ এবং চামড়া তারা যা করতো সে সম্বন্ধে।

٢١- وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَیْنَا ؕ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِیْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَیْءٍ

২১. আর তারা তাদের চামড়াকে বলবে ঃ কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে? তারা বলবে ঃ আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ,যিনি কথা বলার শক্তি দিয়েছেন সব কিছুকে। আর

وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সব কিছুকে। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের প্রথমবার এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٢٢- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

২২. আর তোমরা গোপন করতে না এ জন্য যে, সাক্ষ্য দেবে না তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়া বরং তোমরা মনে করতে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অনেক কিছুই জানেন না, যা তোমরা করতে।

٢٣- وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৩. এতো তোমাদের ধারণা মাত্র, যা তোমরা ধারণা করেছিলে তোমাদের রব সম্পর্কে যা তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে, তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

٢٤- فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ○

২৪. এখন তারা সবর করলেও জাহান্নাম-ই হবে তাদের আবাস। আর যদি তারা ওযর আপত্তি করে, তবুও তাদের ওযর কবুল করা হবে না।

٢٥- وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

২৫. আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের জন্য কিছু সহচর, যারা শোভন করে দেখিয়েছিল তাদের যা ছিল তাদের সামনে এবং যা ছিল তাদের পেছনে। আর সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে শাস্তির কথা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব সম্প্রদায়ের মত। তারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٧- فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৭. আমি অবশ্যই আস্বাদন করাব কাফিরদের কঠিন শাস্তি, আর অবশ্যই প্রতিফল দেব তাদের সে সব মন্দ কাজের, যা তারা করত।

٢٨- ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۗ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

২৮. এ জাহান্নাম, পরিণাম হলো আল্লাহর দুশমনদের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী আবাস। এ হলো প্রতিফল আমার নির্দেশনাবলী অস্বীকার করার কারণে।

২৯. আর কাফিররা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি দেখান আমাদের তাদের যারা গুমরাহ করেছে আমাদের জিন্ ও ইন্সানের মধ্য থেকে, আমরা পদদলিত করবো তাদের উভয়কে, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

٢٩- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

সূরা যুখ্রুফ, ৪৩ ঃ ৭৪,৭৫,৭৬,৭৭

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের আযাবে চিরকাল।

٧٤- اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○

৭৫. লাঘব করা করা হবে না তাদের থেকে আযাব, আর তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।

٧٥- لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

৭৬. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।

٧٦- وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৭৭. তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে জাহান্নামের ফিরিশতা মালিক ! আমাদের যেন শেষ করে দেন তোমার রব। সে বলবে ঃ তোমরা তো এভাবেই থাকবে।

٧٧- وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ–

٤٣- اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ○

৪৪. তাতো গুনাহগারের খাদ্য–

٤٤- طَعَامُ الْاَثِيْمِ ○

৪৫. তা গলিত তামার মত ; তা ফুটতে থাকবে তাদের পেটে,

٤٥- كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ○

৪৬. ফুটন্ত পানির মত।

٤٦- كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ○

৪৭. ফিরিশ্তাদের বলা হবে ঃ ওকে পাকড়াও কর এবং টেনে নিয়ে যাও ওকে জাহান্নামের মাঝখানে,

٤٧- خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○

৪৮. তারপর ঢেলে দাও ওরব মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি,

٤٨- ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ○

৪৯. তাকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর আযাবের, তুমি তো ছিলে শাক্তিধর, সম্মানিত।

٤٩- ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ○

সূরা জাছিয়া, ৪৫ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী গুনাহগারের জন্য,

٧-وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

৮. সে শোনে আল্লাহর আয়াতসমূহ, যা তার কাছে পাঠ করে শোনানো হয়, তারপরও সে অটল থাকে কুফরীর উপর-অহংকার বশে, যেন সে তা শুনেইনি। অতএব তাকে সংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

٨-يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৯. আর যখন সে জানতে পারে আমার কোন আয়াত সম্পর্কে তখন সে তো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

٩-وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১০. আর তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম, তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের কৃতকর্ম এবং তারাও নয় যাদের তারা গ্রহণ করেছে অভিভাবকরূপে আল্লাহর পরিবর্তে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

١٠-مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

সূরা ফাতহ্, ৪৮ ঃ ৬

৬. আর ইহা এজন্য যে, তিনি শাস্তি দেবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের যারা আল্লাহ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাদুর্ভোগ, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের লা'নত করেছেন এবং তৈরী করে রেখেছেন তাদের জন্য জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস।

٦-وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

সূরা আর রাহ্মান, ৫৫ ঃ ৪৩,৪৪

৪৩. এতো সেই জাহান্নাম, যা অস্বীকার করতো অপরাধীরা।

٤٣-هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৪৪. তারা ছুটাছুটি করবে জাহান্নাম ও ফুটন্ত গরম পানির মাঝে।

٤٤-يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

٤١- وَ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ○

৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম-দিকের দল

٤٢- فِیۡ سَمُوۡمٍ وَّ حَمِیۡمٍ ○

৪২. তারা থাকবে জাহান্নামের অত্যুষ্ণ বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে,

٤٣- وَّ ظِلٍّ مِّنۡ یَّحۡمُوۡمٍ ○

৪৩. কালবর্ণের ধোঁয়ার ছায়ায়।

٤٤- لَّا بَارِدٍ وَّ لَا کَرِیۡمٍ ○

৪৪. ঠান্ডা নয়, আর আরামদায়কও নয়।

٤٥- اِنَّهُمۡ کَانُوۡا قَبۡلَ ذٰلِکَ مُتۡرَفِیۡنَ ○

৪৫. কেননা, তারা তো ছিল এর আগে ভোগ বিলাসে মগ্ন।

٤٦- وَ کَانُوۡا یُصِرُّوۡنَ عَلَی الۡحِنۡثِ الۡعَظِیۡمِ ○

৪৬. আর তারা লিপ্ত ঘোরতর গুনাহের কাজে।

٤٧- وَ کَانُوۡا یَقُوۡلُوۡنَ ۬ۙ اَئِذَا مِتۡنَا وَ کُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ ○

৪৭. তারা বলতো ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং পরিণত হবো মাটি ও হাড়ে, তখনও কি আমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে?

٤٨- اَوَ اٰبَآؤُنَا الۡاَوَّلُوۡنَ ○

৪৮. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাদেরও?

٤٩- قُلۡ اِنَّ الۡاَوَّلِیۡنَ وَ الۡاٰخِرِیۡنَ ○

৪৯. আপনি বলুন ঃ অবশ্যই, পূর্ববর্তীদের ও এবং পরবর্তীদেরও–

٥٠- لَمَجۡمُوۡعُوۡنَ ۬ۙ اِلٰی مِیۡقَاتِ یَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ ○

৫০. সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।

٥١- ثُمَّ اِنَّکُمۡ اَیُّهَا الضَّآلُّوۡنَ الۡمُکَذِّبُوۡنَ ○

৫১. তারপর হে গুমরাহ, অস্বীকারকারীরা

٥٢- لَاٰکِلُوۡنَ مِنۡ شَجَرٍ مِّنۡ زَقُّوۡمٍ ○

৫২. অবশ্যই তোমরা খাবে যাক্কুম গাছ থেকে,

٥٣- فَمَالِـُٔوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ ○

৫৩. আর পূর্ণ করবে তা দিয়ে তোমাদের পেট,

٥٤- فَشٰرِبُوۡنَ عَلَیۡهِ مِنَ الۡحَمِیۡمِ ○

৫৪. তারপর তোমরা পান করবে এ ছাড়াও ফুটন্ত পানি,

٥٥- فَشٰرِبُوۡنَ شُرۡبَ الۡهِیۡمِ ○

৫৫. তা পান করবে পিপাসায় কাতর উটের মত।

٥٦- هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ○

৫৬. এই হবে তাদের মেহমানদারী কিয়ামতের দিন।

٩٢- وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ○

৯২. তবে যদি সে হয় অস্বীকারকারী এবং গুমরাহদের থেকে—

٩٣- فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ○

৯৩. তা হলে, তার জন্য রয়েছে মেহমানদারী ফুটন্ত পানির,

٩٤- وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ○

৯৪. এবং জাহান্নামের দহন,

٩٥- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ○

৯৫. অবশ্যই এ হলো ধ্রুব সত্য।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৮

٨- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ز وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ لا وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ط حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন না, যাদের নিষেধ করা হয়েছিল গোপন পরামর্শ করতে? তারপর তারা পুনরাবৃত্তি করে তা যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা পরস্পর গোপন পরামর্শ করে গুনাহের কাজে, সীমালংঘনে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণে আর যখন তারা আসে আপনার কাছে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে এমন কথা দিয়ে, যা দিয়ে আল্লাহু আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে ঃ কেন আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না আমরা যা বলি তার জন্য? জাহান্নামই যথেষ্ট তাদের জন্য, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, আর কত নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তন স্থল!

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ৬, ৯

٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, সেখানে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়,কঠোর স্বভাব ফিরিশতারা, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা আদেশ করেন তা এবং তারা তাই করে যা তাদের আদেশ করা হয়।

٩- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৯. হে নবী! আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হোন তাদের প্রতি ; আর তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তস্থল।

সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

٦- وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৬. আর যারা কুফরী করে তাদের রবের সাথে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

٧- اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ○

৭. যখনই তারা নিক্ষিপ্ত হবে সে জাহান্নামে, তখনই তারা শুনতে পারে এর বিকট শব্দ, আর তা উদ্বেলিত হতে থাকবে।

٨- تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۗ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ○

৮. জাহান্নাম যেন রোষে ফেটে পড়বে। যখনই নিক্ষেপ করা হবে সেখানে কোন দলকে, তখনই এর প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে ঃ আসেনি কি তোমাদের কাছে কোন সতর্ককারী?

٩- قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ○

৯. তারা বলবে ঃ অবশ্যই,এসেছিল তো আমাদের কাছে সতর্ককারী, কিন্তু আমরা অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তো কিছুই নাযিল করেননি; তোমরা তো রয়েছো মহা বিভ্রান্তিতে।

١٠- وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

১০. তারা আরো বলবে ঃ যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।

١١- فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

১১. অবশেষে তারা স্বীকার করবে তাদের অপরাধ। তাই ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য।

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬

٢٥- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ

২৫. আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায়!

لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ○

আমাকে যদি দেয়াই না হতো আমার আমলনামা,

٢٦- وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ○

২৬. এবং আমি যদি না জানতাম, আমার হিসাব!

٢٧- يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ○

২৭. হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো!

٢٨- مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ○

২৮. কোন কাজেই আসল না আমার ধন-সম্পদ!

٢٩- هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ○

২৯. শেষ হয়ে গেছে আমার ক্ষমতা!

٣٠- خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ○

৩০. ফিরিশ্‌তাদের বলা হবে ঃ ওকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও,

٣١- ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ○

৩১. এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

٣٢- ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ○

৩২. তারপর তাকে শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে;

٣٣- اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ○

৩৩. কেননা, সে তো ঈমান রাখতো না, মহান আল্লাহর প্রতি।

٣٤- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○

৩৪. এবং সে উৎসাহিত করতো না মিস্‌কীনকে অন্নদানে।

٣٥- فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ○

৩৫. অতএব আজ নেই তার জন্য এখানে কোন বন্ধু,

٣٦- وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ○

৩৬. এবং নেই কোন খাবার ক্ষতনিঃসৃত পূঁজ ছাড়া।

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ২৩

٢٣- اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ○

২৩. আর যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরদিন থাকবে।

সূরা মুয্‌যাম্‌মিল, ৭৩ ঃ ১২,১৩

١٢- اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ○

১২. নিশ্চয় আমার কাছে আছে বেড়ী এবং জাহান্নাম,

١٣- وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৩. আরো আছে এমন খাবার, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা মুদাস্‌সির, ৭৪ ঃ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

২৬. অচিরেই আমি তাকে দাখিল করবো 'সাকার' নামক জাহান্নামে।

٢٦- سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ○

২৭. আর তুমি কি জান, 'সাকার' কী?

٢٧- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ○

২৮. তা তাদের জ্যান্ত রাখবে না এবং মেরেও ফেলবে না।

٢٨- لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ ○

২৯. তা তো জ্বালিয়ে দিবে গায়ের চামড়া।

٢٩- لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ○

৩০. সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী।

٣٠- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ○

৩১. আর আমি জাহান্নামের প্রহরী করিনি কাউকে ফিরিশতা ছাড়া এবং আমি উল্লেখ করেছি তাদের সংখ্যা কেবল কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ, যাতে কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় এবং মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর যাতে সন্দেহ পোষণ না করে কিতাবীরাও মু'মিনরা এবং এজন্য যে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা এবং যারা কুফরী করেছে তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ কি বুঝাতে চান এ অভিনব উক্তি দিয়ে? এ ভাবেই আল্লাহ গুমরাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়াত দান করেন যাকে চান। আর কেউ জানে না আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য উপদেশ।

٣١- وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً م وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لا وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ○

৩৫. এ জাহান্নাম তো হলো ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

٣٥- اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ○

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী,

٣٦- نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ○

৩৭. তোমাদের মধ্যে তার জন্য, যে অগ্রসর হতে চায় অথবা পিছিয়ে পড়তে চায়।

٣٧- لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ○

٣٨- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝

৩৮. প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী,

٣٩- إِلَّآ أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ۝

৩৯. তবে ডান দিকের দল নয়

٤٠- فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُونَ ۝

৪০. তারা থাকবে জান্নাতে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে

٤١- عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝

৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে।

٤٢- مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝

৪২. কিসে তোমাদের প্রবেশ করালো এ 'সাকারে'?

٤٣- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝

৪৩. তারা বলবে ঃ আমরা সালাত কায়েমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,

٤٤- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝

৪৪. আর আমরা মিস্‌কীনদেরও খাওয়াতাম না,

٤٥- وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ ۝

৪৫. বরং আমরা নিমগ্ন ছিলাম বিভ্রান্তিমূলক আলোচনাকারীদের সাথে।

٤٦- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

৪৬. আর আমরা অস্বীকার করতাম বিচারদিনকে,

٤٧- حَتّٰىٓ أَتٰىنَا الْيَقِينُ ۝

৪৭. আমাদের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

সূরা দাহর, ৭৬ ঃ ৪

٤- إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ سَلٰسِلَا۟ وَأَغْلٰلًا وَسَعِيرًا ۝

৪. আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য শিকল, বেড়ী ও জাহান্নামের আগুন।

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

٢١- إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম রয়েছে ওঁৎ পেতে,

٢٢- لِّلطّٰغِينَ مَـَٔابًا ۝

২২. সীমালংঘনকারীদের জন্য তা ঠিকানা,

٢٣- لّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۝

২৩. সেখানে তারা আস্বাদন করবে না কোন ঠাণ্ডা, আর না কোন পানীয়

٢٥- إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

২৫. ফুটন্ত পানি ও পূঁজ ছাড়া ;

٢٦- جَزَآءً وِفَاقًا ۝

২৬. এ সব হলো উপযুক্ত প্রতিফল।

٢٧- إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

২৭. তারা কখনো আশংকা করতো না হিসাবের,

٢٨- وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ○

২৮. আর তারা অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী দৃঢ়ভাবে।

٢٩- وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ○

২৯. আর সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।

٣٠- فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ○

৩০. অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আর আমি তো কেবল বৃদ্ধি করবো তোমাদের আযাব।

সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১০

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ○

১০. নিশ্চয় যারা বিপদাপন্ন করেছে মু'মিন নারী ও মু'মিন পুরুষদের এবং পরে তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব; আরো রয়েছে তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১১,১২,১৩

١١- وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ○

১১. আর যে উপেক্ষা করবে উপদেশ, সে তো নিতান্ত হতভাগা,

١٢- الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ○

১২. সে প্রবেশ করবে ভয়ংকর জাহান্নামে

١٣- ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

১৩. তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।

সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৪,১৫,১৬,১৭,১৮

١٤- فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ○

১৪. আর আমি তো সতর্ক করেছি তোমাদের লেলিহান আগুন সম্পর্কে,

١٥- لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى ○

১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে হতভাগা,

١٦- الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

১৬. যে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

١٧- وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ○

১৭. আর সেখানে থেকে দূরে রাখা হবে সে মুত্তাকীকে,

١٨- الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ○

১৮. যে দান করে নিজের মাল পরিশুদ্ধির জন্য।

সূরা বায়্যিনা, ৯৮ ঃ ৬

٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে তারা

فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

থাকবে জাহান্নামের আগুনে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

সূরা হুমাযা, ১০৪ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

١- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝

১. দুর্ভোগ প্রত্যেক এমন লোকের জন্য, যে লোকের নিন্দা করে সামনে ও পেছনে।

٢- الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝

২. যে জমা করে সম্পদ এবং তা বারবার গণনা করে;

٣- يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝

৩. সে মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।

٤- كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝

৪. কখনো নয়, সে তো নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়,

٥- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝

৫. আর কিসে জানাবে তোমাকে সে হুতামা কী?

٦- نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝

৬. তা হলো আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন,

٧- الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝

৭. যা গ্রাস করবে হৃদয়কে।

٨- اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝

৮. নিশ্চয় তা তাদের উপর পরিবেষ্টিত করা হবে,

٩- فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

৯. সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহে

সূরা লাহাব, ১১১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

١- تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

১. ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

٢- مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

২. কোন কাজে আসেনি তার ধন সম্পদ, আর না তার উপার্জন।

٣- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

৩. অচিরেই সে প্রবেশ করবে জাহান্নামের লেলিহান আগুনে,

٤- وَّامْرَاَتُهٗ ۗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

৪. এবং তার স্ত্রীও যে জ্বালানী কাঠ বহন করে;

٥- فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

৫. তার গলায় রয়েছে পাকানো রশি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
কাযা ও কদ্‌র

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৬, ৭, ১১৭, ২৭২

৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে তাদের কাছে সবই সমান, আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনবে না।

٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৭. আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন তাদের অন্তর ও কানে, আর তাদের চোখের উপর আছে পর্দা এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

٧- خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰۤى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১১৭. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব দানকারী। আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি তার জন্য শুধু বলেন ঃ 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

١١٧- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

২৭২. তাদের হিদায়াতের দায়িত্ব আপনার নয়। বরং আল্লাহ্ হিদায়েত দেন, যাকে চান ....

٢٧٢- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ ......

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৬, ৭৩, ৭৪, ১৪৫, ১৫৪

২৬. বলুন ঃ সমস্ত ক্ষমতার মালিক হে আল্লাহ্। আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনারই হাতে সমস্ত কল্যাণ। আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বশ-ক্তিমান।

٢٦- قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ؗ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৭৩. আপনি বলুন ঃ নিশ্চয় সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।

٧٣- ... قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৭৪. তিনি খাস্ করে নেন যাকে চান তাঁর রহমতের জন্য। আর আল্লাহ্ মহানুগ্রহশীল।

٧٤- يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১৪৫. আর কারো মৃত্যু হতে পারে না আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে, কেননা তা লিপিবদ্ধ, নির্ধারিত। আর কেউ পার্থিব কল্যাণ চাইলে, আমি তাকে তার কিছু দেই কেউ আখিরাতের কল্যাণ চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই। আর আমি অচিরেই পুরস্কার দিব কৃতজ্ঞদের।

١٤٥- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

১৫৪. আপনি বলুন ঃ সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে। তারা গোপন রাখে নিজেদের মনে, যা তারা প্রকাশ করে না আপনার কাছে। আর বলে, যদি থাকতো আমাদের এ ব্যাপারে কোন অধিকার, আমরা নিহত হতাম না এখানে। বলুন, যদি তোমরা থাকতে তোমাদের ঘরে, তবুও অবশ্যই বের হতো তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানের জন্য, যাদের জন্য নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ ছিল। ইহা এজন্য যে, আল্লাহ্ পরীক্ষা করেন যা আছে তোমাদের অন্তরে তা; এবং পরিশোধন করেন যা আছে তোমাদের অন্তরে তাও। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সে সম্বন্ধে যা আছে অন্তরে।

١٥٤- . . . قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

সূরা নিসা , ৪ ঃ ৭৮, ৮৮

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মউত তোমাদের ধরবেই, যদিও তোমরা থাক সুউচ্চ মজবুত দুর্গে। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে তারা বলে ঃ এতো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। বলুন ঃ সব কিছুই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। এ লোকদের কি হলো যে, তারা কোন কিছুই বুঝতে চায় না।

٧٨- اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ○

৮৮. তোমরা কি সৎপথে পরিচালিত করতে চাও তাকে, যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? আর কাউকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করলে তুমি কখনো পাবে না তার জন্য কোন পথ।

٨٨- . . . اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২, ১৭, ৩৮, ৫৯

২. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এক মেয়াদ এবং তাঁর কাছে আছে একটি নির্ধারিত কাল, এরপরও তোমরা সন্দেহ কর।

٢- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝

১৭. আর আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে কেউ নেই তা বিদূরিত করার তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তিনিই তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩৮. পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর না এমন কোন পাখী আছে, যা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে, কিন্তু তারা তো তোমাদের মত এক একটি জাতি। আমি বাদ দেইনি কোন কিছু কিতাবে, এরপর তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে।

٣٨- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝

৫৯. আর আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর তিনি জানেন, যা কিছু আছে স্থলে ও জলে। একটি পাতাও পড়ে না তাঁর অজ্ঞাতসারে আর না একটি শস্যকণা যমীনের অন্ধকারে। আর না কোন রসযুক্ত এবং না কোন শুষ্ক বস্তুও, যা নেই সুস্পষ্ট কিতাবে।

٥٩- وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৪, ১৮৮

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছে নির্দিষ্ট সময়। যখন আসবে তাদের নির্দিষ্ট সময়, তখন তারা পিছিয়ে নিতে পারবে না মুহূর্তকাল এবং এগিয়ে আনতে পারবে না।

٣٤- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

১৮৮. বলুন ঃ আমার কোন ক্ষমতা নেই আমার নিজের ভাল কিম্বা মন্দের,

١٨٨- قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا

مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۖۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। আর আমি যদি গায়ব জানতাম, তবে তো আমি লাভ করতাম প্রভূত কল্যাণ এবং স্পর্শ করতো না আমাকে কোন অকল্যাণই। আমি তো কেবল সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

সূরা আন্‌ফাল, ৮ ঃ ৪৪, ৬৮

٤٤- وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

৪৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তাদের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে কম দেখিয়েছিলেন তোমাদের দৃষ্টিতে এবং তোমাদেরকেও কম দেখিয়েছিলেন তাদের দৃষ্টিতে, যাতে আল্লাহ্ সংঘটিত করেন, যা ঘটার ছিল তা। আল্লাহ্‌রই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।

٦٨- لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৬৮. যদি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ফয়সালা পূর্বেই লিপিবদ্ধ না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের স্পর্শ করতো, যা তোমরা গ্রহণ করেছ সেজন্য মহাশাস্তি।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৫১

٥١- قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৫১. আপনি বলুন ঃ আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হবে না, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহ্‌রই উপর মু'মিনরা ভরসা করুক।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১১, ১৯, ৪৯, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০৭,

١١- وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ

১১. আর যদি আল্লাহ্ জলদি করতেন মানুষের জন্য অকল্যাণ, যেভাবে তারা জলদি চায় তাদের জন্য কল্যাণ; তাহলে অবশ্যই তাদের মেয়াদ পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা

فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا
فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

রাখে না, তাদের আমি তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেই।

١٩- وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً
فَاخْتَلَفُوْا ۚ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১৯. আর মানুষ ছিল একই উম্মাত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। আর যদি না থাকতো পূর্বে ঘোষণা আপনার রবের তরফ থেকে, তাহলে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেতো, যে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায় তার।

٤٩- قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا
اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ
اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً
وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

৪৯. বলুন ঃ আমি ইখ্‌তিয়ার রাখি না আমার জন্য অকল্যাণের আর না কল্যাণের, তবে আল্লাহ্ যা চান তা ছাড়া, প্রত্যেক জাতির রয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়, যখন এসে যাবে তাদের সে সময় তখন তারা মুহূর্তকালও তা পিছাতে পারবে না এগিয়ে আনতে পারবে।

٩٦- اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৯৬. নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হয়ে গেছে আপনার রবের কথা, তারা ঈমান আনবে না—

٩٧- وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ
حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৯৭. যদিও আসে তাদের কাছে প্রতিটি নির্দশন, যে পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٠٠- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১০০. কারো সাধ্য নেই ঈমান আনার আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে, আর তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন তাদের উপর যারা অনুধাবন করে না।

١٠٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ
يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ
وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দেন, তবে তা বিদূরিত করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি দান করেন স্বীয় অনুগ্রহ, তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১০

١١٠- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

১১০. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, তারপর মতভেদ ঘটেছিল

فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ○

তাতে। আর যদি না থাকতে পূর্বে সিদ্ধান্ত আপনার রবের পক্ষ থেকে তাহলে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেত তাদের মাঝে। আর তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে ভ্রান্তিকর সন্দেহে।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬৭

٦٧- وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

৬৭. আর ইয়াকূব বললো ঃ হে আমার ছেলেরা! তোমরা প্রবেশ করবে না এক দরজা দিয়ে, বরং প্রবেশ করবে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে। আর আমি কিছুই করতে সক্ষম নই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ফয়সালার বিরুদ্ধে। ফয়সালা তো আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি, তাঁরই উপর ভরসা করুক ভরসাকারীরা।

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৮, ৩৯

٣٨- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

৩৮. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার পূর্বে অনেক রাসূল এবং দিয়েছিলাম তাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি। আর কোন রাসূলের কাজ নয় যে, সে উপস্থিত করবে কোন মু'জিযা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে। প্রত্যেক নির্ধারিত ভাগ্য আছে লিপিবদ্ধ।

٣٩- يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ○

৩৯. আল্লাহ্‌র মিটিয়ে দন, যা তিনি চান এবং প্রতিষ্ঠিত রাখেন যা তিনি চান, আর তাঁরই কাছে আছে উম্মুল কিতাব।

সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪, ৫

٤- وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ○

৪. আর আমি ধ্বংস করিনি কোন জনপদ, কিন্তু তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল।

٥- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ○

৫ কোন জাতি এগিয়ে আনতে পারে না তার নির্দিষ্ট কালকে, আর না পিছয়ে নিতে পারে।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ৬১

৬১. আর যদি আল্লাহ্ পাকড়াও করতেন মানুষকে তাদের যুলুমের জন্য, তাহলে তিনি রেহাই দিতেন না পৃথিবীতে কোন প্রাণীকেই, কিন্তু তিনি তাদের অবকাশ দেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তারপর যখন আসে তাদের সময়, তখন তারা তা মুহূর্তকাল পিছিয়েও নিতে পরে না, আর না এগিয়ে আনতে পারে।

٦١- وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ : ৪

৪. আর আমি আমার ফয়সালা জানিয়ে দিয়েছিলাম বনু ইসরাঈলকে কিতাবে, অবশ্যই তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করবে পৃথিবীতে দু'বার এবং অতিশয় অহংকার স্ফীত হবে।

٤- وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ২১,৩৫

২১. ফিরিশতা বললো : এরূপই হবে। তোমার রব বলেছেন : এরূপ করা আমার জন্য সহজ, আর আমি করবো তাকে এক নিদর্শন মানুষের জন্য এবং রহমত আমার তরফ থেকে। এতো স্থিরকৃত ফয়সালা।

٢١- قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ○

৩৫. .... যখন আল্লাহ্ কোন কিছু করতে স্থির করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন : হও এবং তা হয়ে যায়।

٣٥- .... اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

সূরা তাওবা, ২০ : ১২৯

১২৯. আর যদি না থাকতো আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত কাল, তাহলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হতো।

١٢٩- وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩৫

৩৫. প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমি তোমাদের পরীক্ষা করি মন্দ

٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

ও ভাল দিয়ে বিশেষভাবে এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬২

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৬২. আল্লাহ্ প্রসারিত দেন রিয্ক তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকে এবং সংকুচিত করেন যার জন্য চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ : ৩৪

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন যা কিছু আছে জরায়ুতে। আর কেউ জানে না, সে কি অর্জন করবে আগামীকাল এবং কেউ জানে না, কোন যমীনের সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১১

١١- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

১১. আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তিনি তোমাদের করেছেন যুগল। আর গর্ভধারণ করে না, কোন নারী এবং সে প্রসবও করে না আল্লাহ্‌র জ্ঞান ছাড়া। আর আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির এবং তার আয়ু কমও করা হয় না, কিন্তু তা রয়েছে লিপিবদ্ধ। নিশ্চয় এরূপ করা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৮২, ৮৩

١٢- إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ○

১২. আমিই জীবিত করি মৃতকে এবং লিখে রাখি যা তারা পাঠায় আগে এবং রেখে যায় পেছনে। আর সব কিছু আমি সংরক্ষণ করেছি স্পষ্ট ফলকে।

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

৩৮. আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নিজস্ব গন্তব্যের দিকে, এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ নির্ধারিত তাক্‌দীর।

٣٩- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৩৯. এবং চাঁদের জন্য আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি মন্‌যিলসমূহ ; অবশেষে তা পূর্বের আকারে আসে বাঁকা পুরাতন খেজুর শাখার মত।

٤٠- لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় সে চাঁদের নাগাল পাবে, আর না রাত আগে আসতে পারে দিনের এবং প্রত্যেকে সন্তরণ করে মহাশূণ্যে।

٨٢- اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৮২. আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তো এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন ঃ 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।

٨٣- فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৩. অতএব, পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব সব কিছুর এবং তাঁরই কাছে তোমদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১৯, ৩৮, ৪২

١٩- اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۚ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ۝

যার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে আযাবের ফায়সালা ; আপনি কি পারবেন বাঁচাতে তাকে যে রয়েছে জাহান্নামে ?

٣٨- . . . قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

৩৮. .... আপনি বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ্ আমার কোন অনিষ্ট করতে চান, তবে যাদের তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ডাক, তারা কি দূর করতে পারে সে অনিষ্ট ? অথবা যদি তিনি আমার প্রতি রহম করতে চান, তবে তারা কি ঠেকাতে পারে তাঁর রহমত ? বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাঁরই উপর ভরসা করে ভরসাকারীগণ।

৪২. আল্লাহ্ প্রাণ নিয়ে নেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদেরও ঘুমের মাঝে। তারপর তিনি রেখে দেন তার প্রাণ যার জন্য তিনি মৃত্যু ফয়সালা করেন এবং ছেড়ে দেন অন্যদের প্রাণ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৭, ৬৮

৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, এরপর আলাক থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, এরপর তোমরা যেন উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা যায় এর আগেই এবং যাতে তোমরা উপনীত হও নির্দিষ্ট সময়ে, আর যেন তোমরা বুঝতে পার।

٦٧- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি এর জন্য শুধু বলেন ঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।

٦٨- هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

সূরা যুখ্রুফ, ৪৩ ঃ ৩২

৩২. তারা কি বণ্টন করে রহমত আপনার রবের ? আমিই বণ্টন করি তাদের মাঝে তাদের জীবিকা পার্থিব জীবনের এবং মর্যাদায় উন্নত করি এক জনকে অপরের উপর, যাতে একে অপরকে সেবক হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আর আপনার রবের রহমত উত্তম, তারা যা জমা করে তার চাইতে।

٣٢- اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۭ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۭ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১১

১১. .... বলুন ঃ কে ক্ষমতা রাখে তোমাদের জন্য, আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র, যদি

١١- . . . . قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ

مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

তিনি তোমাদের কারো ক্ষতি করতে চান অথবা কারো উপকার করতে চান ? বস্তুত আল্লাহ্ তো তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ২৯

٢٩- مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

২৯. আমার কথার কোন রদ-বদল হয় না এবং আমি কোন অবিচার করি না আমার বান্দাদের প্রতি।

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৯, ৫৩

٤٩- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

৪৯. আমি তো সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিতভাবে।

٥٣- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ○

৫৩. আর ছোট বড় সব কিছুই আছে লিপিবদ্ধ।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৬০, ৬১

٦٠- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

৬০. আমি নির্ধারিত করেছি তোমাদের মাঝে মৃত্যু এবং আমি অক্ষম নই—

٦١- عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের মত আনতে এবং তোমাদের সৃষ্টি করতে এমন এক আকৃতিতে, যা তোমরা জান না।

সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২২

٢٢- مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

২২. আপতিত হয় না কোন বিপর্যয় যমীনে, আর না তোমদের জীবনে, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ থাকে ; আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই। নিশ্চয় আল্লাহ্র জন্য ইহা খুবই সহজ।

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৩

٣- . . . . وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

৩. .... আর যে কেউ ভরসা করে আল্লাহ্র উপর, তিনিই যথেষ্ট তার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ পূর্ণ করবেন তাঁর ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ তো স্থির করে রেখেছেন সব কিছুর জন্য তাক্দীর।

সূরা নূহ্, ৭১ ঃ ৪

৪. আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ এবং তিনি তোমাদের অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না ; যদি তোমরা জানতে!

٤- يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ م لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ৩০

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٣٠- وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ২৯

২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না ইচ্ছা করেন আল্লাহ্, যিনি রব সারা জাহানের।

٢٩- وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা যিল্‌যাল, ৯৯ ঃ ৭,৮

৭৮. আর কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করলে, সে তা দেখবে,

৭৯. এবং কেউ অণু পরিমাণ বদ্ কাজ করলে তাও সে দেখবে।

٧- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○

٨- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/১৯৯(উ)—৩২৫০